কন্যা ও কুমার

কল্যাণী কার্লেকর

জিজ্ঞাসা
১৩৩-এ, রাসবিহারী এ্যাভিন্যু
কলিকাতা-২৯

রন্নু-তোতা-জোজো-কে

—মা

এই কাহিনীর স্থান কলিকাতা ও ছোটনাগপুরের কয়েকটি আরণ্য জমিদারীর এলাকায়। এর কাল উনবিংশ শতাব্দীর এর কাহিনী অনৈতিহাসিক ও ঘটনাবলী কল্পনাপ্রসূত।

*　　*　　*　　*

কলিকাতার কোনো প্রসিদ্ধ কলেজের প্রশস্ত অলিন্দে কুমার অলখ-নাথ অপেক্ষা করছিল, অধ্যাপক বিরূপাক্ষ বন্দ্যোপাধ্যায় এফ-এ ক্লাসের কক্ষ থেকে বেরোবার সংগে সংগে সে এগিয়ে এসে বল্‌ল—"স্যর, ব্রাউনিংয়ের যে নোতুন সংস্করণটা দেখাবেন বলেছিলেন, সেটা এনেছেন কি ?" অধ্যাপকমহাশয় লজ্জিতভাবে বল্‌লেন—"তাইতো, একেবারেই ভুলে গেছি আজ! কাল নিশ্চয়ই নিয়ে আস্‌ব।"

অলখ মৃদু হেসে বল্‌ল—"কিন্তু কাল তো রবিবার স্যর, আপনি সোমবার আনবেন বোধ হয়!"

উচ্চ হেসে বন্দ্যোপাধ্যায় বল্‌লেন—"ঠিক ধরেছ, সোমবারই আনতে হবে।"

—"ভুলবেননাতো স্যর ?"

—"না, না!" —দৃঢ় স্বরে অস্বীকার করেই তাঁর মনে হ'ল যে তাঁর স্মরণশক্তি মোটেই নির্ভরযোগ্য নয়, তাই অপেক্ষাকৃত অনিশ্চিতির সংগে যোগ করলেন—"মানে, মনে রাখতে খুবই চেষ্টা করব।"

অলখনাথ নম্র হেসে চলে যাচ্ছিল, হঠাৎ অধ্যাপক জোরে, ডাকলেন—"অলখ!"

—"কিছু বল্‌লেন স্যর ?"

—"হ্যাঁ, এক কাজ করলে তুমি রবিবারই বইটা পেতে পার।"

—"হ্যাঁ, স্যর?"

—"তুমি আমাদের পাড়াতেই বাসা করে' থাক না?"

—"হ্যাঁ স্যর, ১৫নং পীতাম্বর চাটুজ্যের গলি।"

—"ওই, আমার বাড়ির একটা মোড় আগে, আমার হ'ল, তিন নং বৈকুণ্ঠসাহু লেন।"

—"হ্যাঁ স্যর।"

—"তুমি যদি রবিবার বিকেলে চারটে নাগাদ আমার ওখানে যাও তো বইখানা নিয়ে আসতে পার।"

অলখ ঔৎসুক্যের সংগে বল্‌ল—"যাব স্যর।"

অলখ বিরূপাক্ষ বন্দ্যোপাধ্যায়ের প্রিয় ছাত্র। ভিন্ন প্রদেশের রাজবংশীয় ছেলে হলেও প্রকৃতিতে বিজাতীয়ভাব নেই, আকৃতিতে কোমলকান্ত, উপরন্তু কলেজের সর্বাপেক্ষা মেধাবী ছাত্রদের মধ্যে অন্যতম।

* * * *

বৈকুণ্ঠসাহু লেনের ওপর সবুজ কাঠের ফটকওয়ালা লাল বাড়িটা আসপাশের দালানগুলো থেকে একটু যেন স্বতন্ত্র। অলখ তার সামনে এসে কড়া নাড়লো। অধ্যাপক চটি খসখসিয়ে এসে তাকে ভেতরে ডেকে নিলেন। বাড়ীর পেছন দিকে চওড়া বারন্দার নিচে ঘাসে-ঢাকা উঠোন। উঠোনে বেতের চেয়ার টেবিল নামিয়ে চায়ের জায়গা করা হয়েছে। অধ্যাপক বল্‌লেন—"বিকেলে আমরা এখানেই চা খাই।"

এই সময়ে চাকরের হাতে চায়ের সরঞ্জাম দিয়ে একটি কিশোরী এল। কিশোরী রূপবতী, কিন্তু রূপের চেয়েও বেশী যা অলখের দৃষ্টি আকর্ষণ করলো সে হ'ল তার সাবলীল আত্মস্থতা। অপরিচিত পুরুষের

সান্নিধ্যে বিন্দুমাত্র জড়তা বা কুণ্ঠা তার মধ্যে প্রকাশ পেলনা। অধ্যাপক আলাপ করিয়ে দিলেন "এটি আমার মেয়ে সত্যবতী। বেবি, এ হ'ল আমার প্রিয় ছাত্র অলখ, যার কথা আমি আগে অনেকবার বলেছি।" নমস্কার করে' সত্যবতী জিজ্ঞাসা করলো—"আপনি তো রাজার ছেলে, না?"

অনাত্মীয় নারী সমাজে অনভ্যস্ত অলখ লাল হয়ে গিয়ে কোন উত্তর ভেবে পাওয়ার আগে অধ্যাপক তাড়াতাড়ি বলে' উঠ্‌লেন—"না, না!—হ্যাঁ—মানে, রাজার ছেলে হ'লেও ও সে রকম নয়।"

খিলখিল করে' হেসে সত্যবতী বল্‌ল—"কি-যে বল বাবা! রাজার ছেলে হওয়া তো খুব মজা।"

কণ্ঠ পেয়ে অলখ বল্‌ল—"রাজার ছেলে হওয়াটা মজার কিনা জানিনা, তবে অধ্যাপক মহাশয় সে রাজার ছেলে জাতটাকে এত খারাপ মনে করেন তা তো জানতাম না! তার কথাগুলো হাসির ছলে বলা হলেও পেছনে বেদনার আভাস ছিল।

তা'কে শান্ত করবার জন্যে স্নেহপূর্ণ কণ্ঠে অধ্যাপক বল্‌লেন—"না, তুমি ভুল বুঝোনা, কথাটা আমি কিছু চিন্তা না করেই বলে' ফেলেছিলাম। আসল ব্যাপার হচ্ছে, তুমি এক জগতের জীব আর আমরা আরেক জগতের জীব। ভালর জন্যই হোক আর মন্দের জন্যেই হোক, আমরা আমাদের দেশের মধ্যযুগীয় ভাবধারা থেকে সরে' পড়েছি আর আধুনিকতার ভাবকে জীবনে মূর্তি দিতে গিয়ে পাশ্চাত্য রীতিনীতিতে নিজেদের অনেকখানি জড়িয়ে ফেলেছি। তোমরা এখনও সামন্তরাজতন্ত্রের আবহাওয়া থেকে বেরোওনি। তোমাদের সংগে আমাদের ব্যবধান কয়েক শতাব্দীর, আর শুধু কালের নয়, দেশেরও, কেননা তোমরা বিশুদ্ধ ভারতীয় আর আমরা অনেকটা বিশ্ববাসী। তুমি

ইংরেজি পড়েছ, ইংগ-ভারতীয় সমাজের সংস্পর্শে এসেছ, আমার কথাটা সত্যি কিনা, নিজেই বুঝতে পারবে। এই মনে কর, তোমার বাবার সংগেই কি তোমার একটা মোটারকমের দেশকালগত প্রভেদ দাঁড়িয়ে যায়নি ?" অলখকে নীরব দেখে অধ্যাপক আবার বল্‌লেন—"সেই কথা ভেবেই আমি বলেছিলাম যে রাজার ছেলে বল্‌তে যা বোঝায়, তুমি তার থেকে অন্য রকম। আশা করি তার জন্য দুঃখ করবেনা।"

সত্যবতী প্রশ্ন করলো—"আচ্ছা, আপনার বাবার ক'জন রানি ?"

অলখ অপ্রতিভ ভাবে উত্তর দিল—"দু'জন।"

—"সুয়ো আর দুয়ো ?"

অলখ তার অর্থ বুঝতে না পেরে জিজ্ঞাসুনেত্রে অধ্যাপকের দিকে চাইতে তিনি বলে দিলেন—"বাংলাদেশের সেকেলে গল্পগুলিতে ওই রকম আছে কিনা, তাই বলছে।"

তারপর যেন প্রসংগটা চাপা দেবার জন্য বল্‌লেন—"যাওতো মা, আমার টেবিল থেকে ব্রাউনিংয়ের নোতুন সংস্করণটা নিয়ে এস, ইংলিস সাহেব যেটা বিলেত থেকে পাঠিয়েছেন।"

সত্যবতী উঠে গেলে তিনি বল্‌লেন—"কিছু মনে কোরোনা, মা-মরা মেয়েটা বড় দুষ্টু হয়ে উঠেছে, বেথুন-স্কুলে পড়ছে, এবার এণ্ট্রান্স পরীক্ষা দেবে, কিন্তু আজ পর্যন্ত শান্ত আর হ'লনা। ইস্কুলেও পড়াশুনায় ভাল বলে, টিচাররা কিছু বলেন না।"

চা খেয়ে, মরক্কো চামড়ায় বাঁধানো সুদৃশ্য কবিতার বই নিয়ে অলখ যখন বাড়ী ফিরলো, তখন সে একটি মূর্তিমতী কাব্যলক্ষ্মীর ছবিও মনের মধ্যে করে' নিয়ে গেল। আনন্দের উচ্ছলতায় তার মনে হ'ল ব্রাউনিং যে বলেছেন 'স্বর্গে ভগবান আছেন আর মর্ত্যের সবই চমৎকার'—সে কথা অত্যন্তভাবে সত্য।

*   *   *   *

অন্য একদিন অধ্যাপক বন্দ্যোপাধ্যায় অলখকে ডেকে বল্‌লেন—"বেবির জন্য একটা বোড্‌লিয়ান লাইব্রেরির সেক্ষপীয়রের সেট্‌ আনিয়েছি তুমি রবিবার এসে দেখে যেও।"

রবিবার এলে অলখের মনে হ'ল যে স্বর্গারোহণপর্ব অতি নিকটবর্তী। ভাত খাওয়ার পর সে হাতে একখানা বই নিয়ে ইজিচেয়ারে শুলো বটে কিন্তু তার দৃষ্টি বইয়ের পাতার চেয়ে ঘড়ির কাঁটার ওপরই নিবদ্ধ রইলো বেশি। ঘরের ঘড়ি 'স্লো' মনে করে' সে দুতিনবার 'হলে'র ঘড়িটা দেখে এলো। এমনি ঘরে-বাইরে পায়চারি করতে করতে ঘড়ির কাঁটা কোনোক্রমে সাড়ে তিনটেয় পৌছবামাত্র সে আলমারি খুলে কাপড়-চোপড় টেনে টেনে বার করলো এবং প্রস্তুত হয়ে, চারটে বাজতে পাঁচ মিনিটের সময়ে প্রায় ছুটে বেরিয়ে পড়লো।

রাস্তায় নেমে অলখনাথের মনে হ'ল সে বুঝি বা রোমক-উপকথার পায়ে-পাখা-বাঁধা মার্কিউরি, কিন্তু অধ্যাপকের বাড়ির সামনে উপস্থিত হবার সংগে সংগে বংশীধোপার দশ-দশ-সেরি গোদ এসে তার একেক পায়ে ভর করলো। প্রথমদিন যখন সে এসে সাহসভরে এই দরজারই কড়া নাড়িয়েছিল তখন তার জানা ছিল না যে একটি সুন্দরী কিশোরী তার পশ্চাতে বাস করে, কিন্তু আজ সেই অস্তিত্বের পূর্বজ্ঞানের ফলে তার শরীরে নানারকমের প্রতিক্রিয়া দেখা যেতে লাগ্‌লো।

অলখ দরজার সামনে দাঁড়িয়ে ঢোক গিলছে আর একেকবার কড়া নাড়বার জন্য হাত তুলে আবার কড়া না নেড়েই হাত নামিয়ে নিচ্ছে এমন সময়ে কোত্থেকে প্রায় আগের দিনের মতোই সুন্দরী এক কিশোরী এসে তার পাশে দাঁড়িয়ে জিজ্ঞাসা করলো—"আপনি কাকে চান?"

অলখ ঢোক গিলে একবার বন্দ্যোপাধ্যায় মহাশয়ের নাম উচ্চারণ করতে চেষ্টা করলো বটে কিন্তু তার গলা থেকে কোনো শব্দ বেরোলোনা দেখে মেয়েটি আবার জিজ্ঞাসা করলো—"কি বল্লেন ? ঠিকানাটা জানেন তো ?"

খিলখিল হাসির শব্দে চম্‌কে উঠে অলখ দেখ্‌লো তার চারপাশে আরো কয়েকটী সমবয়সী মেয়ে দাঁড়িয়ে আছে। সে হয়তো ছুটেই পালিয়ে যেত, কিন্তু নারীবাহিনীর ব্যূহভেদ করবার রহস্য তার অজানা থাকায় 'ন যযৌ ন তস্থৌ' অবস্থায় দাঁড়িয়ে রইলো। এই সময়ে সত্যবতী দরজা খুলে বল্‌ল—"হ্যাঁ হেমলতা ! এই তোর সাড়ে তিনটে ?" হেমলতা-নাম্নী প্রথমা কিশোরী নালিশের ভংগীতে উত্তর দিল—

—"তা আমি কি করব, এই ইলাবেলাদের সাজতে এমন দেরি হ'ল যে—"

—"হ্যাঁ, তাই আর কি, তুই তো আমার এখানে এলিই পৌনে চারটেয় !"—ইলাবেলার একজন বল্‌ল।

—"তা তুই আগে থেকে কাপড় পরে' থাকতে তো পারতি।"

সহসা অলখনাথের দিকে চোখ পড়তে সত্যবতী বল্‌ল—"ওমা, অলখবাবু যে, আসুন, আসুন। কখন থেকে চেড়িপরিবৃতা সীতার মতো দাঁড়িয়ে আছেন, কিছু বলেননি তো ?"

হাসির হুল্লোড়ের মধ্যে সবাই ঢুকলো। ভেতরের উঠোনে আজ অনেক চেয়ার। মেয়েগুলি সব অতিপরিচয়ের সহজতায় চট্‌পট্‌ বসে' পড়লো। সত্যবতী অলখনাথকে একপাশের একটা চেয়ারে বসিয়ে বল্‌ল একটু বসুন, বাবা এই এলেন বলে'।"

মেয়েগুলি নিজেদের মধ্যে গল্প করতে লাগলো। কথাবার্তায় অলখ বুঝলো এরা একই ইস্কুলে পড়ে।

হেমলতা বল্‌ল—"হেমচন্দ্রের সেই কবিতাটা পড়েছিলি তো? সেই যে— যে দুখেতে লিখেছিনু বাঙালীর মেয়ে,
তেতোধিক সুখ হ'ল তোমা দোঁহে পেয়ে।"

ইলা বল্‌ল—"হ্যাঁ হ্যাঁ, সেই চন্দ্রমুখী বসু আর কাদম্বিনী গাংগুলিকে নিয়ে তো?"

—"হ্যাঁ, সেই কাদম্বিনী গাংগুলি কাল আমাদের বাড়িতে এসেছিলেন।"

—"বেড়াতে?"

—"না, আমার কাকিমার শরীর ভাল নয়, তাঁর চিকিৎসা করতে এসেছিলেন, উনি আবার বিলেত থেকে লেডি ডাক্তার হয়ে এসেছেন কিনা।"

বেলা বল্‌ল—"ওই যে দ্বারিক গাংগুলি গান লিখেছেন—'না জাগিলে সব ভারত ললনা, এ ভারত আর জাগে না, জাগে না।'—উনি তাঁরই তো স্ত্রী?"

সত্যবতী বললে—"ঠিক বলেছিস্‌। আবার এই নিয়ে একটা ভারি মজার গল্প আছে। দ্বারিক গাংগুলি তো একজন মস্তবড় সমাজ-সংস্কারক, তিনি একদিন এক সভায় মেয়েদের ডাক্তার হওয়ার পক্ষে বক্তৃতা দিচ্ছিলেন। তিনি বলছিলেন যে অনেক বড় ঘরের মেয়ে পরিবারের ইজ্জৎ যাবার ভয়ে পুরুষ ডাক্তারকে দেখায় না বলে' বিনা চিকিৎসায় মারা যায়। এইজন্য যে-সব মেয়েরা লেখাপড়া শেখার সুযোগ আর স্বাধীনতা পেয়েছে তাদের ডাক্তারি পড়ে' মেয়েদের মধ্যে চিকিৎসা করা উচিত আর পুরুষদেরও তাদের বাড়ির মেয়েদের সেই কাজে উৎসাহিত করা উচিত। এর মধ্যে কে জানি কথা তুল্‌লো যে দ্বারিক গাংগুলির নিজেরও তো বিদুষী স্ত্রী আছেন। আর যার

কোথা! তিনি বাড়ি এসে, জোগাড়যন্ত্র করে' স্ত্রীকে বিলেত পাঠিয়ে দিলেন। তাঁর কোলের একবছরের ছেলে তাঁর মায়ের কাছে রইলো; তিনি যখন দেশে ফিরলেন তখন সেই ছেলে তাঁকে চিনতেই পারলো না।"

বেলা বল্‌ল—"এখন তাহ'লে ওঁর বেশ মজা, সংসারখরচের জন্য বোধহয় কর্তার কাছে টাকা চাইতে হয় না। আমার বাবা যে মার সংগে টাকা নিয়ে কত খিটমিট করেন কি বল্‌বো!"

হেমলতা বল্‌ল—"তাছাড়া ওঁকে আর কেউ বলতে পারে না যে তুমি মেয়েমানুষ, এসব বুঝবে না বা ওখানে যাবে না।"

সত্যবতী বল্‌ল—"মনে করো হঠাৎ কারো অসুখের খবর এলো, তখন আর কোনো পুরুষমানুষের জন্য অপেক্ষা না করে' উনি নিজেই চট্ করে' চলে' যেতে পারেন। উনি নেপালের মহারাণীর পর্যন্ত চিকিৎসা করে' এসেছেন। আমাদের হয়তো সেখানে যাবারই সাহস হ'তনা। সেখান থেকে উনি যে কত টাকাকড়ি, জিনিষপত্র পেয়েছেন তার ঠিক নেই। তারা আবার তাঁকে একটা পাহাড়ি টাট্টুঘোড়া দিয়েছে, সেটা টুকটুক করে' সিঁড়ি দিয়ে একেবারে তিনতলার ছাতে চলে' যায়।"

কথাবার্তার মাঝখানে অধ্যাপক মহাশয় আসরে উপস্থিত হলেন। সত্যবতী বল্‌ল—"বাবা, অলখবাবু এসেছেন, আর এরা তোমাকে 'মায়ার খেলা'র কতকগুলো গান শোনাবে বলেছিলাম, তাই এসেছে; আমিও গাইব।"

সেদিন গানবাজনার মধ্যে দিয়ে যে চমৎকার সন্ধ্যা কাটলো সে রকম যে হতে পারে তা অলখের কল্পনারও অতীত ছিল। বাড়ি যাবার সময়ে অধ্যাপক মহাশয় বিশেষ করে' বলে, দিলেন—"আগামী রবিবার

আসতে ভুলোনা যেন, সেদিন হয়তো কবি নবীনচন্দ্র সেন মহাশয় আসতে পারেন।"

তারপরের রবিবার, আবার তারপরের রবিবার, এমনি করে' পরপর অনেক রবিবারই কাটলো। ক্রমে অলখ অধ্যাপক মহাশয়ের বাড়ির রবিবাসরীয় চা-সভার নিত্যসংগী হয়ে' উঠ্‌লো। যখন কেবল স-কন্যা অধ্যাপক থাকতেন, তখন হ'ত গল্প গুজব, কখনও বা অধ্যাপকের বিরাট লাইব্রেরির বইগুলি নিয়ে নাড়াচাড়া করে' সময় কাটতো। অনেক সময়ে, অতিথি থাকলে, কাব্য, সাহিত্য, রাজনীতি, সমাজনীতি, দর্শন, ধর্মতত্ত্ব, এমন বিষয় ছিল না যার আলোচনা হ'তনা। কোনদিন, সত্যবতীর বান্ধবীর দল থাকলে, আবৃত্তি, গান, অভিনয় ইত্যাদিতে সময় কাটতো। মাঝে মাঝে হাস্য পরিহাসের ভেতর দিয়ে সুয়োরানি দুয়োরানির প্রসংগ বিপজ্জনকভাবে উঁকি মারতো। অধ্যাপকমহাশয় বিব্রত হয়ে পড়তেন অলখ যে কখনও ব্যথিত হ'তনা তা নয়, কিন্তু মেয়েদের সংগে ঠাট্টা তামাসায় যোগ দেওয়ার মতো সাহস সে কিছু-দিনের মধ্যেই অর্জন করে' ফেল্‌ল।

* * * *

সেদিন রবিবারের আসরে দুজন অপরিচিত ভদ্রলোক বসেছিলেন। অধ্যাপকমহাশয় আলাপ করিয়ে দিলেন—"ইনি আমার শ্যালক শ্রীদেবপদ গাংগুলি আর ইনি প্রসিদ্ধ উদ্ভিদ্ বৈজ্ঞানিক শ্রীঅমরচন্দ্র দাশ গুপ্ত।"

দেবপদ গাংগুলি বল্‌লেন—"উদ্ভিদ্ বৈজ্ঞানিক ও বলা যায় আবার ডাক্তারও বলা যায়, কেন না গাছ গাছড়ার আলোচনা ও একটা বিশেষ উদ্দেশ্য নিয়েই করে।"

—"আর হাতুড়ে কব্‌রেজও বলতে পার।"—অমর চন্দ্র স্বয়ং বল্‌লেন।

সত্যবতী বল্‌ল—"আর ইনি যে একজন রাজার ছেলে সে-কথা বল্‌লেনা—যে? জান মামা, অমরবাবু রাজা হয়ে ওঁর সৎমাকে হেঁটোয়-কাঁটা-ওপরে-কাঁটা দিয়ে পু'তে ফেলবেন।"

অধ্যাপক বন্দ্যোপাধ্যায় শশব্যস্ত হয়ে বল্‌লেন—"চুপ কর, চুপ কর, চাটা নিয়ে এস তাড়াতাড়ি।"

অলখ অত্যন্ত অপ্রস্তুত হয়ে বল্‌ল—"স্যর, আমি আজ আর চা খাব না, খালি এই বইখানা দিয়ে যেতে এসেছিলাম। আমার মামা কলকাতায় আসছেন, তাঁর জন্য ষ্টেশনে যেতে হবে।"

—"সেকি, তুমি যে বলেছিলে আমার নোতুন বইগুলোর ফর্দ করতে বেবিকে সাহায্য করবে, ওতো সমস্ত কাগজ পত্র জোগাড় করে' রেখেছে।"

—"সেটা আজ আর হবে না স্যার, আমি মামার আসার কথা আগে জানতাম না তাই বলেছিলাম। আসছে রবিবার নিশ্চয়ই করে' দেব।"

চা নিয়ে এসে সত্যবতী এই কথা যখন শুনলো, তখন তার মুখের স্পষ্ট নৈরাশ্য লক্ষ্য করে' অলখ সান্ত্বনা দিল—"রাগ করবেন না, আগামী রবিবার নিশ্চয় করে' দেব।"

সত্যবতী বল্‌ল—"দরকার নেই, আমি আর হেমলতা মিলে সব করে' নেব।"

—"আর আমি বেশ বসে' বসে' আপনাদের খাটুনি দেখব।"

—"মোটেই না, শুধু আপনি কাজ করবেন আর আমরা হুকুম করবো।"

—"কিন্তু এখন যদি আমাকে যাবার হুকুম না দেন তবে আমার মামা এসে আমাকে হেঁটোয় কাটা ওপরে কাঁটা করে' দেবেন।"

সকলের হাসির মধ্যে বিদায় নিয়ে অলখ চলে' গেল। খানিক পরে, সত্যবতী অন্যদিকে গেলে, দেবপদ জিজ্ঞাসা করলেন—"ছেলেটা প্রত্যেক রবিবারই আসে নাকি ?"

অধ্যাপক বন্দ্যোপাধ্যায় বল্‌লেন "—তা একরকম আসে বই কি, ও আমার সবচেয়ে ভাল ছাত্র, এবার ইংরেজি অনার্সে বোধ হয় প্রথম হবে।"

"কিন্তু বেবির সংগে ভাবটা বড় বেশি হয়ে পড়েছে বলে' মনে হয়না ?"

—"ভাব ? বেবির সংগে ? তা, আমরা সকলে একসংগে পড়াশুনা করি বটে।"'

—"অন্য প্রদেশের, অন্য সমাজের ছেলের সংগে মেয়েকে এতটা ঘনিষ্ঠ হ'তে দেওয়া আমার মতে ভাল মনে হয় না।"

—"না-না ; ও তেমন ছেলেই নয়, একেবারে আমাদেরই মতো।"

—"হতে পারে যে ছেলেটি খুবই ভাল, কিন্তু বেবি যদি ওর সংগে প্রেমে পড়ে তা'লে কি হবে বলতে পার ?"

—"যদি বেবি প্রেমে পড়ে ?"

—"হ্যাঁ তাই, এত কাব্যচর্চা কর আর ঘরের মধ্যেকার মূর্ত কাব্যটী চোখে পড়েনা নাকি ?"

অধ্যাপক সহসা কিছু বলতে না পেরে চুপ করে' রইলেন।

দেবপদ বলতে লাগলেন—"ছেলে ভাল হলেই যে ঘরে দোরে ঘুরে বেড়াতে দিতে হবে তার কোনো মানে নেই। তোমার মেয়ে বড় হয়ে উঠেছে, তোমাকে এখন অনেক ভেবে চিন্তে কাজ করতে হবে। কোনো

লোককে ঘরে ঢুকতে দিলে প্রথমেই তোমাকে ভেবে রাখতে হবে যে দরকার হলে তাকে জামাই করতে পার কিনা। তারপর, কেবল ছেলেটিই জামাই করার উপযুক্ত হ'লে চলবে না, তার পরিবারের দিকে দেখতে হবে। মনে কর অলখ্‌নাথকে তুমি হয়তো জামাই করতে আপত্তি করতে না, কিন্তু তার বাপ জমিদার হলেও অশিক্ষিত, তাঁর অন্তঃপুরে দুই রানি, আর কত যে হয়তো রক্ষিতা তা তুমি জাননা; তার দিন হয়তো কাটে সেরেস্তায় আর রাত কাটে মদ, মোসাহেব, নাচ্‌নেওয়ালী আর শিকার নিয়ে। দরকার হ'লে তুমি সেই আবহাওয়ায় তোমার মেয়েকে ছেড়ে দিতে পারবে? আর ছাত্রবয়সে অলখ তোমাদের প্রভাবে পড়ে' ভাল ছেলেটি আছে, কিন্তু জমিদারী গদিতে বসে' দশ বছরের মধ্যে সে-যে তার বংশের অন্য সকলের মতো হয়ে' পড়বে না তারই বা প্রমাণ কি?" অধ্যাপক বলতে লাগ্‌লেন—"তাইতো, তাইতো!"

* * * *

দুধনাথ চৌধুরী অলখের আপন মামা নন, তার বিমাতার ভাই। এঁরা সব রাজপুত, ক্ষত্রিয় জমিদার, বহু পুরুষ ধরে' ছোটনাগপুরের আরণ্য অঞ্চলে বসবাস করছেন। এ অঞ্চলে সমবংশীয়া কন্যার চেয়ে পুত্রের সংখ্যা বেশি বলে' এঁদের পক্ষে মেয়ের বিয়ে দেওয়া সহজ কিন্তু ছেলের উপযোগী পাত্রী পাওয়া কঠিন। এই জন্য অনেক সময়ে এঁদের বহু অর্থব্যয় করে' রাজপুতানা থেকে কন্যা আনিয়ে পুত্রের বিবাহ সম্পন্ন করতে হ'ত। এঁদের জাতে ঘটকদের মধ্যে মেয়ে বিক্রির ব্যবসাও প্রচলিত হয়েছিল এবং অনেক সময়ে ভিন্নজাতীয়া ছোট ছোট মেয়ে ধরে' অথবা কিনে এনে, নিজেদের মধ্যে পালিত কের', স্বজাতের

পরিচয়ে দূর প্রবাসী পরিবারের মধ্যে বিয়ে দিয়ে তারা বহু লাভ করতো।

দুধনাথ চৌধুরীর জমিদারী ছোট হ'লেও তাঁর মূলধন ছিল তাঁর দুটি কন্যা। মেয়ে দুটি সুন্দরী না হ'লেও বিয়ের বাজারে তাদের অনেক দাম। কন্যাদুর্ভিক্ষের সুযোগ ও নিজের বোনের প্রভাবে তিনি অওধ নাথের মতো বড় জমিদারের বংশে দ্বিতীয়বার বৈবাহিক সম্বন্ধ পাতাবার ব্যবস্থা করেছিলেন। অলখনাথের বাবা বিষণগড়ের রাজা অওধনাথের সংগে তাঁর চুক্তি হয়েছিল যে তাঁর পুত্র শংকরনাথের সংগে অলখের ছোট বোন কুসুমকুমারীর বিয়ে হবে এবং তার পরিবর্তে তাঁর বড় মেয়ে সূর্যমুখীর সংগে অওধনাথের সরিক ক্ষীরমাটির রাজকুমারের বিয়ে হবে এবং ছোট মেয়ে চন্দ্রমুখীর সংগে বিয়ে হবে স্বয়ং বিষণগড়ের কুমার অলখনাথের! উপরন্তু মেয়ে দুর্ভিক্ষের বাজারে দুই মেয়ের বদলে এক মেয়ে লাভ করে' ক্ষতিগ্রস্ত হওয়ার অজুহাতে উপরি পাওনা হিসেবে তিনি দুই ভাবী বৈবাহিকের কাছ থেকে কতকগুলি তালুক লেখাপড়া করে' নেবার ব্যবস্থা করেছিলেন। অবশ্য এ-কথাও তিনি জানতেন যে অওধনাথ ও তাঁর সরিক ক্ষীরমাটির রাজা দুজনেই জমিদারী পর্যায়ে তাঁর চেয়ে এত উঁচুতে যে তালুক না পেলেও এই বিয়ের সাহায্যে তাঁর যে সামাজিক পদোন্নতি হবে তাতেই তাঁর প্রচুর লাভ।

তিনি কলকাতায় আসছিলেন তাঁদের ত্রিশক্তিচুক্তি অনুযায়ী নিজের ছেলের বিয়ের বাজার করতে। তাঁর যা-কিছুর প্রয়োজন হ'ত তার জন্য তাঁর কলকাতায় আসার অভ্যাস ছিল। তার প্রথম কারণ কলকাতার বাজারের বাস্তবিক উৎকর্ষ আর দ্বিতীয় কারণ ভাবী জামাইয়ের স্বভাব চরিত্রের ওপর দৃষ্টি রাখার ইচ্ছা।

অলখকে কলকাতায় পড়তে পাঠানোর বিষয়ে তাঁর আপত্তি ছিল।

তিনি অওধনাথকে বলেছিলেন যে তাহ'লে সে বিগড়ে যাবে, এবং জাতিধর্ম খুইয়ে বংশের মাথা হেঁট করবে। কিন্তু অওধ সে-কথা মানেননি, তিনি বলেছিলেন—"মদ কি আমরা খাইনা? না আমাদের সাহেবের সংগে খানা খেতে হয় না? বরংচ আমরা ইংরেজিনবীশ নই বলে' সাহেব বেটারা আমাদের মাথায় জুতো মারে; অলখের বেলায় আর তারা সেটা করতে পারবেনা।"

—"কিন্তু লেখাপড়া শিখে বেটা যদি স্বদেশী হয় তবে তো জমিদারী লাটে উঠবে।"

—"স্বদেশী নয়, সাহেব হবে।"

—"যদি মেম সাহেব বিয়ে করে?"

—"আমার ছেলে সেটা কি করে' করে তা আমি দেখ্‌বো। আর আমার জমিদারীর ওজন তোমার সমান নয় যে ছেলে বিগড়ে গেলে দেউলে হ'তে হবে। মেম সাহেব যদি তার পছন্দ হয় তবে দশটা ফিরিংগি মেয়ে পুষবার মুরোদ তার থাকবে।"

তারপর দুধনাথ চুপ করে' গেছিলেন বটে, কিন্তু সুযোগ পেলে অলখের আধ্যাত্মিক ভালমন্দের খবরদারি করবার চেষ্টা ছাড়তেন না। এই বিষয়ে অলখের খাস চাকর দামড়ি ছিল তাঁর দক্ষিণ হস্ত। বহু বখশীষ দিয়ে তাকে বশ করে' তিনি নিজের কাজে লাগিয়েছিলেন।

সে দিন রাত্রিতে, কলকাতায় অলখের আতিথ্যে গুরু ভোজনের পর তিনি বিদ্‌রিকাজের বিরাট আলবোলায় তামাক টানছেন এমন সময়ে দামড়ি এসে জোড়হাতে তাঁর সামনে দাঁড়ালো—"হুজুর একটা খবর আছে।"

—"খবর?"—দুধনাথ চম্‌কে উঠলেন, কেননা, নিরীহ, বইমুখো

অলখকে শাক্যকুলে বুদ্ধের মতো মনে করে' তিনি ইদানীং অনেকটা নিশ্চিন্ত হয়ে' পড়েছিলেন।

—"হুজুর, কুমারজি বিবি রেখেছেন।"

অবিশ্বাসের সুরে তুধনাথ বল্লেন—"বিবি রেখেছে? এত পয়সা সে পেল কোথায়?"

—"তা জানিনা, কিন্তু বিবিজি তিন নম্বর বৈকুণ্ঠসাহু লেনে থাকেন আর কুমারজি সর্বদা সেখানে যাতায়াত করেন।"

—"নাচগান হয়?"

—"আর কিছু বলতে পারি না। যেটুকু জানতে পেরেছি তাই বল্লাম হুজুর।"

—"হুঁ", কিঞ্চিৎ চিন্তা করে' তুধনাথ দামড়ির হাতে ছুটো টাকা গুঁজে দিয়ে বল্লেন—"ভাল করে সব খবর নিয়ে এলে আরো টাকা পাবে।"

পরদিন বিকেলে তিনি অলখকে জিজ্ঞাসা করলেন—"৩নং বৈকুণ্ঠ সাহু লেনে কে থাকে?"

অলখ চম্‌কে উঠে উত্তর দিল—"আমাদের অধ্যাপক বন্দ্যোপাধ্যায় মহাশয়।"

—তাঁর বাড়িতে তুমি প্রায়ই যাও বুঝি?"

—"হাঁ, তিনি আমাদের ইংরেজি অনার্স পড়ান।"—অনিচ্ছাসত্ত্বেও অলখের মুখটা লাল হয়ে' উঠছিল।

—"বাড়িতে হুরিপরী আছে নাকি?"

এবার বিরক্তিতে মুখটা লাল করে' অলখ বল্‌ল—"ওরকম নোংরা কথা বল্‌বেন না মামাজি!"

—"হুঁ, কথা বল্লেই বুঝি যত দোষ, বলি, বাড়িতে কোনো মেয়ে থাকে নাকি?"

—"অধ্যাপকের মেয়ে আছেন, তিনি একজন ভদ্র মহিলা।"

—"ভদ্র মহিলা বলে' কোনো জাতের কথা আমি জানিনা। মেয়ে মানুষ তিন প্রকারের হয়—অন্তঃপুরিকা, বারবনিতা আর মেমসাহেব।"

—"এখন জেনে রাখুন সে ভদ্রমহিলা হয় এবং তাঁদের বিষয় নিয়ে অসভ্য আলোচনা ভদ্রতাসংগত নয়।"

—"খুব কেতা দুরস্ত হয়ে উঠছো দেখছি! কিন্তু তাই বলে' আলোচনা বন্ধ থাকবে না, দেশে গিয়ে তোমাকে তোমার বাপের কাছে জবাবদিহি করতে হবে।"

—"আমার পিতাজি অন্য রকমের লোক। তাছাড়া কোনো কথার জবাবদিহি করবার জন্য আমি দেশে যাব না।"

—"বোনের বিয়েতেও যাবে না? তোমার বোন তো আমার বাড়ির বৌ হ'তে যাচ্ছে, আর কিছুদিন পরে অন্য সম্পর্কও হবে, তখনও কি আমার মুখের ওপর এমনি করে' জবাব দেবে?"

অলক চম্‌কে উঠে দুধনাথের মুখের দিকে চাইলো, তারপর,—"আমকে ক্ষমা করবেন।"—বলে' ধীরে ধীরে ঘর থেকে বেরিয়ে গেল। দুধনাথ অনেক চেষ্টা করেও আর মুখ থেকে কোন কথা বের করতে পারলেন না।

* * * *

পরের রবিবারে বন্দ্যোপাধ্যায় মহাশয়ের চায়ের আসর বসলো তাঁর লাইব্রেরি ঘরে। চা খাওয়া, বই গুছোনো আর ফর্দ করা এক সংগে হতে লাগলো। অধ্যাপক জিজ্ঞাসা করলেন,—"তোমার পরীক্ষার আর ক'দিন বাকি রইলো অলখ?"

—"এক সপ্তাহ।"

—"তাহ'লে তো এখন এ সব বাজে কাজে সময় নষ্ট না করাই ভাল।"

—"না স্যর, রোজ তো পড়া করি, সপ্তাহে একদিন এ-সব করলে কোনো ক্ষতি হবে না।"

সত্যবতী বল্ল—"আপনি তো ফার্ষ্ট হবেন নিশ্চয়। আর তারপর দেশে গিয়ে, যুবরাজ পদে অভিষিক্ত হয়ে, তিনচারটে বিয়ে করবেন হয়তো।"

সত্যবতী হাল্কা ভাবে কথাগুলো বল্লেও অলখের মুখে বেদনার ছায়া পড়লো, সে অস্ফুটস্বরে—"আগে পাশই করি।"—বলে', মুখ ফিরিয়ে অধ্যাপকের বইয়ের ফর্দগুলি মনোযোগের সংগে পরীক্ষা করে' দেখতে লাগলো। একটু পরে সে জিজ্ঞাসা করলো—"স্যর, এই ফর্দের বইগুলো তো দেখছি না?

বন্দ্যোপাধ্যায় বল্লেন—"ওঃ, সেটা ভুল হয়ে গেছে, মা-বেবি, যাওতো, আমার ঘর থেকে নোতুন বইয়ের—, না আমিই বরংচ হরিকে দিয়ে আনাই, তুমি আর ওই কাগজপত্রগুলো ফেলে উঠোনা।"

চাকরকে ডাকতে ডাকতে তিনি ঘর থেকে বেরিয়ে গেলেন।

অলখ বল্ল—"জানেন সত্যবতীদেবী, আপনাদের মতো আমাদের দেশেও অনেক রূপকথা আছে, তার মধ্যে একটা কাহিনী আপনাকে বলতে চাই।"

সত্যবতী আগের ব্যাপারে অপ্রস্তুত হয়ে' পড়েছিল, সে মাথা নিচু করেই বল্ল—"বলুন।

—"এক ছিল রাজকুমার, আর ছিলেন একজন সম্ভ্রান্ত ভদ্রমহিলা। ভদ্রমহিলা থাকতেন ত াঁর সু-উচ্চ প্রাসাদচূড়ায় আর রাজকুমার প্রত্যহ ঘোড়া ছুটিয়ে যেত ত াঁর প্রাংগন দিয়ে। মহিলা তাঁর জানলা

দিয়ে নিচের দিকে চেয়ে দেখতেন আর রাজকুমার চাইতো ওপরে। এমনি, করে' তারা পড়লো পরস্পরের প্রেমে। কন্যা আশা করেন কুমার যেন দেয়াল বেয়ে উঠে আসে তাঁর জানালায় আর কুমার আশা করে কন্যা যদি প্রাসাদচূড়া ছেড়ে নেমে আসেন তার পাশে। কিন্তু কারো সাহস হয় না কল্পনাকে কাজে পরিণত করার। জীবনস্রোত বয়ে যায় তাদের পাশ দিয়ে, অবগাহন করবার সাহস তাদের নেই। তারা পাষাণ মূর্তি হয়ে থাকে জীবন দেবতার অভিশাপে।"

সত্যবতী বলে' উঠলো—"বুঝেছি, বুঝেছি, ছাই আপনাদের দিশি গল্প। ব্রাউনিংয়ের কবিতা থেকে চুরি করে' আপনি এটা বানিয়েছেন।"

অলখ বল্‌ল—"কিন্তু আপনি যদি এরকম অবস্থায় পড়েন তো কি করবেন? লাফিয়ে পড়বেন, না পাথরের মূর্তি হয়ে থাকবেন?"

—"আমি? আমিও তাহ'লে আরেক কবির ভাষায় বলি যে 'আমার গায়ে দশটা ঘোড়ার জোর কারণ'—"

হঠাৎ দুজনকে সচকিত করে' দিয়ে নিঃশব্দপদে দেবপদ ঘরে এসে ঢুকলেন, তাঁর কপালে কুটিল ভ্রূকুটি।

সেদিন দেবপদ অধ্যাপক মহাশয়কে অন্তরালে নিয়ে তাঁর সংগে অত্যন্ত রাগারাগি করলেন, বল্‌লেন—"নিজের বয়স্থা মেয়েকে যদি সামলে রাখতে না পার, তবে আমি ওকে আমার বাড়িতে নিয়ে যাবার ব্যবস্থা করব।"

* * * *

বি-এ পরীক্ষা শেষ হয়ে যাবার পরদিন অলখ এসে অধ্যাপককে বল্‌ল—"আপনার সংগে একলা একটু কথা বল্‌তে চাই।"

অধ্যাপক ম্লান হেসে বল্‌লেন—"আজ আমি একলাই আছি, বেরি কয়েকদিনের জন্য তার মামাবাড়িতে গিয়েছে।"

অলখ বল্‌ল—"দেখুন কথাটা আমি সোজাসুজি বলব। আপনি আমাকে নির্লজ্জ মনে করতে পারেন। কিন্তু আমার জন্য বলবার কেউ নেই বলে' আমি নিজেই বলব। সত্যবতী দেবীকে আমি অত্যন্ত শ্রদ্ধা ও সম্মানের চোখে দেখি। আপনার অনুমতি হ'লে আমি বিবাহের প্রস্তাব করতে চাই।"

অধ্যাপক কোনোরকমে আম্‌তা আম্‌তা করে' বল্‌লেন—"কিন্তু তোমাদের বাড়ির মধ্যযুগীয় আবহাওয়ায় আমার মেয়ে—"

—"আমি আপনার মত জানি এবং তার সত্যতা উপলব্ধি করি। আমার নিজের পক্ষেও সেই আবহাওয়ার সংগে আপোষ করে, বাস করা সম্ভব নয়। তাই আমি ঠিক করেছি যে ওসব ছেড়ে দেব।"

—"ছেড়ে দেবে? খাবে কি?"

—"আমি লিউয়িস সাহেবের সংগে কথা বলেছি, আমার পরীক্ষার ফল বেরোলে তিনি আমাকে ডেপুটি ম্যাজিষ্ট্রেটের পদ পেতে সাহায্য করবেন। বাবারও এতে বিশেষ ক্ষতি হবেনা। এতদিন আমিই তাঁর একমাত্র পুত্র ছিলাম। এখন আমার একটি বৈমাত্র ভাই জন্মেছে, সেই আমাদের বংশের ধর্ম পালন করবে।"

অধ্যাপক বল্‌লেন—"কিন্তু এখনও তো কোনো কিছুর স্থিরতা নেই, তুমি পরীক্ষা পাশ করবে, তারপর—"

অলখ বল্‌ল—"সে কথা আমি জানি। এখনই আপনার কাছ থেকে কোনো প্রতিশ্রুতি চাইছি না। আপনি দয়া করে' আমাকে আপনার বাড়ির ভেতরে অবাধ প্রবেশের অধিকার দিয়েছেন, কিন্তু

অন্যালোকে হয়তো কিছু বলতে পারে, সেইজন্যই আমার আন্তরিক ইচ্ছার কথা কথা আপনাকে বলে' রাখলাম। কাল আমি বোনের বিয়েতে দেশে যাব, বিয়ের পর বাবার সংগে বোঝাপড়া করবার চেষ্টা করব। তিনি যদি আমার কথায় আমাকে উত্তরাধিকারের দায়িত্ব থেকে মুক্তি দিতে রাজি হ'ন তো ভালই, নয়তো বি-এ পরীক্ষার ফল বেরোলে এম-এ পড়বার অজুহাতে কলকাতায় চলে' আসবো। তখন লিউয়িস সাহেব আমাকে সাহায্য করবেন। চাকরি পেলে পর আমি আর দেশে ফিরে যাব না।"

বিষণগড়ের রাজবাড়ির হীরামহলে ছোটরানি মনোমোহিনী তাঁর নবজাত কুমারকে সোনার ঝিনুকে দুধ খাওয়াচ্ছিলেন, এই সময়ে দাসীর মুখে এত্তেলা দিয়ে রাজা অওধনাথ ঘরে ঢুকলেন। রানি জিজ্ঞাসা করলেন—"আজ অসময়ে দয়া হ'ল মহারাজ ?"

—"ছোটকুমার যে মধুর বন্ধনে বেঁধেছে তাতে সময় অসময়ের ঠিকানা রাখতে পারিনা।"

—"ছোটকুমারের মায়ের মধু কি কমে গেছে মহারাজ ?"

—"যায়নি বলেই তো বাঁধনের জোর এত বেশি।"

রানির হাসিমুখে স্থিরনিশ্চয়ের দৃঢ়তা দেখা দিল, রাজার প্রসন্নতার সুযোগে প্রসংগের উত্থাপন করে' তিনি বল্‌লেন—"কিন্তু মহারাজ, আপনার এ তোষামদ মুখের কথা মাত্র।"

—"কেন ?"

—"যদি সত্যাই সত্যাই ছোটকুমারের ওপর এত টান থাকতো তাহ'লে কি রাজ্যের ভাগ থেকে তাকে বঞ্চিত করতে পারতেন ?"

—"দেখ মনোমোহিনি, অন্তঃপুরে তুমি যা চেয়েছ তাই পেয়েছ; তোমার সতীন থাকে চাঁদিমহলে আর তোমাকে দিয়েছি হীরামহল, তোমার গহনা বেশি, তোমার হাতী বড়, তোমার দাসদাসীর সংখ্যা অধিক; আরো যদি চাও তো তোমার সব সাধ মিটিয়েও ফতুর হব না এত ধন আমার আছে, কিন্তু রাজ্যের ব্যাপারে মেয়ে মানুষ হয়ে তুমি মাথা গলাতে এসোনা।"

—"আমি মেয়ে মানুষ, কিন্তু আমার ছেলে পুরুষ, তার রাজ্য চাই!"

—"তোমার ছেলে পুরুষ বলেই আমাদের বংশের পুরুষালি নিয়ম

সে মেনে নিতে বাধ্য হবে। আমাদের বংশে কোনদিন রাজ্য ভাগ হয়না, জ্যেষ্ঠপুত্র সমগ্র রাজ্যের অধিকারী হয়। তোমার বাপের বাড়ি দেখ, জমিদারী ভাগ করে' করে' আজ একেক জন একেক তালুকদার বনে' বসে' আছে। ত্বধনাথ চৌধুরী নামে চৌধুরী হলেও তাকে জমিদার বলতে ঘৃণা হয়, এদেশে মেয়ের নিতান্ত অভাব না হ'লে ওর কালো মেয়েগুলোর সংগে বিয়ের ব্যাপার কখনও ঘটতে দিতাম না। আর এদিকে আমাকে দেখ,—অমন বিশটা তালুকদার বাজার থেকে কিনে আনতে পারি।"

—"আপনার বংশে দুই ছেলে জন্মায়নি বলে' একথা বলতে পারছেন।"

—"সে কথাও সত্য নয়। আমাদের ক্ষীরমাটির সরিকদের কথা ভুলে যেওনা। ঠাকুরদাদারা দুই ভাই ছিলেন। আমার ঠাকুর্দা বড় ভাই বলে' রাজ্য পেলেন আর তাঁর ছোটভাই কোম্পানির ফৌজে চাকরি নিলেন। তাঁর রোজকারের পয়সায় অতবড় ক্ষীর-মাটির জমিদারী আর তার মধ্যেকার সব কয়লাখনি।"

—"কিন্তু আমার কচি ছেলের পক্ষে এসব কি সম্ভব ?"

—"তোমার কচি ছেলের মুখে একদিন কড়া গোঁফদাড়ি বেরোবে সে-কথা ভুলে যেওনা। কিন্তু আমি জিজ্ঞাসা করি, কি আজ তুমি কেবল অনধিকারচর্চাই করবে না আমাকে একটু বসতে দেবে ?"

এর বেশি অগ্রসর হ'লে সমূহ ক্ষতির সম্ভাবনা বুঝে বুদ্ধিমতী মনোহিনী নিরস্ত হলেন। নরম ফরাসের বিছানার একপাশে বসতে বসতে অওধনাথ বল্‌লেন—"যে কাজের জন্য এসেছিলাম আগে তাই বলি, ত্বধনাথ খবর পাঠিয়েছে যে এই বিয়েতে তুমি বরের বাড়ীর লোক, তাই সে এক সপ্তাহের জন্য তোমাকে তার বাড়িতে নিয়ে রাখতে চায়। কাল পাল্‌কি নিয়ে লোকজন আসবে।"

মন্মোহিনী বল্‌লেন—"কিন্তু এ বাড়ির বিয়ে ফেলে—"

—"তোমার ভ্রাতুষ্পুত্রীর বিয়েতে যাওয়া তোমার কর্তব্য। এ অবস্থায় দুধনাথের অনুরোধ অগ্রাহ্য করা যায় না।"

* * * * *

বীরগঞ্জের দুধনাথ চৌধুরীর বাড়িতে আজ মহা ধুমধাম। কুমার শংকরনাথ কাল বিষণগড়ের কন্যা কুসুমকুমারীকে বিয়ে করতে যাবে। তারপর বিষণগড়ের সরিক ক্ষীরমাটির রাজপরিবারে দুধনাথের বড় মেয়ে সূর্যমুখীর বিয়ে হবে আর খোদ বিষণগড়ের বড়কুমারের সঙ্গে বিয়ে হবে ছোটমেয়ে চন্দ্রমুখীর। জাতের মধ্যে মেয়েদুর্ভিক্ষের সুযোগ নিয়ে এতবড় ঘরের সংগে কুটুম্বিতা করতে পারা দুধনাথের মতো ছোট তালুকদারের পক্ষে বিশেষ সৌভাগ্য।

এই সোনার সিঁড়ির প্রথম ধাপ হিসেবে ছোট বোন মন্মোহিনী তাঁর অত্যন্ত প্রিয়, উপরন্তু বোনের তীক্ষ্ণ বিষয়বুদ্ধির জন্য দুধনাথ অন্তঃপুরের প্রায়, সব ব্যাপারেই তাঁর পরামর্শ নেন।

দুধনাথ আর তাঁর স্ত্রী বিদেহনন্দিনী মন্মোহিনীকে নিয়ে তাঁদের শয়ন-কক্ষের প্রশস্ত অলিন্দে বসে' বিবাহোৎসব-সংশ্লিষ্ট অন্তঃপুরীয় ব্যবস্থা সম্বন্ধে আলোচনা করছিলেন। সহসা মন্মোহিনী বলে' উঠলেন—"দাদা, ক্ষীর-মাটির ঘরে সূর্যমুখীকে দিচ্ছ দাও, কিন্তু চন্দ্রমুখীকে আমাদের ঘরে পাঠিয়ে কাজ নেই। একঘরে পিসি আর ভাইঝি, সে ভাল নয়। তাছাড়া, এক মেয়ের বদলে দুই মেয়ে দেবেই বা কেন? তোমার মেয়ের কি দাম নেই?"

ম্লান হেসে দুধনাথ বল্‌লেন—"তা, ক্ষীরমাটি আর বিষণগড়ের তুলনায় বীরগঞ্জের মেয়ের দাম যে কম সে-কথা স্বীকার করতে হবে বইকি। তাছাড়া অওধনাথের কাছে আমি প্রতিজ্ঞাবদ্ধ।"

—"আমি তো আর এখনই হট্ করে' প্রতিজ্ঞা ভাংতে বলছি না। কাল শংকরনাথের বিয়ে হয়ে' যাচ্ছে, তারপর সূর্যমুখীর বিয়ে হতে হতে ছ'মাস কেটে যাবে। চন্দ্রমুখীর পালা আসতে আসতে আরো ছ'মাস। এক বছরের মধ্যে কোনো একটা ওজর খুঁজে বার করতে পারবেনা ?"

—"কিন্তু চন্দ্রমুখীর জন্য এমন বর আর ঘর আর কোথাও তো আমি পাব না।"

—"আমি নিজে খরচা করে' রাজপুতানা থেকে বড় ঘরের ছেলে আনিয়ে দেব।"

ভুধনাথ অওধনাথের অন্তঃপুরের কঠিন শাসনের কথা জানতেন, তিনি অবিশ্বাসের হাসি হেসে বল্লেন—"তুমি খরচা দেবে কোথা থেকে ?"

—"কেন, আমার গায়ে কি গয়না নেই ?"

—"বিষণগড়ের গয়না তুমি খোয়ালে অওধ তোমাকে বা আমাকে, কাউকে আস্ত রাখবে না। তাছাড়া এ-বিয়ে ভাঙ্লে আমার পক্ষে এই এলাকায় টেকা দায় হবে।"

—"তাহ'লে আমার কথা রাখবেনা ?"

—"তোমার কথা শুনে আমি নিজের গলা কাটতে পারবো না"

এবার মন্মোহিনী গলার স্বর নিচু করে' বল্ল—"ওদিকে তোমার বউই তো বল্ছিল যে অলখের মতিগতি বিগড়ে গেছে, সে কলকাতায় বিবি রেখেছে। তা নিজের মেয়ের হাত-পা বেঁধে যদি জলে ফেলে দিতে চাও তো আমি আর কি বলব ?"

—"অলখ যদি একটা বিবি রেখেই থাকে তো তাতে ক্ষতি কি ? অওধনাথের বয়সকালে তার বাগিচায় হাজারটা বিবি ছিল। তাছাড়া আমার সংগে অওধনাথের কথাও হয়ে গেছে।

—"কথা হয়েছে ? কি বল্‌লেন তিনি ?"

—"বলবে আবার কি ? প্রথমে তো মানতেই চায়না, তারপর বলে—তাতে কি হয়েছে ?—শেষ পর্যন্ত অলখের সংগে এই নিয়ে কথা বলতে রাজি হ'ল।"

—"তা দাদা, একটা কথা বুঝো, তোমাদের হাজারটা বিবি পোষায় আর অলখের একটা বিবি পোষায় ফারাক আছে। হাজারটা বিবিকে তোমরা সাদী করতে চাইতে না বলে' আমাদের কোনো ভয় ছিল না কিন্তু দেখো, তোমাদের ইংরেজিওয়ালা অলখ সেই বিবিটাকে সাদী করে' আমাদের চন্দ্রমুখীকে নাকচ করে' দেবে। আমি বলি কি, তার চাইতে মান থাকতে থাকতে—"

—"চুপ কর !" ভুধনাথ গর্জন ক'রে উঠলেন—"সে কাজ যাতে অলখ করতে না পারে সেই ব্যবস্থা করব।"

মন্মোহিনী বিরক্ত হয়ে বল্‌ল—"তোমরা পুরুষেরা সব খচ্চরের জাত, যে দিকে একবার মাথা ফেরাবে, সেই দিকেই হড়হড় করে' চলবে। তোমাদের ভাল কেউ চেষ্টা করলেও করতে পারবেনা।"

* * * *

বিবাহোৎসবের শেষে কুসুমকুমারী বীরগঞ্জে শ্বশুরঘর করতে চলে' গেল। পরদিন সকালে অওধনাথ খোঁজ নিয়ে জানলেন যে অলখ তখনও বিছানা থেকে ওঠেনি। নিয়মনিষ্ঠ ছেলের এই ব্যতিক্রম দেখে তিনি নিজেই উঠে অলখের ঘরে এলেন। সুসজ্জিত ঘর। খাটের পাশে ছোট টেবিলের ওপর সুদৃশ্য চীনেমাটির টবে একটি পুষ্পিত চারাগাছ, পড়ার টেবিলে অর্ধভুক্ত প্রাতরাশের রেকাবি। অলখ বিছানায় শুয়ে খবরের কাগজ পড়ছে।

অওধনাথ জিজ্ঞাসা করলেন—"মুখ না ধুয়ে খেতে সুরু করেছ কবে থেকে ?"

—"না পিতাজি, সকালে উঠে স্নান করেছিলাম, তারপর বড় ক্লান্ত লাগায় একটু বিশ্রাম নিচ্ছি।"

—"প্রভাতে শয্যা গ্রহণ রাজ্যনাশের কারণস্বরূপ।"

—"বোধ হয় একটু জ্বর হয়েছে, বিয়ে বাড়ির অনিয়ম গেল।"

অওধ দেখ্‌লেন অলখের সুগৌর মুখখানি সত্য সত্যই বেশ লাল হয়ে উঠেছে, তিনি বল্‌লেন—"ডাকের সংগে শহরে খবর পাঠিয়ে দিচ্ছি, ডাক্তার সাহেব এসে পড়বেন।" অলখ বল্‌ল—"নানা, আপনি ব্যস্ত হবেন না, সামান্য একটু জ্বর, আপনা থেকে সেরে যাবে।"

অওধ একখানা চেয়ারে বসে' বল্‌লেন—"তোমার মায়ের মুখে শুনলাম যে তুমি শিগ্‌গির কলকাতায় ফিরে যেতে চাও?"

—"পরীক্ষার ফল বেরোবে।"

—"তারপর, এম-এ পড়তে চাও।

—"হ্যাঁ, পিতাজি।"

—কেন, বি-এ পাশ কি ঢের নয়? অতিরিক্ত শাস্ত্রালোচনা রাজধর্মের বিরোধী। ক্ষাত্রবিদ্যা কিছু আয়ত্ত করা চাই।"

—"পিতাজি, আমি ভাবছিলাম কি ছোট মায়ের ছেলে জন্মেছে, এখন তো আমি আপনার একমাত্র বংশধর নই—"

অওধ বিদ্যুৎপৃষ্টের মতো উঠে দাঁড়িয়ে বজ্রগম্ভীর স্বরে বল্‌লেন—" তোমার মনেও সেই এক ফিকির ? রাজ্যলোভে মনুষ্যধর্ম ভুলে যাও ?"

অলখ ব্যাকুল হয়ে বল্‌ল—"আমাকে ভুল বুঝবেন না, আমি বলছিলাম—"

তার কথাগুলি শুনবার ধৈর্য অওধনাথের আর ছিল না, তিনি

বল্‌লেন—"বুঝতে আমার ভুল হয়নি, তবে আজ তুমি অসুস্থ, পরে একদিন আলাপ করবো।"—অত্যন্ত বিরক্তির সংগে তিনি ঘর ছেড়ে চলে' গেলেন।

অলখের অসুখ সারবার পরিবর্তে ক্রমশ বৃদ্ধি পেতে লাগলো। শহরের সিভিল সার্জন বল্‌লেন —"এ অতি দুরারোগ্য পুরাতন ব্যাধি। ক্রমশ যক্ষ্মায় পরিণত হওয়ার আশংকা আছে।"

পরীক্ষার ফলে বেরোলে দেখা গেল যে অলখ ইংরেজি অনার্সে প্রথম শ্রেণীতে প্রথম স্থান অধিকার করেছে। সে নিজে তখনও রোগগ্রস্ত।

ছয়মাস পরে ক্ষীরমাটির রাজকুমারের সংগে বীরগঞ্জের সূর্যমুখীর বিয়ে হয়ে গেল। তবুও অলখনাথের রোগের বিরাম নেই।

* * * *

বিষণগড় রাজপ্রাসাদের জলসাঘরে লক্ষ্ণৌয়ের বিখ্যাত বাঈজি সজ্জনবাঈয়ের গান হবে। তার প্রাক্কালে অওধনাথ নিজের ঘরের আয়নার সামনে দাঁড়িয়ে প্রসাধন সমাপ্ত করছিলেন।

শীর্ণ, রোগপাণ্ডুর অলখনাথ ধীরে ধীরে পাশে এসে দাঁড়ালো, ক্ষীণ কণ্ঠে বল্‌ল—"আমার এ রোগ কি সারবেনা পিতাজি ?"

অনভ্যস্ত কোমলকণ্ঠে অওধনাথ উত্তর দিলেন—"কেন সারবেনা অলখ, অনেক ওষুধ দেওয়া হচ্ছে ধীরে ধীরে সেরে উঠবে।"

—"কিন্তু আমি যে ক্রমেই দুর্বল হয়ে পড়ছি। ওঘর থেকে এঘরে আসাটাই আমার পক্ষে কষ্টকর।"

অওধ দেখলেন এই সামান্য পরিশ্রমেই অলখ ঘর্মাক্তকলেবর হয়ে হাঁফিয়ে পড়েছে, তার পিঠে হাত দিয়ে তিনি বল্‌লেন—"চল, তোমার ঘরে গিয়ে শুয়ে পড়বে, আমি সাহায্য করছি।"

স্নেহস্পর্শে উদ্গত অশ্রু বহু কষ্টে রোধ করে' অলখ বল্‌ল —"আমি এখানে থাকলে আর বাঁচবো না পিতাজি, আমাকে কলকাতায় পাঠিয়ে দিন।"

সন্দিগ্ধভাবে অওধনাথ জিজ্ঞাসা করলেন—"কেন, কলকাতায় কি আছে? এখানে কি তোমার চিকিৎসা হচ্ছেনা?"

—"এখানকার ডাক্তার তো সারাতে পারেনি"

সন্দেহে অওধের মন কুটিল হয়ে উঠ্‌লো, মুহূর্তপূর্বের কোমলতাকে ঝেড়ে ফেলে দিয়ে তিনি কঠিন স্বরে বল্‌লেন—"আসল কথা বল, বিবিজিকে ছেড়ে মন টিকছে না; তা, তার ঠিকানাটা পেলে তাকে এনে রাখবার ব্যবস্থা করতে পারি।

অলখ শিউরে উঠে বল্‌ল—"ছি পিতাজি, এমন কথা বলবেন না!"

—"তবে দুধনাথ ঠিকই বলেছিল, তুমি তাকে সাদী করতে চাও?"

—"তাতে দোষ নেই পিতাজি।"

—"হ্যাঁ, দোষ আছে, একশোবার আছে, হাজারবার আছে! আমাদের বংশে হাজার নারী হাবেলীতে রাখলে দোষ নেই, কিন্তু সাদী করবার সময়ে বাছাইকরা ঘরের মধ্যে করা চাই।"

—"কিন্তু পিতাজি—"

—"কিন্তু নয়। তুমি এখন যাও, আমার দেরি হয়ে যাচ্ছে।"

অলখনাথ টলতে টলতে বেরিয়ে গেল; তার দিকে চেয়ে অওধের কঠিন দৃষ্টি হয়তো একটু কোমল হ'ল, হয়তো নিজের দুর্বলতায় নিজেই লজ্জিত হয়ে তিনি চোখের কোল থেকে একফোঁটা অশ্রু ঝেড়ে ফেল্‌লেন।

অলখ ঘরে ফিরে এসে চুপচাপ শুয়ে রইলো, কিন্তু তার মনে শান্তি নেই, চোখে ঘুম নেই। কলকাতার হারানো দিনের স্মৃতিগুলি তার

জ্বরতপ্ত মস্তিষ্কের মধ্যে ওলটপালট হয়ে ঘুরে বেড়াতে লাগলো। ঘরের মধ্যে রাত্রির শেষ কাজগুলি নিঃশব্দে সেরে নিয়ে বাইরে যাবার আগে দামড়ি তার অস্থিরতা লক্ষ্য করে' জিজ্ঞাসা করলো—"ঘুম আসছেনা, কুমারজি ?"

—"হ্যাঁ, এবার ঘুমিয়ে পড়বো, তুমি যাও।"

দরজাটা আস্তে আস্তে ভেজিয়ে দিয়ে দামড়ি চলে' গেল। কিছুক্ষণ বিছানায় ছটফট করে' অলখনাথ উঠে পড়লো, তার রোগদুর্বল দেহটাকে কোনক্রমে টেনেটেনে কাপড় পড়লো, তারপর নিঃশব্দে বাইরে বেরিয়ে গেল।

সে অন্ধকারের মধ্যে হাঁফিয়ে হাঁফিয়ে রাজপ্রাসাদের উদ্যান ছাড়িয়ে বড় রাস্তায় পড়লো, তারপর ধীরে ধীরে ধানবাদ শহরের দিকে অগ্রসর হতে লাগলো। তার মনে স্থিরসংকল্প যে সে ধানবাদে গিয়ে কলকাতার ট্রেণে চড়ে' বসবে, কিন্তু তার শরীর অত্যন্ত দুর্বল। সে কিছুদূর যায় আর বসে, আবার যায় আর বসে।

বনের মধ্যে দিয়ে দীর্ঘ পথ এঁকেবেঁকে চলে' গেছে। পাশের নদীর তীর থেকে শেয়ালের ফেউ শোনা যায়, হয়তো বাঘ এসেছে জল খেতে। এই গভীর অরণ্যে বহু পথিক বাঘের মুখে প্রাণ হারায়, কিন্তু অলখের সে খেয়াল নেই, সে আশায় ভর করে' সোজা এগিয়ে চলেছে। ঝোপের মধ্যে কিসে জানি খচ্‌খচ্‌ শব্দ করে, কিন্তু বেহুঁস অলখ সোজা চলেছে।

ক্রমে তার পা আর বইতে পারে না। একবার বিশ্রামের জন্য পথের পাশে বসে' সে আর উঠতে পারলো না,—যতবার ওঠবার চেষ্টা করে ততবারই মাথা ঘুরে পড়ে' যায়।

এইভাবে বসে' আছে এমনি সময়ে, যেন তার মনের ঐকান্তিকী কামনারই উত্তরে, পথের ওপর একটা গরুর গাড়ি দেখা দিল,—বিষণ্-

গড়ের দিক থেকে ধানবাদের দিকে চলেছে। গরুগুলিকে নিজের মনে চেনাপথ চলতে দিয়ে গাড়োয়ান নিশ্চিন্তমনে ছৈয়ের নিচে ঘুমোচ্ছে, তারও বাঘের ভয় নেই। অলখনাথ এক চূড়ান্ত চেষ্টায় উঠে গিয়ে তার পায়ে হাত রাখবামাত্র সে বিকট হাঁউমাউ চিৎকারে জেগে উঠলো, পরে অলখকে দেখে অপ্রস্তুত হয়ে বল্‌ল—"তাই বলুন বাবু, আমি বলি কি বাঘেই বুঝি টেনে নিয়ে যাচ্ছে! তা, কি দরকার আপনার?"

অলখ বল্‌ল—"ভাই, তুমি ধানবাদের পথে যাচ্ছ, আমাকে তুমি এগিয়ে দেবে? আমি বড ক্লান্ত।"

গাড়োগান তার দামী পোষাকের দিকে সন্দিগ্ধ দৃষ্টিতে চেয়ে জিজ্ঞাসা করলো—"আপনি বড়লোকের ছেলে, একলা পথে হেঁটে চলছেন কেন? সংগের লোকজন, গাড়িঘোড়া সব কোথায়?"

অলখ মিথ্যা করে' উত্তর দিল—"আমি শিকারে এসে দলছাড়া হয়ে পড়েছি, হতভাগা ঘোড়াটা পর্যন্ত আমাকে পিঠ থেকে ফেলে দিয়ে ছুটে পালিয়েছে। এখন তুমি যদি আমাকে—"

অলখের মাথাটা হঠাৎ ঘুরে গেল, মাটিতে পড়তে পড়তে মুহূর্তের মধ্যে সে দেখতে পেল সত্যবতী সংগিনীদের সঙ্গে কলরব করতে করতে তার সামনে দিয়ে চলে' যাচ্ছে, তাকে দেখতে না পেয়ে ক্রমেই দূরে চলে' যাচ্ছে, আর পেছন থেকে বিষণগড়ের পাটহাতী এসে অলখনাথকে পায়ের তলায় পিষে মেরে ফেলতে উদ্যত হয়েছে। সে আর্তস্বরে চিৎকার করে' উঠল—"সত্যবতি, সত্যবতি! শিগ্‌গির এসো! আমি মরলাম—" তারপর সব অন্ধকার।

গরুর গাড়ির গাড়োয়ান যদি হাত বাড়িয়ে অলখের অচেতন দেহটিকে ধরে' না ফেলতো তবে সত্যই তার জীবনের অবসান ঘটতো। সেই লোকটি কিছু চিন্তা করে' কি যেন একটা অনুমান করে' নিয়ে,

নিজ কর্তব্য স্থির করে' ফেল্‌লো। অলখনাথকে সন্তর্পণে গাড়ির ভেতরে শুইয়ে সে গাড়ি ঘুরিয়ে বিষণগড়ের পথে ফিরে গেল।

*　　*　　*　　*

অগুধনাথের সেদিন আর সজ্জনবাঈয়ের নাচগানে মন বসতে চায় না। অলখনাথের অতি দুর্বল, আহত দৃষ্টি বারে বারে তাঁর মনের মধ্যে উঁকি মেরে তাঁকে অস্থির করে' তোলে। সত্যই যদি সে না বাঁচে?

এই সময়ে একজন রক্ষী এসে সংবাদ দিল—“মহারাজ, কুমারজি ধানবাদের পথে অজ্ঞান হয়ে' পড়েছিলেন। একজন প্রজা তাঁকে তুলে নিয়ে এসেছে।”

অত্রধনাথ নিঃশব্দে সভা ছেড়ে উঠে গেলেন। যাবার সময়ে কেবল অংগুলিহেলনে জানিয়ে গেলেন যে তিনি এখনই আবার আসবেন।

তারপর, ঘণ্টাখানেক বাদে তিনি যখন ফিরে এসে সভায় বসলেন তখন তাঁর মুখ দেখে বুঝবার উপায় নেই যে কতবড় একটা ঝড় ইতিমধ্যে তাঁর ওপর দিয়ে বয়ে' গেছে।

অলখনাথ চেতনা পেয়ে দেখলো যে সে তার নিজের ঘরেই শুয়ে আছে, দুর্বলতায় আর শরীরের যন্ত্রণায় বিছানা থেকে মাথা তোলবার ক্ষমতাটুকুও তার আর বাকি নেই।

কিছুদিনের মধ্যে সে আরো বুঝতে পারলো যে তার চারিদিকে একটি অদৃশ্য অথচ নীরন্ধ্র কারাপ্রাচীরের সৃষ্টি হয়েছে। সমস্ত কাজের মধ্যে সর্বদাই কোনো-না-কোনো কৌতুহলী দৃষ্টি তার ওপর লক্ষ্য রেখেছে। পলায়নের ক্ষমতা তার আর না থাকলেও তার পথ রুদ্ধ করার জন্যই যে এই ব্যবস্থা তাতে আর তার সন্দেহ রইলো না।

সত্যবতীর কথা স্মরণ করে সে কাতরভাবে প্রার্থনা করলো—"কন্যা, এবার তুমিই ঝাঁপিয়ে পড়, নইলে আমার আর উপায় নেই।"

*　　*　　*　　*

এই দুর্ঘটনার পরের দিন অওধনাথ দুধনাথ চৌধুরীর সংগে দেখা করলেন, বল্লেন—"এবার আমার ছেলের বিয়ে।"

দুধনাথ বল্লেন—"এই তো সেদিন সূর্যমুখীর বিয়ে দিলাম। এখনই কি আবার এত খরচা করতে পারবো? আরো ছয়মাস যাক।"

—"আমি সব খরচা দেব।"

—"অলখের অসুখ সারুক।"

—"হাওয়া বদলালে অসুখ সারবে। বিয়ের পরই আমি ওদের দার্জিলিং পাঠিয়ে দেব।"

—"আপনার ছেলের কি অসুখ কে জানে? লোকে বলে তার যক্ষ্মা হয়েছে।"

অওধনাথ উঠে দাঁড়িয়ে বল্লেন—"বুঝেছি, তোমার মনে পাপ ঢুকেছে; কিন্তু জেনে রেখো যে বনে বাস করে' বাঘের সংগে বাদ করা চলবে না। আমি আমার পুরোহিতকে দিয়ে বিয়ের দিন ঠিক করে' খবর পাঠাব, সেইদিন যদি বিয়ে না হয়, তবে দেখবো কেমন করে' তুমি বীরগঞ্জে তালুকদারী কর!"

অওধনাথ যাবার পর দুধনাথ মাথায় হাত দিয়ে বসে' রইলেন। কিছুক্ষণ পর একটা লোক চোরের মতো চুপে চুপে ঘরে ঢুকে বল্ল—"হুজুর, আমার বখশীষ বাকী আছে।"—লোকটি দামড়ি।

দুধনাথ বিরক্তির সংগে বল্লেন—"সব কাজ ভেস্তে দিয়ে এখন আবার বখশীষ কিসের?"

—"হুজুর, আমি তো ঠিকই আপনার হুকুমমতো কাজ করেছি, আপনার মরজি এখন বদলেছে বলেই বলছেন যে কাজ ভেস্তে গেছে।"

—"তুই কি করেছিস না করেছিস তার কোনো প্রমাণ নেই।" কুটিল হাসিতে মুখ ভরিয়ে দামড়ি বল্‌ল—"হুজুর এমন লোক আছে যারা প্রমাণ করে, আপনাকে ফাঁসিয়ে দিতে পারে, তাদের মুখ বন্ধ করার জন্যও কিছু টাকার দরকার। মনে করুন যদি কেউ আপনার বেহাইবাড়িতে সব কথা রটিয়ে দেয় তবে আপনার কি বদনামিটাই না হবে! আর পুলিশে খবর দিলে তো—"

আত্মবিস্মৃত হয়ে ভুধনাথ চেঁচিয়ে উঠলেন—"বেরো পাজি, শুয়ার।"

—"সত্য কথাই বলছি হুজুর!" কথাটা সে আভূমি সেলাম করে' বল্‌ল বটে, কিন্তু গলার স্বরে নম্রতা নেই।

ভুধনাথ চিৎকার করলেন—"দারোয়ান, দারোয়ান!"

দামড়ি বল্‌ল—"তার দরকার হবেনা হুজুর, আমি অমনি যাচ্ছি, কিন্তু গোলামের কথা পরে আবার মনে করতে হবে।"

ভুধনাথ অন্তঃপুরে গিয়ে নিজের বিছানায় শুয়ে পড়লেন। রাগে, দুঃখে, ক্ষোভে তখন তাঁর সর্বশরীর কাঁপছিল।

* * * * *

সেই রাত্রের দুর্ঘটনার পর থেকে অলখনাথের অসুস্থতা ক্রমেই বৃদ্ধি পেতে লাগলো। ডাক্তার বল্‌লেন—"আমরা তো আমাদের যথাসাধ্য করছি কিন্তু রোগীর সহযোগিতার অভাবে আমাদের কাজ কঠিন হয়ে পড়েছে।"

অওধনাথ জিজ্ঞাসা করলেন—"তার সহযোগিতা কেন নেই সে বিষয়ে কিছু অনুমান করতে পেরেছেন কি ?"

—"মনে হয় তাঁর ইচ্ছাশক্তির লোপ হয়েছে! কোনো গভীর নৈরাশ্যের ফলেই এরূপ হতে পারে।"

—"নৈরাশ্যের কারণ সম্বন্ধে আপনাদের সামনে কিছু প্রকাশিত হয়েছে কি ?"

—"সামান্য কিছু আভাষ পেয়েছি, যদি কিছু মনে না করেন তো বলতে পারি।"

—"স্বচ্ছন্দে বলুন। অলখের জীবনরক্ষার জন্য আমার অকরণীয় কিছু নেই।"

—"তাহ'লে বলি, সম্ভবত কলিকাতার কোনো মহিলার সংগে তার প্রণয় ঘটেছে, তার সান্নিধ্য লাভ করতে পারলে কুমারের উপকার হবে।"

—"আপনি কি বিবাহের কথা বলতে চান ?"

—"সমস্ত ঘটনা না জানলে সেকথা বলা যায় না, এবং একথাও সত্য যে কুমারের রোগ তার হৃদয়ের ব্যাপার থেকে উদ্ভূত নয়। তার রোগের মূল আমরা এখনও নির্ধারণ করতে পারিনি এবং তার নৈরাশ্য দূর হলে যে সে রোগমুক্ত হবে এমন কথাও হলফ করে' বলতে পারি না। তবে একথা নিশ্চিত যে তার মানসিক অবস্থার উন্নতি হ'লে রোগের সংগে সংগ্রাম করবার শক্তি সে পাবে।"

কিছুক্ষণ নীরব থেকে অওধ বললেন—"দেখুন, আপনি যখন স্পষ্ট-ভাবে কথা বলেছেন তখন আমিও আপনার কাছে কিছু গোপন করব না, তবে বুঝতেই পারছেন আমাদের মতো লোকের পক্ষে পারিবারিক বিষয় নিয়ে আলোচনা করা কত কষ্টকর।"

ডাক্তার আশ্বাস দিলেন—"সে বিষয়ে দ্বিধা করবেন না, আপনি নিশ্চয় জানবেন যে রোগীর গোপন কথা ডাক্তার কখনও প্রকাশ করে না।"

—"তবে শুনুন, আপনার অনুমান সত্য। আমারও সন্দেহ হয় যে অলখ কলিকাতার কোনো সাধারণ ঘরের কন্যাকে বিবাহ করতে উৎসুক। তার জীবনরক্ষার জন্য তার ইচ্ছা পূর্ণ করতে আমি প্রস্তুত আছি, কিন্তু এই ক্ষেত্রে সামান্য বিলম্ব হওয়া অনিবার্য। আমাদের বংশের নিয়মে "দুষ্কুলাদপি স্ত্রীরত্নং' এই নীতির অনুসরণ করা যায়, কিন্তু প্রথমা পত্নীর ক্ষেত্রে সেরূপ হওয়া সম্ভবপর নয়। এইজন্য আমি স্থির করেছি যে কয়েকদিনের মধ্যে এক সমবংশীয়া কন্যার সংগে অলখের বিবাহ সম্পন্ন করব এবং তার অব্যবহিত পরে তাকে কলিকাতায় নিয়ে দ্বিতীয় বিবাহের সুযোগ দেব। তার অনিচ্ছা থাকলে প্রথমা পত্নীর সংগে কোনো ব্যক্তিগত সম্পর্ক রাখার প্রয়োজন নেই, কেবল আমার মৃত্যুর পর সিংহাসন লাভ করে' তাকে পাটরানির কর্তব্যসমূহ পালন করতে দিলেই হবে।"

ইংরেজ ডাক্তার মাথা নেড়ে জিজ্ঞাসা করলেন—"কিন্তু ইংরেজি শিক্ষায় শিক্ষিত কুমার কি এ ব্যবস্থায় সন্তুষ্ট হবেন?"

অওধনাথ ধীরভাবে বল্‌লেন—"তাছাড়া আর কোনো উপায় নেই। পুত্রের নৈরাশ্যের কারণে এতটা কোমলতাও আমার পিতৃপিতামহের আমলে অভাবনীয় ছিল।

* * * * *

অলখনাথের সংগে চন্দ্রমুখীর বিয়ের আর দুইদিন বাকি। অওধনাথ হাতিশিকারের দোনলা বন্দুক নিয়ে পরীক্ষা করছেন এমন সময়ে দামড়ি এসে সেলাম করে' দাঁড়ালো। সে বল্‌ল—"হুজুর, জরুরি খবর আছে।"

অওধ বল্‌লেন—"বল।"

—"হুজুর, বীরগঞ্জের কুমারী চন্দ্রমুখীর বিয়ের জোগাড় চলছে।"

—"জানি।"

—"হুজুর, ভিনদেশ থেকে বর আর বরযাত্রী এসেছে।"

এবার বন্দুকটা নামিয়ে অওধ জিজ্ঞাসা করলেন—"বরযাত্রী? কোথাকার?"

—"রাজপুতানার কোনো ঘর থেকে বর এসেছে হুজুর।"

—"রাজপুতানার? অত টাকা কোথায় ভুধনাথের?"

—"হুজুর আজ রাত্রির প্রথম লগ্নে তার সাদী হবে।"

—"সত্য কথা বলছ?"

—"হ্যাঁ, হুজুর।"

—"মিথ্যা হ'লে?"

—"যা ইচ্ছা হয় সাজা দেবেন।"

—"তোমার কথা যদি সত্য হয়ে থাকে—তবে কুমারের বিয়ের পর তুমি এমন ইনাম পাবে যা বাপের জন্মেও তুমি চোখে দেখ নি, কিন্তু মিথ্যা হলে হাতীর পায়ের তলায় পিষে মেরে গুম করে' দেব।"

—"হ্যাঁ, হুজুর।"

"বরযাত্রী কোথায় উঠেছে?"

—"হুজুর, সাতগাঁওয়ের ডাকবাংলায়।"

—"কটার সময়ে জলুষ বেরোবে?"

—"সন্ধ্যা ছটার সময়ে। রাত আটটার লগ্নে বিয়ে।"

—"আচ্ছা যাও। কুমারের অসুখ বেশি, ভাল করে' তার তদ্বির কর। আর দেখ, এ-সব কথা তার কানে তুলো না।"

—"হাঁ হুজুর।"

দামড়ি চলে গেলে অওধ তাঁর এক বিশ্বস্ত চরকে সমস্ত সংবাদ আনবার জন্য সাতগাঁওয়ের ডাকবাংলায় পাঠালেন। ঘণ্টাখানেক পরে ফিরে এসে সে যে বিবরণ দিল তাতে তাঁর আর সন্দেহ রইলো না যে দামড়ির কথা সত্য। তিনি হাবিলদার, সর্দার প্রভৃতিদের ডেকে সমস্ত পাইক ও লাঠিয়ালদের তৈরি করতে বল্লেন, হাতীশাল থেকে পাট-হাতী ও পাল্কির ঘর থেকে মহাপায়া বার করবার হুকুম দিলেন। তারপর পুরোহিতদের ডাকিয়ে বিয়ের ব্যবস্থা করবার জন্য বলে' সোজা অলখের ঘরে চলে' গেলেন।

অলখ নির্জীবভাবে শুয়েছিল, জিজ্ঞাসা করলো—"এত সোর কিসের পিতাজি ?"

অওধ বল্লেন—"তোমাকে আমার সংগে বেরোতে হবে, তৈয়ারি হয়ে নাও।"

—"বেরবো ? এই শরীরে ?"

—"হ্যাঁ, তোমার চিকিৎসার নোতুন ব্যবস্থা হবে, তারপর তোমাকে কলকাতায় পাঠাব।"

কলকাতার নামে অলখের রুগ্ন মুখ উজ্জল হয়ে উঠ্লো। অওধনাথ দামড়িকে ডেকে তার সাজসজ্জার ব্যবস্থা করতে বল্লেন।

মহাপায়া এলে অলখনাথকে তাতে বিছানা করে' শুইয়ে দেওয়া হ'ল। তারপর অনেক ঘোড়সওয়ার, লাঠিয়াল, পাইক ও বরকন্দাজ নিয়ে, হাতীতে চড়ে' অওধনাথ অলখকে সংগে নিয়ে বেরিয়ে গেলেন। প্রাসাদের অন্তঃপুরে কারো কাছে কোনো খবর পৌছলো না।

অধ্যাপক বন্দ্যোপাধ্যায়ের নির্বুদ্ধিতার ওপর রাগ করে' দেবপদ সত্যবতীকে নিজের বাড়িতে নিয়ে গিয়েছিলেন। তারপর বি, এ, পরীক্ষার পর অলখ যখন তার দেশে ফিরে গেল .তখন তিনি আবার তাকে তাঁর কাছে ফিরিয়ে দিয়ে গেলেন।

সেদিন হেমলতা বন্দ্যোপাধ্যায়দের লাইব্রেরি ঘরে ঢুকে সত্যবতীকে একটি কাগজ হাতে নিয়ে তন্ময় হয়ে' বসে' থাকতে দেখ্‌লো। সে পা টিপে টিপে এগিয়ে এসে সহসা পেছন থেকে কাগজটা কেড়ে নিতে সত্যবতী চমক ভেঙে একটা ছোট চিৎকার করে' উঠলো।

হেমলতা জিজ্ঞাসা করলো—"কি একটা নীরস সরকারী কাগজ এত মন দিয়ে দেখ্‌ছিস্?"—কিন্তু ভাল করে' দৃষ্টি পড়তে সে নিজেকে সংশোধন করে' বলে' উঠ্‌লো—"উঁহুঁ যতটা নীরস ভেবেছি ততটা নয়,—না না, এ-যে দেখি বেশ সরস ব্যাপার! অলখ বাবুর পরীক্ষাপাশের খবরটা নিয়ে এত কি ভাবছিস্ শুনি?"

সত্যবতী অপ্রস্তুতভাবে উত্তর দিল—"কি আর ভাব্‌বো, বাবার প্রিয় ছাত্র ইংরেজী অনার্সে প্রথম বিভাগে প্রথম হয়েছেন, তাই একটু দেখছিলাম।"

—"আর ভাবছিলি যে তুইও হয়তো একদিন এমনি হবি, না?"

—"হ্যাঁ, তাও একটু একটু ছিল।"

—"ছিল, না হাতী! তুই ভাবছিলি অলখবাবু আর কলকাতায় এলেন না কেন?"

—"তা ভাবলেই বা ক্ষতি কি?"

—"আপাতদৃষ্টিতে বেশি ক্ষতি না থাকলেও, তাই নিয়ে যদি মন

উদাস হয় আর অলখবাবু যদি সত্যিসত্যিই না আসেন, তবে ক্ষতি আছে বৈকি! তা, উনি আর কলকাতায় এলেন না কেন বল্‌তো?"

—"আমি কি করে' জানবো?"—সত্যবতী মুখ ফিরিয়ে নিল, কিন্তু তার চোখের কোণায় ছলছল জল হেমলতার দৃষ্টি এড়ালো না, সে তার হাত ধরে' বল্‌ল—"দূর বোকা, এত মন খারাপ করিস্ না, কোথাকার কোন রাজার ছেলে —"

—"হ্যাঁ, হ্যাঁ, আর বলতে হবেনা, সামন্ততান্ত্রিক সমাজ, কলুষিত চরিত্র, বহুবিবাহ,—বক্তৃতার সবটাই আমার মুখস্থ আছে।'—সত্যবতী হাত ছাড়িয়ে ছুটে পালিয়ে গেল। হেমলতা পেছন পেছন যেত, কিন্তু ঘরের অন্য দরজা দিয়ে অধ্যাপক মহাশয় আসতে সে চুপ করে' দাঁড়িয়ে রইলো।

অধ্যাপক হারানো ছেলের মতো এদিক-ওদিক চাইতে চাইতে অন্যমনস্কভাবে হাত বাড়িয়ে হেমলতার হাত থেকে গেজেটটা নিলেন, তারপর তার পশ্চাতে হেমলতাকে যেন সহসা আবিষ্কার করে' বল্‌লেন—"দেখেছ হেমলতা, আমাদের অলখ কেমন ফার্ষ্ট হয়েছে?

—"হ্যাঁ জ্যাঠামশাই; আমার মনে হয় যে আপনার ওঁকে অভিনন্দন জানিয়ে একটা চিঠি লিখে দেওয়া উচিত।"

—"হ্যাঁ, নিশ্চয়, নিশ্চয়!"—অত্যন্ত উৎসাহের সংগে বলে' ফেলেই তিনি কি যেন একটা দ্বিধায় কুণ্ঠিত হয়ে' পড়লেন, বল্‌লেন,—"কিন্তু এতদিন হ'ল দেশে গিয়ে অলখ তো আমাদের কোনো খবরই নিলনা।"

—"আপনার কি মনে হয় জ্যাঠামশাই, যে ওঁর বাবা ওঁর বিয়ে দিয়ে দিয়েছেন?"

—"বিয়ে?" চমকে উঠে কথাটা উচ্চারণ করেই অধ্যাপকের সত্যবতীর কথা মনে পড়লো, তিনি জিজ্ঞাসা করলেন——"হ্যাঁ মা, তুমি

বেবিকে দেখেছ? আমি ওকে খুঁজতে এসেছিলাম, চায়ের সময় যে হয়ে গেছে ওর সে খেয়াল নেই।"

—"আপনি বস্থন গিয়ে, আমি ওকে ডেকে আনছি।"

সত্যবতীর ঘরের দিকে একটু এগিয়ে হেমলতা দেখলো সত্যবতী এদিকেই আসছে। এই কয়েক মিনিটের মধ্যে সে চুল আঁচড়ে, মুখ ধুয়ে, নিজের চেহারাটা ভদ্র করে' নিয়েছে। হেমলতার সংগে উঠোনে নেমে এসে সে বল্‌ল—"বাবা, তুমি ওর কাছে একটা গান শোনো আমি এক্ষুনি চা নিয়ে আসছি।"

চা খাওয়ার পর সে নিজেও গান করলো, তারপর বল্‌ল—"বাবা, তুমি সেক্সপীয়র থেকে পড়, আমরা শুনি।"

—"কি পড়ব?"

হেমলতা বল্‌ল—"মার্চেণ্ট অব্‌ ভেনিস্‌ পড়ুন।"

সত্যবতী বল্‌ল—"না বাবা, হেমলেট পড়; হেমলেট আমার প্রিয় চরিত্র, যদিও ওফেলিয়ার মতো বোকা মেয়ে আমার পছন্দ হয় না।"

হেমলতা বল্‌ল—"নানা, বুঝলে কিনা, বোকা হতে যাবে কেন, দুর্বল বলতে পার, তাও অভিজাত-সমাজের অতি মাত্রায় মার্জিতচিত্ত—"

কথার ওপর কথা চাপিয়ে সত্যবতী বল্‌ল—"আর ওফেলিয়ার তো অভিজাতরক্তের বালাই ছিল না, তার উচিত ছিল হেমলেটের কাঁধে ঝাঁকুনি দিয়ে তার মাথা ঠিক করে' দেওয়া।"

হেমলতা বল্‌ল—"হ্যাঁ হ্যাঁ, বলা যত সহজ, করা তত সহজ নয়।"

অধ্যাপক জিজ্ঞাসা করলেন—"তোমরা কি সব অসাহিত্যিক বাজে তর্কই করতে থাকবে, না আমাকে পড়তে দেবে?"

মেয়েরা অপ্রতিভ হয়ে থেমে গেল, অধ্যাপক তাঁর স্বাভাবিক উদাত্ত কণ্ঠে পড়া আরম্ভ করলেন।

* * * *

এই ভাবে দিন কেটে যায়। অধ্যাপকের চায়ের আসরে অলখের অনুপস্থিতিটা ক্রমে অনেকটা সহজ হয়ে গেল। অধ্যাপক মহাশয় কিন্তু অলখকে বাস্তবিকই ভালবেসেছিলেন। অলখের না আসাটা তাঁর মনকে পীড়া দিত। তার শেষের দিনের কথাগুলি মনে করে' তাঁর আশ্চর্য লাগতো। সত্যবতীর মতো মেয়েকে কি সে অবহেলায় ভুলে গেল?

আবার ভাবতেন, হয়তো দেবপদর কথাই ঠিক; রাজারাজড়ার ঘরে মতি বা চরিত্রের স্থিরতা নেই। সত্যবতীর দিকে চেয়ে তিনি ভাবতেন, এর মনে তো প্রেমের দাগ পড়েনি? তার হাসিমুখের দিকে চেয়েও তাঁর সন্দেহের নিরসন হ'ত্ না।

সত্যবতী আজও তেমনই সদাহাস্যময়ী। বাবার বইয়ের ওপর সে ধুলো পড়তে দেয় না, কাব্যালোচনা একদিনের জন্য ও বন্ধ হয় নি। সহপাঠিনী হেমলতা তার নিত্যসংগিনী, কিন্তু সেই একদিন ছাড়া সে তার কাছেও নিজের মনের জানলা আর খোলেনি। হেমলতা, ব্যাপারটাকে খোঁচাখুঁচি করে' বাড়িয়ে না তোলাই ভালো মনে করে' কোনোদিন কোনো কথা জিজ্ঞাসা করেনি।

এমনি একদিন চায়ের আসরে হেমলতা রবীন্দ্রনাথের নোতুন কবিতা আবৃত্তি করছিল এমন সময়ে দেবপদ এলেন, সংগে একটি অপরিচিত যুবক। পরিচয়ে জানা গেল যুবকটি নবীন ব্যারিষ্টার জিতেন্দ্রকুমার আচার্য। এই নারীসমাজে অভ্যস্ত বিদেশাগত যুবকের পক্ষে ওই কাব্যরসাস্বাদের স্রোতে নিজে মিলিয়ে নিতে দেরি হ'লনা, প্রাথমিক ভদ্রতার পর্ব সমাপ্ত হতেই হেমলতাকে উদ্দেশ করে' সে বল্‌ল—"আপনাকে বাধা দিয়েছিলাম, আপনি যা পড়ছিলেন সেটা দয়া করে' আবার পড়ুন না।"

হেমলতা সত্যবতীর কবিতা ও গান শুনবার পর সে নিজেই রঙ্গলাল বন্দ্যোপাধ্যায়ের কবিতা আবৃত্তি করে' সকলকে অবাক ক'রে দিল।

দেবপদ বললেন—"তুমি আজ অবাক করলে জিতেন্দ্র, আমি জানতাম যে তোমার মতো উগ্র ফিরিংগির সংগে বাংলা সাহিত্যের পরিচয়ই নেই!"

জিতেন্দ্র বল্‌ল—"পরিচয় এককালে যথেষ্টই ছিল, কিন্তু সমাজের ওপর রাগ ক'রে সাহিত্যের সংগেও আড়ি করে' দিয়েছিলাম; আজ এই দুই প্রতিভাশালিনী বংগমহিলা আমাকে স্মরণ করিয়ে দিলেন—"মাতৃভাষা-রূপে খনি পূর্ণ মনিজালে'র কথা।"

দেবপদ টিপ্পনি কাটলেন—"অর্থাৎ মাইকেল মধুসূদনের মতো বাঙালী মেয়েরা সব নেকড়ার পুঁটুলির মতো বলে' নালিশ করে' জিতেন্দ্র বাংলা সাহিত্যের ওপরও নারাজ হয়ে' পড়েছিল।"

জিতেন্দ্র যোগ দিল—"এখন দেখছি সে যথার্থ বিদুষী মহিলা বাংলা-দেশে একাধিকা আছেন।

সত্যবতী বল্‌ল—"একের অনেক অধিক আছে।"

জিতেন্দ্র বল্‌ল—"আজ যে তাঁদের মধ্যে দুজনকে দেখতে পেয়েছি তাই আমার যথেষ্ট।"

ফিরবার পথে গাড়িতে বসে' দেবপদ জিজ্ঞাসা করলেন—"মেয়েটিকে কেমন লাগলো?"

জিতেন্দ্র জিজ্ঞাসা করলো—"কোনটিকে?"

—"আহা, আমার ভাগনী সত্যবতীকে।"

—"চমৎকার! সত্যবতী, হেমলতা,—দুজনেই সমান। আমি ভাবছি যে আমাদের দেশে এমন মেয়ে হয় একথাটা না জেনে আমি এতদিন কি করে' ছিলাম!"

—"এখন তো জানলে, এবার তোমার ভুলের প্রতিকার কর, তোমার কৌমারব্রত ভাঙো।"

—"তা ভাংতে রাজি আছি, কিন্তু প্রশ্ন এই যে—কোনটি ?"

—"তোমার যদি বাছতে অসুবিধা হয় তো আমিই ঠিক করে দেব। বুঝলে কিনা, আমার আগ্রহ আমার ভাগনীর বিবাহের জন্যই বেশি।"

পরে কোনো এক সময়ে তিনি বন্দ্যোপাধ্যায়মহাশয়কে বল্লেন—বেবিকে যদি মিশতে দিতে হয় তো এই রকম লোকের সংগেই মিশতে দিও, তারপর দুজনের মত বুঝে নিয়ে বিয়ে দিয়ে দিও। বুঝলে ?"

কথাটা অধ্যাপককে বুঝিয়ে দিলেও তাঁর কর্মক্ষমতার ওপর নির্ভর করে' বসে' থাকার লোক দেবপদ ছিলেন না। উপরন্তু ভগ্নীপতির বুদ্ধিবিবেচনার ওপর তাঁর বিশ্বাসও ছিল না, কাজেই মুখে তাঁকে মেয়ের বিয়ে ঠিক করার ভার দিলেও কার্যক্ষেত্রে দেবপদই প্রধান অংশ গ্রহণ করলেন। তাঁরই বিশেষ যত্ন ও উৎসাহে জিতেন্দ্রসত্যবতীসংবাদ অগ্রসর হতে লাগলো।

* * * *

সত্যবতী বল্‌ল—"জানিস্, আচার্যি সাহেব আমাদের দুজনের মধ্যে কাকে বিয়ে করবেন ভেবে ঠিক করতে পারছেন না।"

হেমলতা বল্‌ল—"বাজে বকিস্ না বেবি !"—কিন্তু তার মুখে লালের ছোপ ফুটে উঠ্‌লো।

সত্যবতী বলে' চল্‌লো—"আসলে অবিশ্যি তোকেই ওঁর বেশি পছন্দ, কিন্তু—"

ধৈর্য হারিয়ে হেমলতা বল্‌ল—"কিন্তু তোর মতো রূপসী সামনে থাকলে আমার আর আশা কি ? আমার রং কালো—"

—"তেমন কিছু নয়।"—সত্যবতী তার কাঁচা সোনার রঙের হাতখানা পকগোধূমবর্ণা হেমলতার হাতের পাশে রাখলো।

—"আমার চুল তোর মতো কোঁকড়ানো নয়।"

—"কিন্তু মেঘের মতো ছড়িয়ে পড়া।"—সত্যবতী একটানে হেমলতার হাতে জড়ানো খোঁপার চুল বিস্রস্ত করে দিল। খোঁপাটা জড়িয়ে নিতে নিতে হেমলতা বল্‌ল—"কিন্তু সবাই তো তোকেই সুন্দরী বলে।"—তার কণ্ঠস্বরে রাজ্যের শ্রান্তি জড়ানো।

সত্যবতী আশ্বাসভরে উত্তর দিল—"আমার মনে হয় যে আচার্যি সাহেব এত কাঁচা নন যে দেখেশুনে একটা মাকালফল পছন্দ করে' নেবেন। ঠিক দেখিস, পাকা উকিলের মতো তিনি আমার চটকের থেকে তোর মাধুর্যই বেশি ভালো মনে করবেন; কিন্তু মুস্কিল করেছেন আমার ওই মামাটি!"

—"কেন, তোর মামা আবার কি করলেন?"

—"তাও বুঝিস না? জিতেনবাবুকে আমাদের বাড়িতে আনলেন কে এবং কেন?"

—"কেন?"

—"কুমার অলখনাথের জন্য হেদিয়ে হেদিয়ে তাঁর ভাগ্নীটি মরে যাচ্ছে, তাই চট করে' তাকে আরেক কুমার কার্ত্তিকের কাঁধে চাপিয়ে তিনি নিশ্চিন্ত হতে চান।"

অনেকদিন পরে সত্যবতীর মুখে অলখনাথের নাম শুনে হেমলতা কিংকর্তব্যবিমূঢ় হয়ে চুপ করে' রইলো, কিন্তু নিজের মুখের নৈরাশ্যের ভাব চাপতে পারলো না।

সত্যবতী আবার বলতে লাগলো—"আর জিতেন আচার্যও ঠিক কর্ত্তব্যবোধে বাবার কাছে আমাকে বিয়ে করার জন্য প্রস্তাব করবেন।

কিন্তু তোকে বলে' রাখলাম হেমলতা, যেমন অলখবাবুর জন্য হেদিয়ে মরতে আমার বয়ে গেছে, তেমনি আবার জিতেনবাবুকেও আমি মোটেই বিয়ে করতে রাজি নই।"

—"কিন্তু সবাই যদি তোকে বিশেষ করে' বলে? কুমার অলখনাথ তো কোনো খবরই দিলেন না, এখন বাবা, মামা, এঁদের প্রতি কি তোর একটা কর্তব্য নেই?"

সত্যবতীর মুখ ভার হয়ে উঠ্‌লো, সে বল্‌ল—"আমি কিছুই বুঝতে পারছি না কোনটা ভালো।"

—"তাই'লেই দেখ্‌, তোর মামার তাগিদ আর জিতেনবাবুর কর্তব্য-বোধে মিলিয়ে আমার আর কোনো আশাই নেই।"—কথাটা ঠাট্টার ছলে বল্‌লেও তার মুখটা বিষণ্ণ হয়ে উঠ্‌লো।

ধমক দিয়ে সত্যবতী বল্‌ল—"তবু তুই কিছু করবি না, হাল ছেড়ে দিয়ে বসে' থাকবি?"

সন্ত্রস্ত হয়ে হেমলতা জিজ্ঞাসা করলো—"কি আবার করবো? মেয়েরা আবার কি করতে পারে?"

রেগে উঠে সত্যবতী উত্তর দিল—"তবে তাই হোক, তুইও মর, আমিও মরি আর শ্রীযুক্ত জিতেন্দ্র আচার্যও মরুন!"

* * * *

সেদিন সন্ধ্যার মজলিশে উপস্থিত ছিলেন অধ্যাপক, সত্যবতী ও হেমলতা বাদে দেবপদ ও জিতেন্দ্র। চা-পানের পরে দেবপদ অছিলা করে' বন্দ্যোপাধ্যায় মহাশয়কে লাইব্রেরি ঘরে নিয়ে গেলেন। খানিক পরে হেমলতার ডাক পড়লো, কিন্তু সে উঠবার আগে সত্যবতী সাড়া দিয়ে ছুটে চলে' গেল। হেমলতা ও জিতেন্দ্রের মাঝখানে সহসা একটা আড়ষ্ট নীরবতার পর্দা নেমে এল।

একটু ইতস্তত করে' জিতেন্দ্র হেমলতাকে জিজ্ঞাসা করলো—"আচ্ছা, হেমলতা দেবি, আপনার কি মনে হয় যে আপনার বান্ধবী আমাকে বিবাহ করতে রাজি হবেন ?"

হেমলতার মুখের ওপর চকিত একটা ছায়া পড়লো—"জানি না, বোধহয় নয়।"

—"কেন নয় ?"—জিতেন্দ্রের অহংকারে আঘাত লাগ্‌লো। সুপাত্র হিসেবে তার আত্মবিশ্বাস দৃঢ় ছিল।

—"তা জানি না, কিন্তু আমার মনে হয় সে এত তাড়াতাড়ি বিয়ে করতে চাইবে না।"

—"তাড়াতাড়ি ? আমাদের দেশে তো এর চেয়ে আগেই মেয়েদের বিয়ে হয়ে যায়।"

হেমলতা চুপ করে রইলো। সে কি করে সব কথা জিতেন্দ্রকে বুঝিয়ে দেবে ? ততক্ষণে সত্যবতী ফিরে এলো। সে মুখ ভার করে' হেমলতাকে বল্‌ল—"না রে, তুইই যা, মামাবাবু বল্‌লেন তাঁর যা দরকার তা আমাকে দিয়ে হবে না। আমি যে এতবড় একটা অপদার্থ তা আমি জানতাম না !"

হেমলতা উঠে গেল। সত্যবতী এদিক-ওদিক ছট্‌ফট্‌ করে এক-ধারের একটা চেয়ারে বসে' পড়লো। জিতেন্দ্র আর দেরি না করে তার পাশের চেয়ারে এসে বসে জিজ্ঞাসা করলো—"সত্যবতী দেবি, আমি যে আপনাকে কতটা শ্রদ্ধা করি তা আপনি জানেন, পরিবর্তে আপনার মনের কোনায় আমার জন্যে একটুও স্থান রেখেছেন কি ?"

সত্যবতীকে নীরব দেখে জিতেন্দ্র আবার বল্‌ল—"আপনার অনুমতি পেলে আমি আপনার বাবার কাছে বিবাহের প্রস্তাব করতে চাই।"

আড়ষ্টভাবে সত্যবতী বল্‌ল—“আমি কিছুই জানি না, আপনি বরংচ আমার বাবার কাছেই জিজ্ঞাসা করবেন।”

* * * *

জিতেন্দ্র দেবপদকে বল্‌ল—“আমি সত্যবতী দেবীকে জিজ্ঞাসা করেছিলাম, কিন্তু তাঁর ব্যবহার আমার পক্ষে খুব আশাজনক বলে’ মনে হ’ল না।”

—“কেন, কি বল্‌ল পাগলী ?”

—“তিনি বল্‌লেন যে তিনি কিছুই জানেন না, তাঁর বাবার কাছে জিজ্ঞাসা করতে হবে।”

দেবপদ উৎসাহের সংগে সায় দিলেন—“ব্যস, তবে আবার কি ? ঠিক কথাই বলেছে সে, এবার তাহ’লে বিরূপাক্ষের সংগে কথা বলে’—”

—“কিন্তু তাঁর মনের ভাব—”

—“ওর আবার মনের ভাব কি ? ষোলো বছরের মেয়ের আবার বিয়ের সম্বন্ধে মনের কি ভাব ?”

—“কিন্তু—”

—“না হে না, তোমার এই উৎকট সাহেবিয়ানা কোনো কাজের নয়। কালই আমরা দুজনে বিরূপাক্ষের সংগে কথা বলে’ সব ঠিকঠাক করে’ নেব।”

পরদিন দেবপদ জিতেন্দ্রের সামনেই বন্দ্যোপাধ্যায়মহাশয়ের কাছে প্রস্তাবটা পাড়লেন। বন্দ্যোপাধ্যায় বল্‌লেন—“চমৎকার, চমৎকার! এমন সুপাত্র পাওয়া তো আমার মতো গরিবের পক্ষে সৌভাগ্যের কথা, কিন্তু বেবি ওদিকে পণ করে’ বসেছে যে বি-এ পাশ না করে’ বিয়ে করবে না।”

দেবপদ টিপ্পনী কাটলেন—"বি-এ পাশ করার পর বিয়ে মানে? কুড়িতে বুড়ি হয়ে আবার কবে কোন মেয়ের বিয়ে হয়? তাছাড়া দরকার হ'লে জিতেন্দ্রই ওকে কলেজে পড়াবে এখন।"

অধ্যাপক বল্লেন—"হ্যাঁ, তাইতো। ও বেবি, বেবি মা!"

দেবপদ চেঁচিয়ে উঠ্লেন—"পাগল হয়েছ নাকি, ওকে আবার ডাকছো কেন?"

অধ্যাপক—"ওর মতটা—"

জিতেন্দ্র বল্ল—"ওঁকে আমি জিজ্ঞাসা করেছিলাম, উনি বল্লেন যে আপনিই ওঁর অভিভাবক।"

দেবপদ বল্লেন—"তাহ'লে এবার তোমার মতটা দিয়ে ফেল।"

অধ্যাপক বল্লেন—"সে-তো নিশ্চয়, সে তো নিশ্চয়—"

দেবপদ বল্লেন—"ব্যস, এবার আমি সব জোগাড়যন্ত্র করি, তোমার দ্বারা তো আর কোনো কাজ হবার নয়।"

বাড়ি ফিরবার পথে জিতেন্দ্র দেবপদকে বল্লে—"আমার ভাবী শ্বশুরেরও তো বিশেষ উৎসাহ দেখছি না।" তার কণ্ঠস্বর আহত আত্মাভিমানে ভারি।"

দেবপদ বল্লেন—"ওর আর কেউ নেই কিনা তাই তোমার প্রস্তাবটা সহসা ওকে একটু আঘাত দিয়েছে; দেখো, আস্তে আস্তে সয়ে যাবে।"

* * * * *

সত্যবতীর সংগে জিতেন্দ্রর বিবাহের আয়োজন চলতে লাগ্লো। বন্দ্যোপাধ্যায় মহাশয় নিজের কাগজ, বই প্রভৃতির খোলসের ভেতর নিজেকে গভীরভাবে আবৃত করে' রাখলেও দেবপদর ব্যস্ততার আর সীমা ছিল না। তাঁর প্রচণ্ড উৎসাহের ঢেউ সত্যবতীকেও যেন স্পর্শ

করলো, সে হেমলতার সাহচর্যে জিনিষপত্র কেনা ও কাপড় গয়না তৈয়ারি করানোর মধ্যে নিবিষ্ট হয়ে পড়লো। হেমলতাকে দেখে বুঝবার জো নেই যে তার মনে কোনো আফশোষ আছে, বন্ধুর সত্তার মধ্যে সে নিজেকে বিলীন করে' দিয়েছিল। সত্যবতী একদিন ম্লান হেসে বল্‌ল—"একেই বলে সব ভাল যার শেষ ভাল, না রে?"

বোধহয় অতিরিক্ত পরিশ্রমের ফলেই সত্যবতীর দুদিন ধরে' অল্প অল্প জ্বর হচ্ছিল। সেদিন জ্বরটা বেশি হওয়ায় সে শোবার ঘর থেকে বেরোয় নি। বন্দ্যোপাধ্যায় মহাশয় একাই বসে' চা খাচ্ছিলেন, এমন সময়ে জিতেন্দ্র আর দেবপদর সংগে অমরচন্দ্র এসে উপস্থিত হলেন। দেবপদ বল্‌লেন—"দেখ, কাকে নিয়ে এসেছি। ছোটনাগপুরের জংগলে বেশ একচোট গাছ গাছড়ার অনুসন্ধান করে' আজ এসে পৌছেছে।"

যথোচিত সম্ভাষণ বিনিময়ের পর অমরচন্দ্র জিজ্ঞাসা করলেন—"বেবিকে তো দেখছি না, সে কোথায়?"

বন্দ্যোপাধ্যায় বল্‌লেন—"ওর জ্বর হয়েছে, তাই শুয়ে আছে।"

অমরচন্দ্র বল্‌লেন—"তাহ'লে চলুন, ওর সংগে দেখা করে' আসি, ওর এতবড় সুসংবাদটা নিয়ে একটু অভিনন্দন জানাতে হবে তো!"

দেবপদ বল্‌লেন—"হ্যাঁ, হ্যাঁ, তাছাড়া হয়তো একটু ডাক্তারিও করে দিতে পারবে।"

প্রৌঢ় তিনজনে উঠে সত্যবতীর শোবার ঘরে গেলেন, জিতেন্দ্র যুবকোচিত সংকোচের কারণে একাই চায়ের টেবিলের সামনে বসে' রইলো।

সত্যবতী বিছানায় শুয়েছিল, তাঁদের ঢুকতে দেখে উঠে বসলো। অমরচন্দ্র হাসিমুখে কুশল জিজ্ঞাসা করেই হঠাৎ গম্ভীর হয়ে উঠলেন। খাটের পাশে ছোট টেবিলের ওপর রাখা একখানা কারুকার্যখচিত চীনে

মাটির টবে ঘনপুষ্পিত চারাগাছের দিকে চেয়ে জিজ্ঞাসা করলেন—"ওটা কোথায় পেলে ?"

সত্যবতী সচকিত হয়ে বলল—"এটা ? কেন বলুন তো ?"

—"আগে তুমি বল কোথায় পেয়েছ।"

হেমলতা চুপ করে' বসেছিল, সে অমরচন্দ্রের মুখের ভাব লক্ষ্য করে' সহসা দৃঢ়কণ্ঠে বল্‌ল—"গাছটা অলখনাথের পাঠানো উপহার বলে' বেবি দিনরাত নিজের কাছে রাখে। যে চাকর এটা দিয়ে গেছে, সে বলে' গেছে যে, 'কুমারজি দিনরাতের কোনো সময়ের জন্য এটাকে কাছ ছাড়া করতে বারণ করেছেন'।"

অমরচন্দ্র কঠিনভাবে জিজ্ঞাসা করলেন—"সত্যি ?"

সত্যবতী লজ্জায় মাথা নিচু করে বল্‌ল—"হ্যাঁ।"

অমরচন্দ্র নিঃশব্দে ঘর থেকে বেরিয়ে গেলেন, সংগে সংগে গেলেন দেবপদ এবং বন্দ্যোপাধ্যায়মহাশয়। সত্যবতী হেমলতার দিকে চেয়ে সভয়ে, সখেদে বল্‌ল—"কি করলি বল্‌তো ?"

হেমলতাও ভয় পেয়েছিল, তবু সে শক্ত হয়েই বল্‌ল—"কি জানি, ভালও করে' থাকতে পারি, মন্দও করে' থাকতে পারি, কিন্তু এই গোপনতার ভার আর সহ্য করতে পারছিলাম না।"

সত্যবতী বল্‌ল—"বাবাকে খুসী করবার জন্য এত কষ্ট করে' তাসের ঘর তৈরি করছিলাম, আর তুই তা এক ফুঁয়ে উড়িয়ে দিলি ?"

হেমলতা উত্তর দিল—"যতদিন শুধু তাসের ঘরই গড়ছিলি ততদিন কিছুই বলিনি, কিন্তু যখন দেখলাম যে পেছনের টান তুই কিছুতেই ছাড়তে পারছিস না তখন বুঝলাম যে পরে পস্তানোর চেয়ে এখনই এক ধাক্কায় মিথ্যার প্রাসাদ ভেঙে দেওয়া ভালো।"

* * * * *

বাইরে এসে অমরচন্দ্র নিম্নস্বরে বল্‌লেন—"গাছটা সাংঘাতিক বিষাক্ত, এবার আমি ছোটনাগপুরে ওরই বিষয় নিয়ে গবেষণা করছিলাম। ওটা দিনের বেলায় নিরুপদ্রব, কিন্তু রাত্রিতে ওর ভেতর থেকে কার্বন ডায়োক্সাইডের সংগে একরকম বিষ বেরোয় যাতে প্রথমে জ্বর হয় এবং তারপর ধীরে ধীরে যক্ষ্মার লক্ষণসমূহ দেখা যায়। এই গাছকে বন্য জাতিরা গঞ্চর বলে' জানে এবং এর বিষ অতি ধীরে ধীরে এবং অতি গোপনে কাজ করে বলে' গোপনহত্যার জন্য তারা এর ব্যবহার করে। সৌভাগ্যের বিষয় এই যে আমি এইবারে এই বিষের প্রতিষেধক আবিষ্কার করতে পেরেছি এবং সত্যবতীর ওপর এর প্রয়োগ খুব গোড়াগুড়িতে ধরতে পারলাম বলে' ওকে সারিয়ে তোলা সহজ হবে।"

অধ্যাপক এই কাহিনীর মাঝখানেই অস্ফুট একটা শব্দ করে' একটা চেয়ারে বসে' পড়েছিলেন। দেবপদ দাঁতে দাঁত চেপে বল্‌লেন—"শয়তান আর শয়তানী করবার জায়গা পেলে না! কচি মেয়েটার মাথা খেতে বসেছিল, অনেক কষ্টে উদ্ধার করলাম, আবার এখন খুন করার চেষ্টা!"

কলরব শুনে জিতেন্দ্র কাছে এগিয়ে এসেছিল, সে স্তম্ভিত হয়ে জিজ্ঞাসা করলো—"খুন?"

দেবপদ চেঁচিয়ে উঠলেন—"হ্যাঁ, হ্যাঁ, খুন নয়তো কি? ভয়ানক বিষাক্ত গাছ পাঠিয়ে দিয়ে দিনরাত্তির সেটাকে আঁকড়ে থাকতে বলা, খুন ছাড়া আর কি?"—তিনি উত্তেজিত হয়ে গালাগালি করতে লাগলেন, বন্দ্যোপাধ্যায় মহাশয় শিথিলদেহে চেয়ারে বসে বসে বলতে লাগলেন—"আহা থাম থাম, আহা শোনোনা একবার!"

অমরচন্দ্র ততক্ষণে চটপট নিজের ওষুধের বাক্স থেকে প্রয়োজনীয়

জিনিষ বার করে' নিয়ে ঘরের ভেতর গিয়ে হেমলতার সহায়তায় নিজের কাজ আরম্ভ করে' দিয়েছিলেন, খানিক পরে বেরিয়ে এসে বল্‌লেন—"ভাগ্যিস এক রোগী দেখতে যাবার কথা ছিল বলে' ওষুধের বাক্সটা সংগে করে' এনেছিলাম।"

তারপর তিনি সবাইকে সরে' যাবার জন্য ইংগিত করে' বল্‌লেন—"দেখলাম একমাত্র হেমলতা ছাড়া কেউ রোগীর সামনে ব্যবহার করতে জানে না। বিশেষ করে' অধ্যাপককে লক্ষ্য করে' বল্‌লেন—"যদি আপনার ক্ষমতায় থাকে তো এক পেয়ালা চা খাওয়ান তো আমাকে।"

একরকম জোর করেই তিনি সকলকে ঠেলে নিয়ে উঠোনের চায়ের জায়গায় চলে' এলেন।

দেবপদ বল্‌লেন—"কিন্তু ব্যাপারটাকে তো এখানে ছেড়ে দেওয়া উচিত নয়, এখনই আমি পুলিশে খবর দেব গিয়ে।"

অধ্যাপক বল্‌লেন—"কিন্তু শোনো—"

অমরচন্দ্র বল্‌লেন—"প্রমাণ সংগ্রহ না করে' পুলিশে খবর দিয়েই বা লাভ কি?"

দেবপদ—"কেন, বিষাক্ত গাছ পাঠানোই কি যথেষ্ট প্রমাণ নয়?"

অমরনাথ বল্‌লেন—"বিষাক্ত গাছ যে অলখনাথই পাঠিয়েছিল তার প্রমাণ কি? তার চাকর এনেছিল বই তো নয়?"

—"চাকরের স্বার্থ কি?"

—"অলখনাথেরই বা স্বার্থ কি? সে তো আর বেবিকে বিয়ে করতে চায়নি।"

অধ্যাপক আবার বল্‌লেন—"কিন্তু শোনো—"

দেবপদ তাঁর কথা চাপা দিয়ে বল্‌লেন—"সেইজন্যই তো আমার সন্দেহ আরো বেশি। এ-কথা আমি এখনও বাজি ফেলে বলতে

পারি যে বেবির প্রতি ওর একটা মোহ জন্মেছিল এবং হয়তো মনে মনে তাকে অন্যায়ভাবে আয়ত্ত করার ইচ্ছাও ছিল, এখন তার বিয়ের খবর পেয়ে হিংসা ও আক্রোশে বিষ পাঠিয়ে দিয়েছে।"

জিতেন্দ্র প্রশ্ন করলো—"কিন্তু সত্যবতীদেবী টবটা নিলেন কেন ?"

দেবপদ—"তা বাবার প্রিয় ছাত্র একটা ফুলগাছ পাঠিয়েছে—"

—"কিন্তু টবের কথাটা গোপন রেখে প্রেরকের অনুজ্ঞা অক্ষরে অক্ষরে পালন করার কারণ ?"

অমরচন্দ্র বল্লেন—"কাজেই বুঝে দেখ, ব্যাপারটা ওপর ওপর যতটা সরল বলে' মনে হচ্ছে ততটা নয়। যা প্রমাণ পেয়েছ তা যে শুধু অলখনাথের বিরুদ্ধে কিছু করার পক্ষেই যথেষ্ট নয় তাই নয়, এখন সহসা কিছু করতে গেলে তোমাদের পারিবারিক ইজ্জতের হানি হওয়ার প্রচুর সম্ভাবনা।"

জিতেন্দ্র বল্ল—"তাহ'লে ব্যাপারটার অনুসন্ধান করার জন্য ডিটেক্‌টিভ্‌ লাগানো দরকার।"

অমরচন্দ্র বল্লেন—"কিন্তু মনে রেখো যে ওইসব জমিদারী ব্যাপারের মধ্যে ঢুকে কাজ হাসিল করার চেষ্টা ভয়ানক বিপজ্জনক।"

দেবপদ বল্লেন—"আমার বন্ধু নরেন্দ্রনাথ অধিকারী খুব ভালো ডিটেক্‌টিভ্‌, তাকে নিয়ে আমি নিজেই যাব। আমার অত ভয়ডর নেই।"

জিতেন্দ্র বল্ল—"যদি কিছু না মনে করেন তো আমিও যেতে চাই, মনে হয় যে আইনের ব্যাপারগুলো আমিই বেশি বুঝতে পারব।"

কয়েকদিনের মধ্যে দেবপদ, নরেন্দ্র আর জিতেন্দ্র কয়েকজন সশস্ত্র রক্ষী নিয়ে বিষণগড়ের অভিমুখে রওয়ানা হ'লেন। ঠিক হ'ল যে তাঁরা শিকারের অছিলায় বিষণগড়ের নিকটবর্তী সাতগাঁওয়ের ডাকবাংলায়

গিয়ে উঠবেন, তারপর যেমন সংবাদ সংগ্রহ করা যাবে সেই অনুযায়ী কাজ অগ্রসর হবে।

সত্যবতীর চিকিৎসার সুবিধার জন্য অমরচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায় মহাশয়ের বাড়িতে এসে রইলেন।

* * * * *

সত্যবতীকে শান্ত হয়ে' ঘুমোতে দেখে অমরচন্দ্র বারান্দায় এসে নিচের রাস্তার দিকে তাকিয়ে সময় কাটাচ্ছিলেন, সহসা ঘর থেকে তীব্র চিৎকার এল—"না, না, মামাবাবু, মামাবাবু, থামো, থামো!"

ছুটে ঘরের ভেতর গিয়ে দেখলেন সত্যবতী ঘর্মাক্তকলেবরে খাটের ওপর উঠে বসেছে, তার মুখ শাদা, চোখের দৃষ্টি অসংবদ্ধ। অনেক কষ্টে শান্ত করে' শুইয়ে দেবার পর সে জিজ্ঞাসা করলো—"বাবা কোথায়?"

—"তোমার বাবা কলেজে গেছেন।"

—"জ্যাঠামশাই, আমি স্বপ্ন দেখেছি।"

—"কি এমন স্বপ্ন দেখলে যে এত চিৎকার করতে হ'ল?"

—"আমি দেখলাম যে অলখনাথ রাস্তার ধারে পড়ে' 'সত্যবতী, সত্যবতী' বলে' কাঁদছে আর প্রকাণ্ড একটা হাতী তাকে পায়ের তলায় পিষে মেরে ফেলবার জন্য এগিয়ে আসছে। হাতীর পিঠে বসে' মামাবাবু তার দিকে বন্দুকের লক্ষ্য করছেন।"

—"দূর পাগলি, জ্বরের ঘোরে কি না কি দেখেছিস তাতে এত ভয় পেতে হয় না।"

—"না জ্যাঠামশাই, আমার জ্বর তো আর নেই, তবে এমন দেখলাম কেন?"

অমরচন্দ্রকে নিরুত্তর দেখে সত্যবতী নিজেই জিজ্ঞাসা করলো—"আচ্ছা, জ্যাঠামশাই, আপনি কি এসব কথা বিশ্বাস করেন?"

—"কি সব কথা ?"

– "এই যে অলখবাবু আমাকে মারবার জন্য বিষ পাঠিয়েছেন ?"

—"বিশ্বাস করা সহজ নয় বলেই তো ভালো করে' অনুসন্ধান করানোর জন্য এত ব্যস্ত হয়েছিলাম।"

—"কিন্তু যাঁরা অনুসন্ধান করছেন তাঁরা সবাই তো আগে থেকে দোষী সাব্যস্ত করে' রেখেছেন, প্রমাণও এবার তৈরি করে' ফেলবেন।"

—"তাহ'লে তুমি কি চাও ?"

—"আমি বলি যে আপনি আমাকে নিয়ে চলুন, আমরাও দুজনে মিলে অনুসন্ধান করি।"

অমরচন্দ্র হেসে উড়িয়ে দেবার চেষ্টা করলেন—"তুমি আর আমি ? এক থুখুড়ে বুড়ো আর এক রোগিণী তরুণী ; তা মজা মন্দ হবে না।"

—"মোটেই আপনি থুথুড়ে বুড়ো নন্ আর আমিও আর এখন অসুস্থ নই, আপনার ওষুধে আমার অসুখ অর্ধেক ভালো হয়ে গেছে। তাছাড়া আমার দৃঢ় বিশ্বাস যে অলখনাথের হয়তো কোনো বিপদ হয়েছে, ওঁকেও হয়তো কেউ হত্যা করবার চেষ্টা করছে, আমরা এখনই গিয়ে না পড়লে ওঁকে হয়তো আর বাঁচানো যাবে না।"—সত্যবতী কাঁদতে লাগলো।

অমরচন্দ্র অনেক বুঝিয়েও তাকে শান্ত করতে পারলেন না, শেষে আবার জ্বর আসার ভয়ে সান্ত্বনার ছলে বললেন—"আচ্ছা, তুমি কেঁদো না, আমি যাব।"

—"নিশ্চয় যাবেন ?"

—"যাব, যদি তুমি প্রতিজ্ঞা কর যে আর কান্নাকাটি করবে না, নাহ'লে তোমার আবার অসুখ করবে।"

—তাহ'লে আপনার বাক্স গুছিয়ে দিই ?"

—"দূর পাগলি, সে আমি নিজেই পারব।"

তবু সত্যবতী বিছানা থেকে উঠে পড়ে' তাঁর বিছানাপত্র গুছিয়ে দিতে লাগলো। সংগে ওষুধের বাক্সটা দিতে ভুললো না, বলল—"জ্যাঠামশাই, আমার মনে হয় এটা আপনার কাজে লাগবে।"

বন্দ্যোপাধ্যায়মহাশয় বাড়ি এসে সত্যবতীর পরিকল্পনাটী শুনে শিশুর মতো আনন্দিত হয়ে' উঠলেন, বললেন—"বেশ, বেশ, আমার মনে হয় সেটা খুব ভালো হবে।"

নিরুপায় অমরচন্দ্র অদৃষ্টের বিধান মাথা পেতে নিলেন। তিনি ঠিক করলেন প্রথমে ধানবাদে গিয়ে তাঁর প্রাক্তন ছাত্র ডাক্তার বিনয়কান্তি সেনের বাড়িতে উঠবেন। তারপর, কারো যাতে সন্দেহের উদ্রেক না হয় সেইভাবে বিষণগড়ে প্রবেশ করবেন।

সত্যবতী সমস্ত ব্যাপারের আলোচনায় সক্রিয় অংশ গ্রহণ করলো, নিজেই অমরচন্দ্রের নামে বিনয়কান্তিকে টেলিগ্রাম করিয়ে দিল এবং শেষ পর্যন্ত ঠিকাগাড়ি ডাকিয়ে, মালপত্র চাপিয়ে অমরচন্দ্রকে রওয়ানা করিয়ে দিল।

* * * * *

নবীন ডাক্তার বিনয়কান্তির বাবা অভয়কান্তি সেন ধানবাদে ওকালতি করেন। তাঁরই পসার ও বাড়ির দৌলতে বিনয় তার প্র্যাক্‌টিস্ জমাবার চেষ্টা করছে। এর বাড়িতে বসে অমরচন্দ্র বিষণগড়ে যাবার কথা চিন্তা করছিলেন এমন সময়ে একটা পুষপুষ থেকে নেমে সত্যবতী ঘরে ঢুকলো। তাঁর অবাকদৃষ্টির উত্তরে সে বলল—"জ্যাঠা-মশাই, আমার মন এত খারাপ হয়ে গেল যে আমি আর কিছুতে থাকতে পারলাম না, বাবাকে একটা চিঠি লিখে রেখে চুপি চুপি চলে' এলাম।"

অমরচন্দ্র কি বলবেন ভেবে পাওয়ার আগেই সে আবার বল্‌ল—"আপনার কাছে তো ওষুধপত্র আছে, মাঝে মাঝে আমাকে একটু করে' খাইয়ে দেবেন এখন।

* * * * *

বিরূপাক্ষবন্দ্যোপাধ্যায় কলেজ থেকে ফিরে এসে সত্যবতীকে দেখতে না পেয়ে এ-ঘর ও-ঘর ঘোরাঘুরি করছেন এমন সময়ে চাকর হরি এসে তাঁর হাতে একখানা চিঠি দিল। চিঠিখানা সত্যবতীর লেখা।

—"বাবা,

আমি জ্যাঠামশায়ের সংগে চল্‌লাম। তুমি কিছু ভেবোনা, কয়েকদিনের মধ্যে নিশ্চয়ই ফিরে আসবো। ইতি।

তোমার আদরের বেবি।"

অধ্যাপক প্রথমে অভ্যাসমত বল্‌লেন—"তাইতো, তাইতো!" তারপর তাঁর চোখ দিয়ে জল পড়তে লাগলো। খানিক পরে চোখের জলের মধ্যে দিয়ে মুখের ওপর যে ভাব ফুটে উঠলো তার মধ্যে কাতরতার সংগে কন্যার প্রতি প্রশংসার ভাব যে মেশানো নেই তা নয়।

পরদিন অমরচন্দ্রের টেলিগ্রাম পেয়ে তিনি জানতে পারলেন যে সত্যবতী তাঁর তত্ত্বাবধানে নিরাপদ আছে।

বীরগঞ্জ থেকে বিষণগড়ে যাওয়ার পথের মাঝখানে তার সংগে সাতগাঁওয়ের রাস্তা এসে মিশেছে। এই মোড়ের মাথায় অওধনাথ তাঁর দলবল নিয়ে অপেক্ষা করতে লাগলেন। অলখনাথের পাল্কি পাশের চৌকিঘরে নিয়ে রাখা হ'ল, পাশে দামড়ি ও দরজায় দুজন লাঠিয়াল দারোয়ান।

জটাজুটাবৃত, রুদ্রাক্ষভূষিত, গেরুয়াধারী একজন সন্ন্যাসী এসে অওধনাথের সামনে দাঁড়িয়ে তাঁকে আশীর্বাদ করলেন। অওধনাথ ঘোড়ার থেকে নেমে তাঁকে অভিবাদন করলে পর তিনি বল্লেন—"শুনেছি রাজকুমার অসুস্থ, আমি জড়িবুটির ঔষধে সিদ্ধ, অনুমতি পেলে আরোগ্য করতে চেষ্টা করব।"

অওধনাথ বল্লেন—"আপনার দয়ায় আমার বিশেষ প্রয়োজন আছে, আপনি যদি অনুগ্রহ করে' কয়েক ঘণ্টা অপেক্ষা করেন তবে কুমারের বিবাহ সমাধা করে' তাকে আপনার চিকিৎসাধীন করে' দেব।"

সন্ন্যাসী বল্লেন—"মনে হয় আপনি কোনো কিছুর জন্য অপেক্ষা করছেন, ততক্ষণ কুমারকে একবার দেখতে পারি কি ?"

অওধনাথ - "ক্ষমা করবেন, কিন্তু গ্রহদোষে আজ আমার চারিদিকে শত্রু, তাই বিবাহ সমাপ্ত না হওয়া পর্যন্ত কোনো অপরিচিত ব্যক্তিকে তার কাছে যেতে দেওয়ায় বাধা আছে।"

—"দেরি হ'লে কুমারের প্রাণসংশয় হ'তে পারে।"

—"যে প্রাণ রোগে ভুগে একবৎসর টিকে আছে সে আরো কয়েক ঘণ্টা থাকতে পারবে বলে' আমার বিশ্বাস। আপনি রাজবাড়ীতে গিয়ে

আমার জন্য অপেক্ষা করুন, কয়েক ঘণ্টার পরই আমি কুমারকে নিয়ে গিয়ে আপনার হাতে সমর্পণ করবো।"

সন্ন্যাসী তখন রাজবাড়ির অভিমুখে কিছুদূর অগ্রসর হয়ে' পথ থেকে নেমে বনের ধারে এক গাছের তলায় উপবিষ্টা এক তরুণীর সম্মুখে গিয়ে উপস্থিত হ'লেন। তরুণী গৈরিকধারিণী। সে ব্যস্ত হয়ে' জিজ্ঞাসা করলো—"কি হ'ল ?"

অমরচন্দ্র বল্‌লেন—"অলখনাথের অসুখের কথা বাস্তবিকই সত্য, কিন্তু তার চেয়ে আরো দুঃখের কথা—এই যে আজ রাত্রে তার বিয়ে হয়ে যাচ্ছে।"

—"চিকিৎসার ব্যবস্থা কিছু করতে পারলেন ?"

—"তা হয়তো পারা যাবে, কিন্তু আমার আর কোনো উৎসাহ নেই।"

রাগে সত্যবতীর ওষ্ঠাধর স্ফুরিত হ'ল—"ছি জ্যাঠামশাই! এমন ছোট কথাটা আপনি কি করে' বল্‌লেন ? আপনি চিকিৎসক নন ? মানুষের প্রাণ রক্ষা করা আপনার কর্তব্য নয় ? তাছাড়া ওরা হয়তো অসুস্থ অলখকে জোর করে' ধরে' বিয়ে দিচ্ছে, আপনি ওকে রক্ষা করবার চেষ্টা করতে পারেন।"

অমরচন্দ্র বল্‌লেন—"অবস্থা দেখে আমারও অনেকটা সেই রকমেরই সন্দেহ হ'ল, আমাকে রোগীর ত্রিসীমানাতেও ঘেঁষতে দিল না।"

—"আপনি আবার যান, আবার চেষ্টা করে' দেখুন।"

—"এই সন্ধ্যার সময়ে, তোমাকে একা ফেলে ?"

—"আমার জন্য ভাববেন না, আপনি তাড়াতাড়ি চলে' যান, কোনো সুবিধা করতে পারলে এসে আমাকে নিয়ে যাবেন। আমি ততক্ষণ এই গাছের তলায় চুপ করে' অপেক্ষা করবো।"

—"যদি বাঘটাঘ—"

—"না, ভয় পাবেন না, ওই দেখুন বস্তির আলো দেখা যাচ্ছে, দরকার হ'লে ওখানেই গিয়ে উঠতে পারব। যান, আর দেরি করবেন না।"

অমরচন্দ্রকে হন্ হন্ করে' চৌকিঘরের দিকে অগ্রসর হ'তে দেখে একজন দারোয়ান—"কোথায় যাচ্ছেন, সাধুজি?"—বলে' ডাক দিল। অমরচন্দ্র তার কথার কোনো উত্তর না দিয়ে এগিয়ে চল্‌লেন, ভাবলেন কোনক্রমে অলখনাথের কানে শোনার গণ্ডীর মধ্যে পৌঁছে যেতে পারলে উদ্দেশ্যসাধন সহজ হবে। কিন্তু সেই ভোজপুরী দারোয়ান জোরে শীষ দিয়ে দু'জন বরকন্দাজের দৃষ্টি আকর্ষণ করলো এবং সকলে মিলে তাঁকে ঘেরাও করে' তাঁর রাস্তা বন্ধ করে ফেল্‌লো।

একজন বল্‌ল—"সাধুজি, কুমারের কাছে যাবার চেষ্টা করবেন না।"

অমরচন্দ্র বল্‌লেন—"একটা মাত্র কথা বলবো।"

—"পরে বল্‌বেন সাধুজি, এখন হুকুম নেই।"

—"তবে আমাকে যেতে দাও।"

দারোয়ানরা পথ ছেড়ে দিল। ফিরবার পথে পা বাড়িয়ে অমরচন্দ্রের মনে হ'ল—সত্যবতী কি বলবে? তিনি কিছুটা ঘুরে আবার অন্যদিক দিয়ে অগ্রসর হ'তে চেষ্টা করলেন। কিন্তু বৃদ্ধ অমরচন্দ্র কি করে' শিক্ষিত পাইকবরকন্দাজের দৃষ্টি এড়াতে পারবেন? আবার দারোয়ানেরা তাঁকে ঘেরাও করলো। পরণে গৈরিক না থাকলে এবার তিনি মারাই যেতেন। দারোয়ান বরকন্দাজদের তাঁকে নজরবন্দী করে' রাখার জন্য হুকুম দিল।

অমরচন্দ্র বল্‌লেন—"আমাকে যেতে দাও, আমি সত্য সত্যই আর আসবার চেষ্টা করবো না।"

বরকন্দাজ হাত জোড় করে' বল্‌ল—"দোহাই বাবাজি এমন কথা বলবেন না। আপনি যদি ছাড়া পেয়ে কোনোরকমে চৌকিঘরে গিয়ে উঠতে পারেন তবে রাজাবাহাদুর আমাদের সবাইকে কোতল করবেন।"

একজন জনান্তিকে বক্রোক্তি করলো—"এমন ভেক্‌ধরা সাধু অনেক দেখেছি ; বেটা সাধু নয় আরো কিছু ! ও বীরগঞ্জের চর।"

ঠিক এই সময়ে সাতগাঁওয়ের পথ বেয়ে বরযাত্রীর দল এসে বীরগঞ্জের পথে উঠলো। অওধের লাঠিয়াল ও বরকন্দাজ মারমার শব্দে তাদের ওপর গিয়ে পড়লো। হুংকার, আর্তনাদ আর লাঠির শব্দে চারিদিক ধ্বনিত হয়ে উঠলো। কিছুক্ষণের মধ্যে অওধসিংহের শক্তিশালী দল বরযাত্রীদের ছত্রভংগ করে দিল। বরের পাল্কি নিয়ে বাহকেরা আগেই সাতগাঁওয়ের দিকে ফিরে পালিয়েছিল, অন্যান্য লোকজনও সেদিকেই পালাতে লাগলো। বিজয়ী অওধনাথ তাঁর দলবলকে বীরগঞ্জের দিকে অগ্রসর হ'তে হুকুম দিলেন।

অমরচন্দ্র তাঁর রক্ষকদের বল্‌লেন—এবার আমি যাই।"

—"আর একটু সবুর করুন, সাদীর পরে আপনাকে কুমারের কাছে নিয়ে যাওয়া হবে।"

অমরচন্দ্র ততক্ষণে সত্যবতীর জন্য ব্যাকুল হয়ে' পড়েছিলেন, তিনি বল্‌লেন—"না না, আর কুমারের কাছে যাবার দরকার নেই।"

দারোয়ান সন্দিগ্ধ ভাবে বল্‌ল—"একটু আগে বলছিলেন ভীষণ দরকার আর যেই লড়াই খতম হয়ে গেল অমনি আর দরকার নেই ?"

পূর্বোক্ত লোকটি আবার বক্রোক্তি করলো—"বলেছিলাম বীরগঞ্জের লোক ; ভেস্তা দিতে এসেছিল এখন হেরে গিয়ে পালাতে চায় !"

অমরচন্দ্র বল্‌লেন—"আমার মেয়ে বনের মধ্যে—"

দারোয়ান ধমক দিয়ে উঠলো—"চোপরও! আবার ফিকির বার করছ?"

* * * * *

চৌকিঘরের ভেতর থেকে মারামারির শব্দ শুনতে পেলেও অসুস্থ অলখ বেশি কৌতূহল প্রকাশ করেনি। তারপর, বীরগঞ্জের পথে অগ্রসর হ'তে হ'তে সে দামড়িকে জিজ্ঞাসা করলো—"আমরা কি কলকাতায় যাচ্ছি?"

দামড়ি বল্‌ল—"না, আমরা বীরগঞ্জে যাচ্ছি।"

—"বীরগঞ্জে কেন?"

—"চন্দ্রমুখীদেবীর সংগে আপনার সাদী হবে বলে'।"

—"আমি তো চন্দ্রমুখীকে বিয়ে করবো না, আমি সত্যবতীকে বিয়ে করবো।"

—"হ্যাঁ, সেও ঠিক, সত্যবতীদেবীর সংগে আপনার কলকাতায় দুসরী সাদী হবে।"

অলখনাথ চমকে উঠে বল্‌ল—"তা হ'তে পারে না দামড়ি, বুঝলে? আমার শুধু একটা সাদী হবে, সত্যবতীদেবীর সংগে।"

—"তা কি করে' হবে হুজুর, সত্যবতীদেবী তো পাটরানি হতে পারবেন না।"

অলখ ততক্ষণে উত্তেজিত হয়ে উঠেছে, সে বল্‌ল—"রানিটানি আমি জানি না, আমাকে এখন এই পাল্কি থেকে বেরোতে দাও তো!"

—"হুজুর, আপনি দুর্বল, বেরিয়ে আপনি চলতে পারবেন না।"

—"কত টাকা পেলে আমাকে বেরোতে দেবে?"—দামড়ির অর্থগৃধ্নু স্বভাবের কথা অলখ কিছু কিছু জানতো।

—"হুজুর, আপনাকে ছেড়ে দিলে এখন আপনি মারা পড়বেন,

তাই আপনাকে বেরোতে দিতে আমি পারবো না, কিন্তু অন্য একটা রাস্তা আপনাকে বাত্‌লে দিতে পারি।"

—"কি রাস্তা ?"

—"তার জন্যে বখশীষ দিতে ভুলবেননাতো হুজুর ?"

—"না না !—অধৈর্য অলখনাথ তার হাতে একটা দশটাকার নোট গুঁজে দিল।

—"আর এতে আমার বিপদ হ'লে আমাকে বাঁচাবেন তো ?

"হ্যাঁ, হ্যাঁ, আমি তোমার কোনো অনিষ্ট হ'তে দেব না, এখন আসল কথাটা আমাকে বল দেখি ?"

"আমি খবর পেয়েছি যে আপনার বাবা দাংগাবাজি করতে যাচ্ছেন এই খবর দিয়ে দুধনাথজি তাঁর বাড়িতে পুলিশ সাহেবকে আনিয়েছেন, আপনি তাঁর কাছে নালিশ করে' দেবেন যে দুধনাথজি সত্যবতীদেবীকে বিষ দিয়ে হত্যা করবার চেষ্টা করেছেন।"

—"মিথ্যা নালিশ ?"

—মিথ্যা নয়, আমি সাক্ষী আছি আর আরো প্রমাণ দেব।"

—"বিষ ! তাহ'লে সত্যবতীকে বিষ দেওয়া হয়েছে ? সে বেঁচে আছে তো ?"

—"যে বিষ তাঁকে দেওয়া হয়েছে, তাতে মানুষের মরতে এক বছরের বেশি সময় লাগে।"

—"কিন্তু আমি তাকে কি করে' বাঁচাবো ?"—অলখনাথ ব্যাকুল হয়ে পড়লো।

—"আপনার বাবা যখন শুনবেন যে দুধনাথজি খুনী আসামী, তখন তিনি চন্দ্রমুখীদেবীর সংগে আপনার বিয়ে বন্ধ করে' দেবেন আর আপনাকে দাওয়াই করাবার জন্য কলকাতায় নিয়ে যাবেন।"

"তা হবে না, তুমি আমার বাবাকে জান না, তিনি তবু চন্দ্রমুখীর সংগে আমার বিয়ে দেবেন।"

* * * * *

অওধনাথ সদলবলে দুধনাথ চৌধুরীর প্রাসাদের সামনে উপস্থিত হ'লে তিনি স্বয়ং হাত জোড় করে' বেরিয়ে এলেন, গলবস্ত্র হয়ে অনুনয়ের সুরে বল্লেন "আসুন, আসুন, আমার কন্যার বিবাহে মিষ্টান্ন ভোজন করুন, তাকে আশীর্বাদ করুন॥"

অওধনাথ বজ্রকণ্ঠে বল্লেন "এ রসিকতার অর্থ কি?"

বিনয়ে মাটিতে প্রায় লুটিয়ে পড়ে' দুধনাথ বল্লেন "রসিকতা নয়, বিষণগড়ের রাজার সংগে রসিকতা করার সাহস আমার নেই, কিন্তু আজকে শুভমুহূর্তে এসে পড়েছেন বলে' অতি আদরে নিমন্ত্রণ করছি।"

"নিমন্ত্রণ তুমি করনি, আমি নিজে এসেছি, কিন্তু এবার তোমার কন্যাকে প্রস্তুত কর, আমার পুত্রের সংগে তার বিবাহের লগ্ন উপস্থিতপ্রায়।"

দুধনাথ বল্লেন "রাজপুতানার জগদেওগড়ের কুমারের সংগে আমার কন্যার বিবাহ হয়ে গেছে আজ দ্বিপ্রহরের লগ্নে।"

"মিথ্যা কথা! এইমাত্র বর ও বরযাত্রীদের সাতগাঁওয়ের পথে ফেরৎ পাঠিয়ে আমি আসছি।"

"আপনি যা ফেরৎ পাঠিয়েছেন সেটা বরের খালি পাল্কি। বর সকাল থেকে লুকিয়ে এসে এখানে অপেক্ষা করছিল, দ্বিপ্রহরে বিবাহ হয়ে গেছে।"

অওধনাথ গর্জন করে' উঠলেন "বেইমান, নিমকহারাম!" তারপর পাইক ও বরকন্দাজদের দিকে তাকিয়ে বোধহয় কোনো হুকুম দিতে যাচ্ছিলেন এই সময়ে জিলার পুলিশ সুপারিন্টেণ্ডেণ্ট মিঃ পার্কিন সামনে

এসে দাঁড়িয়ে বল্‌লেন "যদি ভালো চান তো শান্তিরক্ষা করে' ফিরে যান। আমি অনেকক্ষণ ধরে' আপনার দাংগাবাজি লক্ষ্য করছি, আমার সংগে যথেষ্ট লোকজনও আছে, অন্য কেউ হ'লে এতক্ষণে গ্রেপ্তার করতাম কেবল আপনি মহামান্য ব্যক্তি বলে' কিছু বলিনি, কিন্তু এখন যদি ফিরে না যান তবে পরিণামের জন্য দুঃখিত হতে হবে।"

সহসা অলখনাথ টল্‌তে টল্‌তে এগিয়ে এসে মিঃ পাকিনকে সম্বোধন করে' বল্‌ল—"আমার একটা অভিযোগ আছে। দুধনাথ চৌধুরী কলিকাতার অধ্যাপক বিরূপাক্ষ বন্দ্যোপাধ্যায়ের কন্যা সত্যবতীদেবীকে হত্যা করবার জন্য বিষপ্রয়োগ করেছেন।"

দুধনাথ চিৎকার করে' উঠ্‌লেন—"মিথ্যা কথা! কে সত্যবতী, তার কথা আমি কিছুই জানি না!"

অমরচন্দ্র বরকন্দাজদের হাত ছাড়িয়ে হাঁপাতে হাঁপাতে ছুটে এসে বল্‌লেন—"সত্যবতী অন্ধকারে বনের মধ্যে অপেক্ষা করছে, তাকে আনুন, শিগ্‌গির, শিগ্‌গির!"

সাতগাঁওয়ের ডাকবাংলা থেকে দেবপদ, জিতেন্দ্র ও নরেন্দ্রনাথ মিঃ পার্কিনের সংগ নিয়েছিলেন, তাঁরা একসংগে চেঁচিয়ে উঠলেন।

দেবপদ বল্‌লেন—"সত্যবতী এখানে!"

জিতেন্দ্র বল্‌ল—"কোথায় আছেন তিনি?"

নরেন্দ্রনাথ বল্‌লেন—"ব্যাপার অত্যন্ত জটিল হয়ে' উঠলো।"

দেবপদ আবার মিঃ পার্কিনকে উদ্দেশ করে' বল্‌লেন—"আমরা কিন্তু কুমার অলখনাথকেই সত্যবতীকে বিষ দেওয়ার ব্যাপারে সন্দেহ করছি।"

অলখনাথ অজ্ঞান হয়ে' পড়লো। অওধনাথ সন্ন্যাসিবেশী অমরচন্দ্রের সামনে এসে হাত জোড় করে' বল্‌লেন—"আগে আপনাকে ফিরিয়ে

দিয়ে আমার অপরাধ হয়েছিল সাধুজি, এখন দয়া করে' আমার ছেলের প্রাণ বাঁচান।"

*　　　　*　　　　*　　　　*

মিঃ পার্কিন এই উন্মত্ত দৃশ্যের মধ্যে শৃংখলা স্থাপন করলেন। প্রথমে তিনি দেবপদ, জিতেন্দ্র ও নরেন্দ্রের সংগে লোকজন এবং আলো দিয়ে সত্যবতীকে আনতে পাঠালেন। তারপর অমরচন্দ্রকে অলখনাথের অবস্থা পরীক্ষা করে' সম্ভব মতো তার চিকিৎসার ব্যবস্থা করতে অনুরোধ করলেন।

অমরচন্দ্র দেখলেন অলখের দেহে তখনও প্রাণ আছে, তিনি প্রাথমিক কিছু কিছু ব্যবস্থা করে' বল্‌লেন—"একে তাড়াতাড়ি নিজের বাড়িতে নিয়ে চিকিৎসা করালে এখনও আশা আছে।"

অওধনাথকে এদের নিয়ে বিষণগড়ে যাওয়ার অনুমতি দিয়ে মিঃ পার্কিন দুধনাথের দিকে দৃষ্টি ফেরালেন। কিন্তু কোথায় দুধনাথ?

ততক্ষণে দুধনাথ চৌধুরী সকলের অমনোযোগিতার সুযোগ নিয়ে এক-পা এক-পা করে' বাইরে গিয়ে একটা ঘোড়ায় চড়ে' পালাবার পথ খুঁজছেন! কিন্তু দামড়ির প্রতিশোধেচ্ছু দৃষ্টি তিনি এড়াতে পারেন নি। সে তাঁর অনুসরণ করে' বাইরে এলো এবং তিনি ঘোড়ায় চড়ে' বসবামাত্র অগ্রসর হয়ে লাগাম ধরে' ফেলে বল্‌ল—"এই নফরকে ইয়াদ আছে হুজুর?"

দুধনাথ বিব্রত হয়ে বল্‌লেন—"তোমার পাওনা মিটিয়ে দিচ্ছি, পথ ছাড়।"—জেব থেকে একটা দশ টাকার নোট বের করে' তিনি ছুঁড়ে ফেলে দিলেন।

দামড়ি এক হাতে সেটা লুফে নিয়ে ট্যাঁকে গুঁজতে গুঁজতে বল্‌ল—"একটা তালুক দেবার কথা বলেছিলাম হুজুর।"

—"তালুক আমি ফিরে এসে দেব !"

—"ফিরেই যদি আসতে পারবেন তবে এখন পালাবেন কেন? পাওনাগণ্ডা না মিটিয়ে এখন আর আপনি যেতে পারবেন না।"

অধৈর্য, ভয়কাতর দুধনাথ দামড়ির মুখের ওপর সপাং করে' চাবুকের এক ঘা বসিয়ে দিয়ে ঘোড়া ছুটিয়ে দিলেন।

—"হায় বাপ !"—চিৎকার করে' দুহাতে মুখ ঢেকে দামড়ি মাটিতে বসে' পড়লো।

তার চিৎকারে সচেতন হয়ে আসপাশের প্রহরারত সিপাইদের মধ্যে জনকতক দুধনাথের অনুসরণ করলো। দুধনাথ পালাবার তাগিদের সামনে যে ঘোড়া দেখতে পেয়েছিলেন তাতেই চড়ে' পড়েছিলেন। বিপদের সময়ে এখন সেই অচেনা ঘোড়া তাঁর সহায়তা করলো না। তিনি কিছুদূর যেতে-না-যেতে অনুসরণকারী ঘোড়সওয়ারেরা অতি দ্রুতবেগে ঘোড়া ছুটিয়ে এসে তাঁকে ঘেরাও করে' ফেল্‌লো। দুধনাথ পাগলের মতো চারিদিকে চাবুক চালাতে লাগলেন, কিন্তু অতগুলি লোকের বিরুদ্ধে একা পেরে উঠলেন না। সিপাইরা তাঁকে বন্দী করে' পার্কিন সাহেবের কাছে নিয়ে গেল।

মিঃ পার্কিন জিজ্ঞাসা করলেন—"কি চৌধুরীজী, অভিযোগের জবাবদিহি করতে পারবেন না বলে' পালিয়ে যাচ্ছিলেন নাকি ?"

দুধনাথ কৃত্রিম গর্বের সংগে উত্তর দিলেন—"অপোগণ্ড বালক বিকারের ঘোরে কি বলেছে না বলেছে তার জোরে আপনি আমাকে অভিযুক্ত করতে পারবেন না।"

—"তাই যদি হবে তো খুনী আসামীর মতো পালাচ্ছিলেন কেন, আর ওই লোকটিকে এমনভাবে আঘাতই বা করলেন কেন ?"

অর্ধমূর্ছিত দামড়িকে বরকন্দাজেরা ধরাধরি করে' ভেতরে এনেছিল, মিঃ পার্কিন সেইদিকে অঙ্গুলিনির্দেশ করলেন।

বরকন্দাজদের হাবিলদার সেলাম করে' বল্‌ল—"শুধু তাই নয় হুজুর, এর চিৎকার শুনে আমাদের মধ্যে যারা গিয়ে চৌধুরীজীকে ঘেরাও করেছিল তাদের মধ্যেও অনেকেই জখম হয়েছে।"

মিঃ পার্কিন বল্‌লেন—"অন্যথা আপনাকে যদি বা সন্দেহ না-ও করতাম, আপনার এই ব্যবহারে আমার নিশ্চিতি জন্মেছে যে কোনো-না-কোনো বিষয়ে আপনি ঘোরতররূপে দোষী।

অমরচন্দ্রের জন্য অপেক্ষা করতে করতে দূরে মারামারির শব্দ সত্যবতীর কানে গেল। শব্দে তার মন ব্যাকুল হয়ে উঠলো। হয়তো তারই কথায় অগ্রসর হতে গিয়ে বৃদ্ধ অমরচন্দ্র কোনো বিপদে পড়বেন, হয়তো দাংগার মধ্যে ধরা পড়ে' আহত হবেন, হয়তো বা প্রাণ হারাবেন।

দুশ্চিন্তায় আকুল হ'লেও সত্যবতী তার নির্দিষ্ট স্থান ছাড়লো না, কারণ অমরচন্দ্র ফিরে এসে তাকে এখানেই খুঁজবেন। তারপর ধীরে ধীরে মারামারির শব্দ থেমে গেল, ক্রমে দূরে মিছিলের কলরবও নীরব হ'ল, কিন্তু তবু অমরচন্দ্রের দেখা নেই। অপেক্ষা করে' করে' শ্রান্ত হয়ে সে অমরচন্দ্রকে খুঁজতে বেরোলো, কিন্তু আরণ্য পথ ভেদ করে' চলা তার পক্ষে কঠিন হ'ল। ভয়ে সে ছুটোছুটি করতে লাগলো ও বারে বারে ভুল পথে গিয়ে শ্রান্ত হয়ে পড়লো। অনেক দেরি করে' অনেক কষ্টে অবশেষে যখন সে বড় রাস্তার ওপর গিয়ে উপস্থিত হ'ল তখন মিছিলের আর কোনো চিহ্ন নেই, কেবল উর্দিপরা বরকন্দাজের ছোট ছোট কয়েকটি দল পথ পাহারা দিয়ে ঘুরে বেড়াচ্ছে। একটি দলকে সত্যবতী জিজ্ঞাসা করলো—"এই পথে কোনো মিছিল যেতে দেখেছ ?"

—"মিছিল ? মিছিল আমরা ভেঙে দিয়েছি।"

—"কুমার অলখনাথ কোথায় ?"

—"কুমারজি এখন সাদী করতে গেছেন, কিন্তু তোমার এতসব কথা জিগেস করবার কি দরকার আছে ?"

—"আমার বাপ সাধুজি, বিষণপড়ের মিছিলের কাছে গেছেন, তাকে আমি খুঁজছি।"

—"তা, তোমার বাপকে তুমি খোঁজ, আমাদের বিরক্ত করোনা।"

সত্যবতী নিরাশ হয়ে আবার চলেছে এই সময়ে বরকন্দাজের মধ্যে একজন এগিয়ে এসে তাকে বল্‌ল —"গোসা করছ কেন বিবিজি! আমার সংগে চল, আমি তোমাকে বাপের কাছে পৌছে দেব।"

একটু ইতস্তত করে' সত্যবতী তার অনুসরণ করলো। সে কিছুদূর গিয়ে পথ ছেড়ে বনের মধ্যে নামলো এবং একটি নির্জন জায়গায়, একটি গাছের তলায় দাঁড়িয়ে বল্‌ল—"এখন খুবসুরৎ লড়কি তুমি, বুড়া সাধুর পিছে ঘুরে কি করবে? তার চেয়ে বরং আমার সংগে চল, সুখে থাকবে।"

লোকটির ভাবপরিবর্তন দেখে মনে মনে অত্যন্ত ভয় পেলেও মুখে কিছু সাহস দেখিয়ে সত্যবতী উত্তর দিল—"মিছে লোভ দেখিও না সিপাইজি, আমাকে আগে আমার বাপের কাছে নিয়ে চল।"

তার কথার অর্থ, সম্ভবত ইচ্ছা করেই, ভুল বুঝে বরকন্দাজ বল্‌ল—"মিছে নয় বিবি, সত্যি বলছি। আমাকে খুসী করলে আমি তোমায় রাজসভায় ঢুকিয়ে দেব, তখন অনেক ইনাম, অনেক কাপড় গয়না পাবে। যোগিয়া পরে' কি হবে? রেশম, সোনা, চাঁদি পরলে তবে না তোমার রূপ খুলবে?"

বরকন্দাজ খপ্‌ করে' তার হাত চেপে ধরলো। সত্যবতী তার গায়ের সমস্ত জোর একত্র করে' তাকে এক চড় মারলো এবং তার সাময়িক অপদস্থতার সুযোগ হাত ছড়িয়ে নিয়ে ছুটে পালালো। কিন্তু এই অন্ধকারে, এই পাথুরে জমির কাঁকড় ভেঙ্গে, খালি পায়ে, একা, সে যাবে কোথায়? বরকন্দাজ অনায়াসে তাকে ধরে' ফেলে তার দুই হাত পিছমোড়া করে' চেপে ধরলো।

নিরুপায় হয়ে সত্যবতী—"জ্যাঠামশাই, ও জ্যাঠামশাই!"—বলে' উচ্চৈঃস্বরে কেঁদে কেঁদে ডাকতে লাগলো।

—"চুপ! খবর্দার! চেঁচাবি তো খুন করে' ফেলব।"—বরকন্দাজ তার মুখ চেপে ধরলো।

—"কাকে খুন করবে, বরকন্দাজ সাহেব?"—নারীকণ্ঠের প্রশ্ন শুনে, চমকে উঠে বরকন্দাজ তাকে ছেড়ে দিল। সত্যবতী চেয়ে দেখ্‌লো, তার সামনে ঘাঘরা-ওড়না-পরা, সুসজ্জিতা এক বেদেনী।

বরকন্দাজ একটু অপ্রস্তুত হয়ে বলল—"দেখনা ফুলিয়াজি, এই ভিন-দেশী লড়কি আমাদের কুমার সাহেবের বিরুদ্ধে ষড়যন্ত্র করতে এসেছে, আমি ওকে এমন আচ্ছা সাজা দেব—"

—"তা সাজাটা বেশ রংদার হবে বলেই মনে হচ্ছে যেন!"

সত্যবতী আবার কেঁদে ফেল্‌লো, বল্‌ল—"তুমি কে তা আমি জানিনা, কিন্তু তুমি আমাকে বাঁচাও, মেয়েমানুষের দুঃখ মেয়েমানুষ হয়ে—"

—"চোপরও! "বলে' বরকন্দাজ প্রচণ্ড এক ধমক দিল।

বেদেনী আবার হেসে বল্‌ল—"তা বলে' তুমি মরদ হয়ে আওরতের গায়ে হাত তুলবে? আমি বলি কিনা মেয়েটাকে তুমি আমার হাতে দিয়ে দাও, মেয়েমানুষ নিয়ে যে-সব কারবার সে-সব আমার জাত-ব্যবসা।"

বরকন্দাজ অত সহজে শিকার হাতছাড়া করতে রাজি নয়, সে বল্‌ল—"রাজার কয়েদী আমি তোমার হাতে দিতে পারব না, তাছাড়া মেয়েমানুষ নিয়ে তুমি যে-সব কুকাজ কর তা আমার অজানা নেই।"

ভীষণ মুখভংগী করে' বেদেনী তখন বল্‌ল—"তা'হলে আকাশ থেকে অজগর সাপ এসে তোমার মাথায় পড়বে!"—বলে', শিবচক্ষু করে' বিড়বিড় করে' মন্ত্র উচ্চারণ করতে লাগলো।

বরকন্দাজ ভয় পেয়ে তাড়াতাড়ি বল্‌ল—"আচ্ছা, আচ্ছা, আর কিছু বল্‌তে হবেনা, আমি যাচ্ছি।"

সে সত্যবতীর আশা ছেড়ে দিয়ে উর্ধ্বশ্বাসে ছুটে পালিয়ে গেল। বেদেনী সত্যবতীকে ধরে' একটা পাথরের ওপর বসিয়ে দিয়ে জিজ্ঞাসা করলো—"এবার তোমার কথা বল, বোন।"

সত্যবতী তার ছদ্মবেশ বজায় রেখেই উত্তর দিল—"আমার কথা বেশি নয়। আমার বাপের নাম সাধু অমরানন্দ অবধূত। তিনি জড়ি-বুটির চিকিৎসা করে' দেশে দেশে ঘুরে বেড়ান, আমিও তাঁর সংগে ঘুরি। শুনেছিলাম বিষণগড়ের কুমার অলখনাথের বড় অসুখ, তাই বাবা তাঁর চিকিৎসা করে' কিছু রোজকারের আশায় এখানে এসেছিলেন। কুমারের বিয়ের মিছিল বেরিয়ে গেছে শুনে আমরা তার সন্ধানে এই পথে এসেছিলাম। আমাকে গাছতলায় বসিয়ে রেখে তিনি মিছিল দেখতে গেলেন; তারপর ভীষণ মারামারির শব্দ হ'ল, আবার সেই শব্দ থেমেও গেল, কিন্তু তিনি আর আমার কাছে ফিরে এলেন না। ওদিকে অন্ধকার হয়ে যাচ্ছে দেখে ভয়ে আমি তাঁকে খুঁজতে গিয়ে পথ হারিয়ে এমনি বিপদে পড়েছি, এখন তুমি যদি দয়া করে' আমাকে বাপের কাছে পৌছে দাও তো আমার প্রাণ বাঁচে।"

বেদেনী একটু চিন্তা করে' বল্‌ল—"সাধু অমরানন্দ? হ্যাঁ, হ্যাঁ, এই নামে তো একজন রাজবাড়িতে পঁহুছিয়েছেন! চল, আমি তোমাকে তাঁর কাছে নিয়ে যাই।"

তখন সেই সন্ধ্যার অন্ধকারে, সেহ অপরিচিত বনে, সত্যবতীর আর পথ চিনে চলবার উপায় নেই, কেবলমাত্র বেদেনীর ওপর ভরসা করে' সে এগিয়ে চল্‌লো।

হঠাৎ সেই বেদেনী তাকে দুই হাতে জড়িয়ে ধরে তার মুখের ওপর

একটা তীব্র গন্ধময় রুমাল চেপে ধরলো। শক্তিশালিনী রমণীর সেই দৃঢ় বাহুবন্ধন মুক্ত করবার শক্তি সত্যবতীর সদ্যরোগভুক্ত, কচি, নরম দেহে ছিল না। সে ছটফট করে' শ্রান্ত হয়ে পড়তে লাগলো, রুমালের ওষুধের তীব্র গন্ধ তার নাসারন্ধ্র দিয়ে প্রবেশ করে তার শিরা উপশিরায় ছড়িয়ে পড়ে' তার প্রতি অংগ অবশ ও শিথিল করে' দিতে লাগলো। কিছুক্ষণের মধ্যেই সে সংজ্ঞা হারালো। বেদেনী তখন তাকে একরাশি ফুলেরই মতো অনায়াসে, অবহেলে, কাঁধে তুলে নিয়ে দ্রুতপদে অরণ্যের মধ্যে অদৃশ্য হয়ে গেল।

* * * *

অলখের ঘরে ঢুকে সর্বপ্রথম অমরচন্দ্রের দৃষ্টি আকর্ষণ করলো সুদৃশ্য চীনেমাটির টবের মধ্যে পুষ্পিত গঞ্জরের গাছটি। সেটিকে পুরু কাগজে মুড়িয়ে সরিয়ে রেখে তিনি কুমারের চিকিৎসায় ব্যাপৃত হলেন। অওধনাথ ঘরে এলে পর তিনি তাঁকে বল্লেন যে কয়েকটি বিশেষ ব্যবস্থার প্রয়োজন আছে।

অওধ বল্লেন—"আপনার যা-কিছুর প্রয়োজন হয় বলুন, আমার ক্ষমতায় যতদূর পর্য্যন্ত কুলায় ততদূর ব্যবস্থা আমি করব এবং আমার ক্ষমতা নিতান্ত কম নয়।"

অমরচন্দ্র বল্লেন—"এ কেবল রাজক্ষমতার কাজ নয়, বিশ্বাস ও সততার কাজ এবং মনে হচ্ছে যে সে-দুটি জিনিষ আপনার এখানে সুলভ নয়।"

অওধ—"তার অর্থ?"

—"তার অর্থ এই যে আপনার ছেলেকে কেউ বিষ দিয়েছে।"

—"বিষ? দুধনাথ?"

—"সহসা কারো নাম উচ্চারণ করা উচিত নয় এবং ভবিষ্যতে অনুসন্ধান ও প্রমাণের সময়ও প্রচুর পাবেন, কিন্তু আপাতত কুমারের চিকিৎসাই আপনার প্রধান কর্তব্য। প্রথমত, যতক্ষণ তার আরোগ্য সম্পূর্ণ না হয় ততক্ষণ তার কাছে অত্যন্ত বিশ্বস্ত অনুচর থাকা চাই। আমার মনে হয় যে তার মায়েরই এখানে থাকা দরকার।

অওধনাথ দৃঢ়স্বরে বল্‌লেন—"আমাদের পুরুষমহলে আজ পর্যন্ত কোনো অন্তঃপুরিকা প্রবেশ করেনি।"

ততোধিক দৃঢ়স্বরে অমরচন্দ্র উত্তর দিলেন—"কিন্তু কুমারের জীবন যদি রক্ষা করতে চান তবে তার মাকে আজ এখানে প্রবেশ করতে হবে এবং আমার তত্ত্বাবধানের অধীনে সেবার কাজ করতে হবে, নতুবা তার চিকিৎসার ভার আমি নিতে পারবো না।"

কিছুক্ষণ স্তব্ধ থেকে অওধ বল্‌লেন—"বেশ, তাই হবে।"

—"তারপর একজন বিশ্বস্ত ডাক্তার আনবার জন্য শহরে লোক পাঠিয়ে দিন।"

অওধনাথ বিমর্ষভাবে বল্‌লেন—"সত্যই যদি আমার ছেলেকে কেউ বিষ দিয়ে থাকে এবং এতদিনকার চিকিৎসার পরও যখন তা ধরা পড়েনি, তখন এ অঞ্চলের ডাক্তারের ওপরই বা আর বিশ্বাস কি?"

অমরচন্দ্র একটু চিন্তা করে' বল্‌লেন—"আমার চিঠি নিয়ে এখনই কোনো লোককে ধানবাদে পাঠিয়ে দিন, সকালের মধ্যে একজন নোতুন ডাক্তার এসে পড়বেন।"

চিঠি পাঠাবার ব্যবস্থা করে' অওধনাথ রানি পদ্মাবতীকে সংগে নিয়ে ফিরে এলেন। ছেলের দশা দেখে আর সমস্ত কথা শুনে তাঁর চোখের জল বাধা মান্‌লো না। ঔষধগুলি তাঁকে দেখিয়ে অমরচন্দ্র সেগুলির প্রয়োগের নিয়ম যথাযথভাবে বুঝিয়ে দিলেন। তারপর তিনি

অওধনাথকে বল্‌লেন—“রাজাজি, এবার সত্যবতীকে এখানে আনতে পাঠান, তার সঙ্গে আমার বিশেষ প্রয়োজন আছে।”

অওধনাথ মাথা নিচু করে' বল্‌লেন—“এইমাত্র খবর এসেছে যে যে তাঁকে কোথাও খুঁজে পাওয়া যাচ্ছে না।”

অমরচন্দ্র স্তম্ভিত হয়ে বল্‌লেন—“এই অন্ধকার রাত্রে, এই গভীর অরণ্যের মধ্যে সে কোথায় গেল ?”

—“আমরা তো তাই ভাবছি, এত অল্প সময়ের মধ্যে তিনি কি করে' অদৃশ্য হতে পারেন !”

তখনই উঠে বেরোবার জন্য প্রস্তুত হ'তে হ'তে অমরচন্দ্র বল্‌লেন—“আমি নিজে গিয়ে দেখি পাই কিনা।”

অওধ জোড়হাতে বল্‌লেন—“এত লোকে যা করছে আপনি গিয়ে তার চেয়ে বেশি কিই বা করতে পারবেন ? তার চেয়ে বরংচ একটু অপেক্ষা করুন। এখনই মিঃ পার্কিন এখানে আসবেন, আপনি তাঁর সংগে সমস্ত ব্যাপারের আলোচনা করতে পারবেন।”

* * * * *

অলখের ঘরের কাছেই অমরচন্দ্রের থাকার ঘর নির্দিষ্ট হয়েছিল। তিনি সেখানে গিয়ে একটা আরামকেদারায় চুপ করে' পড়ে' রইলেন। শ্রান্তিতে অবসন্ন হ'লেও দুশ্চিন্তায় তাঁর মন ভারাক্রান্ত হয়েছিল বলে' ঘুম এলো না। কিছুক্ষণ পরে তাঁর ঘরের পাশে বাগানের মধ্যে একটা অস্ফুট খস্‌খস্ শব্দ হ'তে লাগলো, তারপরে কে জানি অতি সাবধানে একটা টর্চের আলো জানলা গলিয়ে ঘরের মধ্যে ফেল্‌লো।

জানলার কাছে এগিয়ে গিয়ে তিনি জিজ্ঞাসা করলেন—“কে ?”

এক বেদিয়া রমণী জানলার গরাদে ধরে' দাঁড়িয়েছিল, সে তাঁকে চুপ

করবার জন্য ইসারা করে ফিস্‌ফিস্ করে' বল্‌ল—"সাধুজি, আপনার লড়কির খবর আছে।"

—"বল।"

—"আমি আপনাকে আপনার লড়কির কাছে নিয়ে যেতে পারি।"

—"তাকে এইখানে নিয়ে এসো, বখ্‌শীষ পাবে।"

—"রাত্রের হাংগামায় সে জখম হয়ে' পড়েছে, না হ'লে তাকে সংগে করে' নিয়ে আসতাম; আপনি আমার সংগে চলুন, তাকে সুস্থ করে' নিয়ে আসবেন।"

অমরচন্দ্র ইতস্তত করতে লাগলেন, বেদেনী তাঁর মানসিক চাঞ্চল্য লক্ষ্য করে' বল্‌ল—"তবে যাই সাধুজি, পরে কিন্তু দোষ দিতে পারবেন না।"

অমরচন্দ্র ধানবাদের বিনয়কান্তির উদ্দেশ্যে একখানা চিঠি লিখে তাঁর টেবিলের ওপর চাপা দিয়ে রেখে ঘর থেকে বেরিয়ে এসে বল্‌লেন—"চল।"

প্রত্যুষের আবছায়া আলোআঁধারের মধ্যে দিয়ে তিনি বেদেনীর অনুসরণ করতে লাগলেন। কিছুদূর অগ্রসর হয়ে' বেদিনী বল্‌ল—"সাধুজি, যদি কিছু মনে না করেন তবে আপনার চোখদুটো বেঁধে দিই।"

অমরচন্দ্র জিজ্ঞাসা করলেন—"কি এমন পাপকাজ তুমি করেছ, যার জন্য এত লুকোচুরি?"

—"না সাধুজি, আমরা গরিব বলে' আমাদের ওপর অত্যাচার লেগেই থাকে। আপনার লড়কিকে ফিরিয়ে দিলুম, আর আপনিই যদি ছেলেধরা বলে' আমাকে ধরিয়ে দেন?"

তার কথায় বিশ্বাস না হলেও উপায়ান্তর না দেখে অমরচন্দ্র চোখ বাঁধায় আত্মসমর্পণ করলেন। বহু ঘোরাফেরার পর যখন তাঁর চোখ

খুলে দেওয়া হ'ল তখন তিনি দেখলেন সে একটি সুসজ্জিত প্রাসাদকক্ষের মধ্যে তিনি উপস্থিত হয়েছেন। একটু পরে এক সুবেশা, সালংকারা যুবতী তাঁর সম্মুখে এসে দাঁড়িয়ে জিজ্ঞাসা করলেন—"সাধুজি, আপনি বড়কুমারের চিকিৎসা করছেন ?"

—"হ্যাঁ মা।"

—"কেন মিছামিছি দেবরোষের সংগে লড়াই করে' নিজের পরে অভিশাপ টেনে আনছেন ?"

—"আপনার কথা বুঝতে পারলাম না মা।"

—"রাজপুত্রের মৃত্যু অনিবার্য, বিধিলিপির খণ্ডন করা মানুষের পক্ষে সম্ভবপর নয়, সে চেষ্টায় দেবতা অসন্তুষ্ট হ'ন। এই দেখুননা, আপনার মনে সেই চিন্তা প্রবেশ করার সংগে সংগে আপনার মেয়েকে আপনি হারালেন। আর কি ভাগ্যে আছে তা কে জানে !"

—"কিন্তু মা, আমরা গরিবলোক টাকার জন্য নিজের জীবনকে বিপন্ন করেও আমরা যমের সংগে লড়াই করি।"

—"টাকার জন্য ভাববেন না, অন্য লোকও আপনাকে টাকা দিতে পারে।"

—"কিন্তু আমার মেয়ে ?"

—"বেশতো, আপনি বড়কুমারের চিকিৎসার চেষ্টা ছেড়ে দিয়ে দেশে ফিরে যান, ইনামও পাবেন আর আপনার মেয়ের সংগে মিলিয়ে দেবার ব্যবস্থাও করা যাবে।"

—"যদি না যাই ?"

—"তবে আপনাকে কিছুদিন আটক থাকতে হবে। বড়কুমারের যে অবস্থা আছে তাতে শুনেছি যে সে ওষুধ না পেলে বেশিক্ষণ বাঁচতে পারবেনা। তার মৃত্যুর পর আমরা আপনাকে ছেড়ে দেব।"

—"তারপর যদি পুলিশে খবর দিই ?"

—"কার নামে খবর দেবেন ?"

—"তা যদি অনুমান করতে পারি ?"

—"প্রমাণ নিশ্চয়ই করতে পারবেন না। তাছাড়া পুলিশে খবর দিয়ে যাবেন কোথায় ? যম আপনার পিছু ধাওয়া করবে নির্বংশ হয়ে আপনি মৃত্যুমুখে পতিত হবেন।"

—"মন্ত্রশক্তির ওপর এত ভরসা রাখবেন না ছোটরানিমা! আর একথাও জানবেন যে আজকাল আর সবাই শাপশাপান্তের ভয় পায় না।"

সম্বোধন শুনে সুন্দরীর মুখ মুহূর্তের জন্য ম্লান হয়ে গেলেও তিনি আত্মসংবরণ করে' বল্‌লেন—"বেয়াদবি করবেন না সাধুজি, নতুবা নারী সে কতদূর নৃশংস হতে পারে তার প্রমাণ আপনাকে পেতে হবে "

রানি মনোমোহিনী সদম্ভে বেরিয়ে গেলেন। অমরচন্দ্র সেই প্রাসাদ-কক্ষের চারিদিক পর্যবেক্ষণ করে' দেখলেন যে শারীরিক কষ্টের কোনো কারণ না থাকলেও বাহির হবার কোনো উপায় নেই। এমন কি চিৎকার করলেও সেই শব্দ সাবেকি কোঠার দেয়াল পার হয়ে যেতে পারবেনা। একবার ভাবলেন যে হার স্বীকার করে' সত্যবতীকে উদ্ধার করার চেষ্টা করবেন। তাঁর বিবেক বল্‌ল সে চেষ্টা তাঁর কর্তব্য নয়। প্রাসাদের লোকে যখন তাঁকে দেখতে পাবে না, তখন নিশ্চয়ই চারিদিকে খোঁজ পড়ে' যাবে। যদি অল্প সময়ের মধ্যে তারা তাঁকে উদ্ধার করতে পারে তাহ'লে অলখের প্রাণ বাঁচবে আর সত্যবতীকে খোঁজার পক্ষেও অতিরিক্ত দেরি হয়ে যাবে না।

আবার মনে হ'ল যে রাজান্তঃপুরের কঠিন আব্রুর মধ্যে অন্দরমহলে

তাঁকে খুঁজতে আসবে কে? কি করে' প্রহরীর দৃষ্টি এড়িয়ে বেদেনী তাঁকে অন্দর মহলে নিয়ে এল সে রহস্যেরও কুল তিনি ভেবে পেলেন না। অথবা মন্মোহিনী বাহিরের কোন গোপন জায়গায় তাঁর সংগে দেখা করলেন। এই নারী বাস্তবিকই কি মন্মোহিনী, না তাঁর অনুমান ভ্রান্ত?

তিনি সন্দেহ দোলায় দুলতে লাগলেন।

বিষণগড়ের রাজপ্রাসাদের হীরামহলের পাশে বেদেদের শিবির। শিবির নয়তো, যেন ছোটখাট একটি গ্রাম। নাচগানের জন্য পরিষ্কার, প্রশস্ত প্রাংগন, তার চারধারে ঘিরে আলাদা আলাদা দাওয়ার ওপর ঝকঝকে নোতুন কতকগুলি কুটির,—দরমার বেড়া, খড়ের চাল।

সন্ধ্যাবেলায় বেদে-বেদেনীর দল প্রাংগনে জড়ো হয়েছে। কতকগুলো এসিটিলিনের বাতি জ্বেলে স্বাস্থ্যসুন্দরদেহ বেদেদের তরুণ-তরুণীরা বাজনার তালে তালে নাচছে, মাঝে মাঝে উদ্যম বাড়াবার জন্য কিছুকিছু দেশী মদ পান করছে। এক পাশের ঘরের দাওয়ায় বসে' বেদেদের বৃদ্ধ সর্দার এক প্রৌঢ়ের সংগে গল্প করছে। বৃদ্ধের মন যেন কিছুতেই নিবিষ্ট হতে চায়না দেখে প্রৌঢ় বল্‌ল—"কি হ'ল তোমার, সর্দার?"

বৃদ্ধ একটু ইতস্তত করে' জিজ্ঞাসা করলো—"আচ্ছা, ফুলিয়াটা এত রাত্তির অবধি গেল কোথায় বলতো?"

প্রৌঢ় বাঁকা হাসি হেসে বিদ্রূপের স্বরে বল্‌ল—"ছোটরানির মহলে হাজিরা দিচ্ছে নিশ্চয়। আবার কার পিছু ধাওয়া করবে, কার ছেলেকে' বিষ দেবে, কার মেয়ে চুরী করবে, আর মোটা টাকা মারবে। মন্দ ব্যবসা নয়—কেমন জমিজমা, রাড়িঘর তৈরি করেছে দেখতেই তো পাও।"

বৃদ্ধ বল্‌ল—"ব্যবসা মন্দ নয়, কিন্তু বেদেদের পক্ষে ঘরবাড়ি, ক্ষেত-খামার, ভাল নয়। আমরা শিকার করবো, ঝাড়ফুঁক করবো, যাদু করবো, বনে বনে ঘুরে বেড়াব, এই আমাদের জাত ব্যবসা। ঘরবাড়ি, জমিজমা, যেদিন আমরা করবো, সেদিন আমরা হবো চাষা, তার দু'দিন

পরই জমিদার এসে আমাদের ঘাড়ে চাপবে। টাকার লোভে ফুলিয়াটা জাতধর্ম খোয়াতে বসেছে।"

প্রৌঢ় বল্‌ল—"কিন্তু ফুলিয়া চাষা হ'তে চায়না, সে তালুকমুলুক বাগিয়ে রাজপুতানি হয়ে বসতে চায়।"

বৃদ্ধ বল্‌ল—"রাজপুত বনার চেয়ে রাজপুতদের জন্য মেয়েচুরীর কারবারটা আমাদের বেশি লাভের।"

প্রৌঢ়—"তা, তালুকদার হ'লে তো মেয়েচুরীর কারবার আরো ভালোই চলবে। এখন চোরাই মেয়ে লুকিয়ে পাচার করতে অনেক কষ্ট পাও, তখন নিজের ইমারতের মধ্যে অনেক মেয়ে পুষে রাজপুতের মেয়ে হিসেবে বেচতে পারবে!"

বৃদ্ধ—"তবু, এইখানে ছোটরানির পয়সা খেয়ে বড়কুমারকে বিষ খাইয়ে আবার এখানেই বসবাস করাটা কিছু সুবিধার ব্যাপার নয়। পুলিশের হাতে একবার পড়লে অনেকদিনের অনেক কীর্তি ধরা পড়ে' যাবার ভয় আছে।"

প্রৌঢ়—"নানা, গঞ্চরের খবরটা কেউ জানে না; আর ছোটরানি আর তার বীরগঞ্জের ভাইসাহেব মিলে কুমারের যক্ষ্মারোগের কথা বেশ ভালো করেই রটিয়ে দিয়েছে। শহরের বেকুব সাহেব ডাক্তারটাও ওদের চালাকির কিছু ধরতে পারেনি। এখন কুমারজি মরলেও পুলিশের হাংগামার ভয় নেই।"

বৃদ্ধ—"কিন্তু টাকার গরমে ফুলিয়াটা বেজায় বেয়াদব হয়ে উঠেছে, পয়সার হিসেব দেওয়া তো দূরের কথা, সেদিন আবার আমায় বলে কিনা—তুই কোথাকার সর্দার? আমি তো নিজের হকে সর্দারনি! —আস্পর্ধা দেখনা বেটির।"

প্রৌঢ় একটু হেসে বল্‌ল—"তা ফুলিয়ার দৌলতেই যে আমাদের

সব হয়েছে সে কথাটা তো অস্বীকার করতে পারনা। ওর তাকৎ আছে, তাই ও দলটাকে চালাচ্ছে, তুমি বুড়ো হয়ে পড়েছ, তুমি এখন বিশ্রাম কর।"

রাগে বৃদ্ধের গলার স্বর বিকৃত হ'ল, সে বল্‌ল—"তবেরে শালা! তোরও সেই এক মৎলব? তোরাই সব ফুলিয়ার পেছনে থেকে এই সব ব্যাপার পাকিয়ে তুলেছিস, সব বেইমান!"

প্রৌঢ় বল্‌ল—"সর্দারজি, এত চট করে' গালাগালি দিয়ে বোসো না। বেসামাল হয়ে' পড়লে ফুলিয়া হয়তো তোমাকে ভাগিয়ে একটা জোয়ান দেখে বর নিয়ে আসবে।"

বৃদ্ধ সর্দার ক্রুদ্ধভাবে কোনো উত্তর দিতে যাচ্ছিল এমন সময়ে ফুলিয়া গজগমনে হেলতে দুলতে এসে নাচের দলের পাশে দাঁড়ালো, তারপর—"বাঃ বাঃ সারাস!"—বলে' নিজের ঘরের দিকে এগিয়ে যেতেই বৃদ্ধ সর্দার পাগলের মতো তার ওপর ঝাঁপিয়ে পড়ে' বল্‌ল—"বল্ শিগির কোথা থেকে পেরেম করে' এলি?"

ফুলিয়া অবিচলিতভাবে উত্তর দিল—"তা দিয়ে তোর কোনো দরকার নেই, সরে' দাঁড়া।"

—"দরকার নেই?"—বিকৃত চিৎকারে বৃদ্ধ বল্‌ল—"আমি দলের সর্দার, আমার মেয়েমানুষ কোথায় যায় তা দিয়ে আমার আলবৎ দরকার আছে।"

—"কবে বলে' দিয়েছি যে তুই আর সর্দার নস, আবার হল্লা করছিস কিসের জন্য?" তাচ্ছিল্যের স্বরে ফুলিয়া বল্‌ল—"আর মেয়েমানুষ যদি চাস তো ওই কেলেকুচ্ছিৎ উমড়িটাকে নিতে পারিস।"

উমড়ির কালো মুখ ক্ষোভে, লজ্জায়, বেগুনি হয়ে উঠলো। বুড়ো আরো পাগলের মতো হয়ে চিৎকার করলো—"কেন তুই আবার সাক্ষী করবি নাকি ?"

—"তা যদি করি ?"

—"তবে রে বেটি !"—বৃদ্ধ এলোপাতাড়ি কিলঘুঁষি চালিয়ে যেতে লাগ্লো, কিন্তু স্থিরযৌবনা বলিষ্ঠা, ফুলিয়ার পক্ষে তার প্রতিরোধ করা কিছুমাত্র কঠিন হ'লনা। মুহূর্তের মধ্যে বৃদ্ধ সর্দার এত জোরে ছিট্‌কে গিয়ে মাটিতে পড়লো যে খানিকক্ষণ সে সেই আঘাত সামলে উঠতে পারলো না।

ফুলিয়া প্রৌঢ়ের দিকে চেয়ে দেখে বল্‌ল—"যা বুড়োটাকে তুলে ঘরের মধ্যে রেখে দিয়ে আয়।"—আর উমড়িনাম্নী ভাগ্যহীনাকে বল্‌ল—"তুই যা, ওর গায়ে তেল মালিশ করে' দে, পরে একটা দিন দেখে সাদি করিয়ে দেব এখন। তোর মতো কুচ্ছিৎকে তো আর কেউ নেবেনা, ওই বুড়োই তোর ঢের হবে।"

সবাই উচ্চৈঃস্বরে হেসে উঠ্‌লো। উমড়ি ছুটে পালিয়ে গেল। বুড়ো ততক্ষণ উঠে দাঁড়িয়েছে, সে রাগে কাঁপতে কাঁপতে, কাঁদতে কাঁদতে বল্‌ল—"আর আমার জন্য কিছু করতে হবেনা, বেইমান সব ! আমি চলে' যাচ্ছি, কিন্তু মনে রাখিস, এরজন্য পরে তোদের পস্তাতে হবে, ভাববি,—'বুড়ো সর্দারের কথা কেন শুনিনি !'—কেবল জোয়ানিতে কিছু হয় না, মাথায় বুদ্ধি থাকা চাই, ইমান থাকা চাই। ওই ফুলিয়ার দেমাক আমি ভাংবো তবে ছাড়বো !"

বৃদ্ধ খোঁড়াতে খোঁড়াতে বেরিয়ে গেল। প্রৌঢ় ফুলিয়ার দিকে চেয়ে বল্‌ল—"কাজটা ভাল করলেনা, সর্দারনি, যদি বল তো বুঝিয়ে সুঝিয়ে ফেরৎ নিয়ে আসি।"

ফুলিয়া বল্‌ল—"দরকার নেই, আজকাল ও বেটাকে আমি একদম বরদাস্ত করতে পারছিনা।"

—"কিন্তু যে-রকম রেগে গেছে, পুলিশের কাছে হয়তো নালিশ করতে পারে। না হয় বলতো খুন করে' আসি।"

—"বলিল্‌ কি, খুন করে' শেষে লাসের জন্য হাতে দড়ি পড়বে?"

—"লাস থাকলে তবে তো?"

ফুলিয়া একটু ভেবে বল্‌ল—"তাই করতে পারিস্‌ তো কর, কিন্তু দেখিস, রাস্তার ওপর সামনাসামনি কিছু করিস্‌ না। ভুলিয়ে ভালিয়ে দূরে নিয়ে যাস।

উমড়ি কোথা থেকে ছুটে এসে বল্‌ল—"খুন করবি তোরা? ওই থুত্থুড়ে বুড়োটাকে খুন করবি?"

ফুলিয়া বিদ্রূপ করে' বল্‌ল—"কেন তোর যে বড় বেশি দরদ দেখি, সাদী ফস্‌কে গিয়ে মনে জ্বালা ধরেছে নাকি?"

সাহসে ভর করে' উমড়ি বল্‌ল—"জ্বালা ধরেনি, দরদও নেই, কিন্তু আপন বরটাকে মেরে ফেলাবি?"

—"ফেলাব তো ফেলাব, তাতে তোর কি?"

"—আমার কিচ্ছু নেই, কিন্তু ওই থুত্থুড়ে মানুষটাকে—"

ফুলিয়া উত্তেজিত হয়ে তাকে এত জোরে একটা চড় মারলো যে তার পাঁচ আঙুলের ছাপ তার গালের ওপর ফুটে উঠ্‌লো। তারপর সে দৃঢ়স্বরে সবাইকে বল্‌ল—"আর এখানে হাঁ করে' দাঁড়িয়ে থাকতে হবেনা, সব যে-যার ঘরে গিয়ে শুয়ে পড়।"

আর কারো তার মুখের সামনে দাঁড়িয়ে কোনো কথা বলবার সাহস হ'ল না।

* * * *

অমরচন্দ্রের চিঠি পেয়ে ডাক্তার বিনয়কান্তি সেন পত্রবাহকদের সংগে ঘোড়ায় চড়ে' বিষণগড়ের দিকে রওয়ানা হ'ল। পসারহীন নবীন ডাক্তারের যে শুধু মোটা 'ফি'-এর লোভ ছিল তা নয়, তার রোমাঞ্চপ্রিয় মনটা মধ্যযুগীয় রাজপ্রাসাদ থেকে রাত্রিশেষের এই ডাকে বেশ উত্তেজিত হয়ে উঠেছিল।

শহর পার হয়ে বনের মধ্যে দিয়ে তারা ঘোড়া ছুটিয়ে চলেছে। বিসর্পগতি পার্বত্যপথের অংশমাত্র সংগিদের মশালের আলোয় উজ্জ্বল হয়ে উঠ্ছে। তার ওপরে অন্ধকারের ঘেরাটোপ, কালোর মধ্যে দিয়ে যেন একটা আগ্নেয় গোলা ছুটে চলেছে। আলোয় আর ঘোড়ার পায়ের শব্দে সচকিত হয়ে মেটে রঙের বন্য খরগোসগুলো ছুটে পালাচ্ছে, তাদের ছোট্ট, লোমশ লেজগুলি পশমের থুপনির মতো নেচে নেচে চলেছে। কখনও একটা বাঘ বিরক্তিভরে ঝোপের মধ্যে ঢুকে যায়, কিংবা একটা বিরাট শৃংগী হরিণ পথের মাঝে মুহূর্তের জন্য দাঁড়িয়ে বিচিত্রভংগীতে ঘাড় ফিরিয়ে চকিতে যাত্রীদের দিকে চেয়ে বনের মধ্যে অদৃশ্য হয়, মশালের আলোয় তার চোখ থেকে হরিদাভ হীরকদ্যুতি বিচ্ছুরিত হয়।

হঠাৎ ওই আলোর গণ্ডীর মধ্যে এক বৃদ্ধের আকৃতি প্রবেশ করলো; লোকটি অতি কষ্টে, খুঁড়িয়ে খুঁড়িয়ে ধানবাদ শহরের দিকে অগ্রসর হচ্ছে। ঘোড়সওয়ারের দল দেখে সে ইসারায় তাদের থামতে অনুরোধ করলো। এই গভীর বনের মধ্যে বৃদ্ধের আবেদন অগ্রাহ্য করতে না পেরে অনিচ্ছাসত্ত্বেও বিনয়কান্তিকে থামতে হল।

বৃদ্ধ এগিয়ে এসে বল্‌ল—"হুজুর বড় বিপদ, সহায় হোন!"

বিষণগড়ের দলের সর্দার বুড়োকে চিনতে পেরে বল্‌ল—"কেন, তুইতো বনমানুষের জাত, তোর আবার বনের মধ্যে ভয় কিসের?"

দলের সবাই হেসে উঠলো।

বৃদ্ধ এদিক ওদিক চেয়ে ভয়ে ভয়ে বল্‌ল—"আমার পেছু নিয়েছে, খুন করবে।"

—"তোর মতো বুড়োহাবড়ার পেছু কে নিতে যাবে? তোকে খুন করেই বা কার কি লাভ?"—আবার সকলের·বিদ্রূপের হাসি।

বৃদ্ধ ভয়ে মরিয়ার মতো হয়ে উঠে বল্‌ল—"আমার আওরৎ ফুলিয়া বেদেনী ছোটরানির মহলে—"

তার মুখের কথা মুখেই রয়ে গেল, অন্ধকার বনের অন্তরাল থেকে নিঃশব্দে এসে একটি তীর তার পিঠের ঠিক মাঝখানে বিদ্ধ হ'ল, বৃদ্ধ অমানুষিক এক চিৎকারে মাটিতে লুটিয়ে পড়লো। ডাক্তার বিনয়কান্তি ঘোড়ার থেকে লাফিয়ে নেমে জিনেবাঁধা ওষুধের বাক্সটা খুলছে—এই সময়ে একজন অনুচর সহসা তীরখানা বৃদ্ধের পিঠ থেকে টেনে বার করে' পথের পাশে খাদের মধ্যে ছুঁড়ে ফেলে দিল। বৃদ্ধের পিঠ থেকে ফিনকি দিয়ে রক্ত বেরোতে লাগ্‌লো, তার সমস্ত দেহ ধনুষ্টংকারের মতো বেঁকে উঠে মুহূর্তের মধ্যে সে প্রাণত্যাগ করলো।

বিনয়কান্তি সোজা হয়ে দাঁড়িয়ে বল্‌ল—"একি কাণ্ড করলে বলতো?"

অনুচর বল্‌ল—"কিছু মনে করবেন না ডাক্তারবাবু, আপনার প্রাণ বাঁচাবার জন্য একাজ করতে হ'ল।"

—"আমার প্রাণ বাঁচাবার জন্য? তার মানে?"

—"তার মানে ওই তীরের মুখ এমন সাংঘাতিক বিষাক্ত যে যদি তার একটু খোঁচাও আপনার আঙুলে লাগতো তবে কুমারের চিকিৎসার জন্য আপনাকে বিষণগড়ে যেতে হ'ত না, আমাদের আপনার লাস নিয়ে ধানবাদে ফিরে যেতে হ'ত।"

বিনয়কান্তির ক্রোধে আরক্ত মুখের দিকে চেয়ে লোকটি আবার বল্‌ল—"তাছাড়া ওকে আপনি বাঁচাতে পারতেন না। আজ পর্যন্ত কোনো ডাক্তার ওদের বিষের ওষুধ করতে পারেননি। কিন্তু এখন চলুন, দেরি করবেন না, কুমারের প্রয়োজন বড় জরুরি।"

বিনয়কান্তি বল্‌ল—"কিন্তু লোকটা কি একটা কথা বলতে যাচ্ছিল যে?"

—"যা বলছিল তা না শোনাই ভালো। ওরা অনেক খুনখারাবী করে' থাকে, তারই কিছু ফাঁস করতে যাচ্ছিল বলেই হয়তো কেউ ওকে মেরেছে। আমরা কথাটা জানতে পারলে সে আমাদেরই পেছন থেকে তীর মেরে দিতনা তার কি বিশ্বাস?"

—"তবে ওর লাসটা নিয়ে চল, পুলিশের কাছে দিতে হবে।"

অনুচরেরা সবাই একসংগে শক্ত হয়ে বল্‌ল—"ও বেদের লাস আমরা ছুঁতে পারবনা।"

বিনয়কান্তি স্বয়ং মৃতদেহ বহন করে' নিয়ে যাবার জন্য দৃঢ়প্রতিজ্ঞ হয়ে তাকে তুলতে যাচ্ছে এমন সময়ে তারা আবার বল্‌ল—"সাবধানে ছোঁবেন, ওর বিষাক্ত রক্তে আপনার ক্ষতি হবে।" বিনয়কে ন-যযৌ ন তস্থৌ অবস্থায় দাঁড়িয়ে থাকতে দেখে একজন আশ্বাস দিল—"রাজকুমারের চিকিৎসার দেরি করবেন না, আপনি এখন চলুন, আমরা বিষণগড়ে পৌছেই লাস তোলবার জন্য ডোম পাঠিয়ে দেব।"

—"যদি বাঘেটাঘে টেনে নিয়ে যায়?"

—"ওই বিষাক্ত লাস বাঘে ছোঁবেওনা।"

নিরুপায় বিনয়কান্তি বৃদ্ধের মৃতদেহ পথের মধ্যে ফেলে রেখে বিষণগড়ের দিকে চলে' গেল। তার কয়েক মিনিট পরে এক প্রৌঢ় বেদিয়া পথের ওপর থেকে শবদেহ টেনে নিয়ে বনের মধ্যে ঢুকে পড়লো।

*　　*　　*　　*

বিনয়কান্তি যখন বিষণড়ে পৌছলো ততক্ষণে অমরচন্দ্রের রহস্যজনক-ভাবে নিরুদ্দিষ্ট হওয়ার ব্যাপার নিয়ে রাজপ্রাসাদে মহা উত্তেজনার সৃষ্টি হয়েছে। কুমারের চিকিৎসার উদ্দেশ্যে সে প্রথমে অমরচন্দ্রের চিঠি খুলে পড়লো। নির্দেশ সংক্ষিপ্ত হলেও বিনয়ের বুঝতে অসুবিধা হ'লনা, কারণ ধানবাদে সে অমরচন্দ্রের সংগে ওই বিষয়ের আলোচনার সুযোগ পেয়েছিল। কিন্তু চিঠির শেষের কটি কথা বিশেষভাবে তার দৃষ্টি আকর্ষণ করলো, তিনি লিখেছেন—"সত্যবতীর অনুসন্ধানের আশায় এক বেদিয়া রমণীর সংগে নিরুদ্দেশযাত্রা করলাম। আমার ফিরতে দেরি হ'লে খবরটা পুলিশ সুপারিণ্টেণ্ডেণ্ট মিঃ পার্কিনের কাছে পৌছে দিও।"

তৎক্ষণাৎ সেই বৃদ্ধের শেষ কথা কয়টি ও তার ভয়াবহ পরিণামের কথা স্মরণ হ'ল। তার দৃঢ় বিশ্বাস জন্মাল যে এ দুয়ের মধ্যে নিশ্চয় যোগ আছে নতুবা কেন গুপ্ত ঘাতক এত তৎপরতার সংগে বৃদ্ধকে হত্যা করবে? বিনয়কান্তি মিঃ পার্কিনের কাছে সমস্ত কথা নিজ অনুমানসহ বিবৃত করলো।

এই রহস্যজনক হরণ ও হত্যার ঘটনাবলীর সংগে যে রাজান্তঃপুরের যোগ থাকতে পারে সে কথা সহসা অওধনাথের কাছে উত্থাপন করার সাহস মিঃ পার্কিনের হ'লনা। তিনি প্রথমে বৃদ্ধের মৃতদেহ বিষণগড়ে আনার হুকুম দিয়ে বেদিয়াপল্লীতে গেলেন। সেখানে বহু অনুসন্ধানেও ফুলিয়ার কোনো সংবাদ সংগ্রহ করা গেলনা, সবাই বল্‌ল যে শেষ রাত্রিতে পল্লী ছেড়ে সে কোথায় জানি চলে' গেছে।

ততক্ষণে বৃদ্ধের মৃতদেহ আনার জন্য প্রেরিত লোকেরা ফিরে এসে খবর দিল যে শব বা হত্যার কোনো চিহ্ন তারা দেখতে পায়নি। নিরুপায় মিঃ পার্কিন শেষ চেষ্টার জন্য অওধনাথকে অনুরোধ করলেন

—"রাজাবাহাদুর, আমাদের সন্দেহ হয়েছে যে আপনার অন্দরের হীরা মহলে ফুলিয়ানাম্নী বেদিয়ারমণী আশ্রয় গ্রহণ করেছে, আপনি দয়া করে' অনুসন্ধান করুন।"

অওধনাথের মুখ মুহূর্তের জন্য ভ্রূকুটিকুটিল হয়ে' উঠ্‌লো, কিন্তু বিগত সন্ধ্যা থেকে বর্তমান প্রভাত পর্যন্ত কয়েক ঘণ্টার বিচিত্র অভিজ্ঞতায় তিনি অহংকার ও আত্মবিশ্বাস হারিয়ে ফেলেছিলেন, তাই তিনি নীরবে সম্মতি জানিয়ে মন্মোহিনীর ঘরে চলে' গেলেন।

রানি কৃত্রিম রোষে বল্‌লেন—"মহারাজ, বেদিয়ারমণী আমার ঘরে থাকবে বলে' মনে করেছেন, আপনার কি মতিভ্রম হ'ল !"

রাজা বল্‌লেন—"কথা ঘুরিওনা রানি, বল হাঁ, কি না।"

—"এত অবিশ্বাস !"—মন্মোহিনী বিবর্ণমুখে বল্‌লেন—"আমার ঘরে পরিচিত অন্তঃপুরিকার দল ছাড়া আর কেউ নেই।"

মিঃ পার্কিন অওধনাথের মুখে সে-কথা শুনে বল্‌লেন—"রাজা বাহাদুর, আপনি নিজে দেখে বলেছেন কি ?"

অওধনাথকে নিরুত্তর দেখে তিনি আবার বল্‌লেন—"তবে আপনার ওই মহলের মেয়েদের কিছুক্ষণের জন্য অন্যত্র স্থান দিন, আমি হীরামহলে খানাতল্লাসী করবো।"

রাজা বল্‌লেন—"যদি কিছু না পান তবে আমি অনর্থ ঘটাবো সাহেব !"

মিঃ পার্কিন বল্‌লেন—"আমাকে বাধ্য হয়েই এই বিপদ বরণ করে' নিতে হচ্ছে রাজাবাহাদুর !"

অওধনাথ আবার অন্তঃপুরে ফিরে এসে বল্‌লেন—"মন্মোহিনী, তুমি তোমার সখী ও পরিচারিকাদের নিয়ে আমার সামনে দিয়ে বেরিয়ে চাঁদিমহলে চলে' যাও ; হীরামহলে আমার একটু কাজ আছে।"

—"যদি না যাই মহারাজ ?"

—"যদি না যাও তবে আমি প্রথমে তোমাকে ত্যাগ করব, তারপর পুলিশের হাতে তদন্তের ভার দেব।"

রানি বিদ্রূপের হাসি হেসে বল্‌লেন—"আমি যাব, কিন্তু আজকের এই অপমানের শোধ আপনাকে জন্মভোর দিয়ে চলতে হবে একথা জানবেন।"

রানির পেছনে পেছনে হীরামহলের অন্তঃপুরের সব মেয়েরা রাজার সামনে দিয়ে বেরিয়ে চাঁদিমহলে চলে' গেল। রাজা প্রত্যেকের দিকে ভাল করে' চেয়ে দেখলেন, ফুলিয়া বা অন্য কোনো বাহিরের লোক তার মধ্যে নেই। তারপর রাজার সামনে মিঃ পার্কিন তাঁর নিপুণ তদন্তকারীদের দিয়ে সমস্ত মহল তন্ন তন্ন করে' খুঁজে দেখলেন কোথাও কেউ নেই।

রাজা অওধনাথ রোষকষায়িত নেত্রে তাঁর দিকে চাইলেন। মিঃ পার্কিন লজ্জায় অধোমুখ, ক্ষোভে পাংশুবর্ণ।

*   *   *   *   *

বন্দী অবস্থায় অমরচন্দ্র গভীর চিন্তায় মগ্ন আছেন এমন সময়ে মন্মোহিনী এসে বল্‌লেন—"সাধুজি, আপনাকে একবার অন্যত্র যেতে হবে।"

অমরচন্দ্র বিরস হাসি হেসে বল্‌লেন—"কেন ? সহসা শুভবুদ্ধির উদয়ে মুক্তি দেওয়া স্থির করলেন নাকি ?"

—"তা নয়, তবে খানিকটা অগ্রসর হবেন বই কি।"

—"হয়তো পুলিশের ভয়ে আমাকে সরাতে চাইছেন।"

—"আপনার অনুমান ভ্রান্ত, তার কারণ এই যে কোনো মানুষকে

পুলিশের হাত থেকে লুকিয়ে রাখার পক্ষে আমাদের অন্তঃপুরের মতো নিরাপদ স্থান আর নেই।"

—"আমি যদি না যাই ?"

—"যাবেন নিশ্চয়, তবে শান্তিতে যাবেন, না বলপ্রয়োগ করতে হবে সেইটা প্রশ্ন।"

অমরচন্দ্র বুঝলেন প্রতিরোধের চেষ্টা করা বৃথা। তাই তিনি বললেন—"চলুন, কোথায় নিয়ে যাবেন।"

মন্মোহিনী তাঁকে পথ প্রদর্শন করে' এক ঘোরানো পথে চললেন; পথটি ক্রমান্বয়ে নিচের দিকে গেছে দেখে অমরচন্দ্র জিজ্ঞাসা করলেন—"পাতালপুরীতে নিয়ে যাচ্ছেন নাকি ?"

—"তা যেখানেই নিয়ে যাইনা কেন তা যে আপনার ভালোর জন্য সে কথা আপনি কিছুক্ষণের মধ্যে বুঝতে পারবেন।"

ক্রমশ তাঁরা অনতিবৃহৎ একটি ঘরে প্রবেশ করলেন। ঘরটি দিনেও অন্ধকার, এক কোণে একটি প্রদীপ আলো দিচ্ছে, আলোর পাশে একটা ফরাসের ওপর একটা তাকিয়ায় ভর দিয়ে সত্যবতী বসে' আছে, তার সর্বাংগে, প্রতিটি ভংগীতে নৈরাশ্যের ছাপ। অমরচন্দ্রকে দেখে সে একটি অস্ফুট শব্দ করে' ছুটে কাছে এল, তিনি তাকে জড়িয়ে ধরলেন, যেন বহির্জগতের নিষ্ঠুরতার থেকে বাঁচাতে চান। তাঁর ব্যগ্র প্রশ্নের উত্তরে সত্যবতী তার নিজের অভিজ্ঞতা ধীরে ধীরে ব্যক্ত করে' অলখনাথের সংবাদ শুনতে চাইলো। অমরচন্দ্রের মুখে সমস্ত বিবরণ শুনে তার মুখ উজ্জ্বল হয়ে উঠলো, সে বল্ল—"তাহ'লে অলখবাবু একটু সুস্থ হয়ে আমাদের নিশ্চয় উদ্ধার করবেন।"

অমরচন্দ্র প্রাণ ধরে' সত্যবতীকে নিরাশ করতে পারলেন না, যদিও তাঁর অনুপস্থিতিতে অলখনাথের চিকিৎসা ক্রটিহীনভাবে চলবে কিনা

সে বিষয়ে তাঁর সন্দেহ ছিল। তাছাড়া তাঁর ভয় ছিল যে এই রাজান্তঃপুরের মধ্যে অপহৃত লোকেদের খুঁজবার কল্পনাও কারো মনে উদিত হবে না। তিনি মুখে ভরসা দেখিয়ে বল্লেন—"তোমাকে পেয়েই আমার অর্ধেক কাজ হাসিল হয়ে গেছে, বাকিও যে হবে তাতে আর সন্দেহ কি?

ঘরের কোনায় যে ফুলিয়া বসেছিল তা তাঁরা আধ-অন্ধকারে দেখতে পাননি, সহসা তাঁদের চম্‌কে দিয়ে সে বলে' উঠ্‌লো—"আমার মনিবানীর কথা যদি শুনতেন তবে আপনার পুরো কাজ অনেকক্ষণ আগেই হাসিল হয়ে যেত।"

সত্যবতীর জিজ্ঞাসু দৃষ্টির উত্তরে অমরচন্দ্র রানি মন্মোহিনীর কুচেষ্টার কথা বল্লেন।

সত্যবতী উত্তেজিত হয়ে বলে' উঠলো—"কি নৃশংস এই মেয়েমানুষ! আপনি ঠিকই করেছেন, প্রাণ গেলেও এদের কাছে মাথা নিচু করবনা।"

ফুলিয়া বল্ল—"সে-কথা বলা যত সহজ বোন, কাজে করা তত সহজ নয়। এখন যদি বলি যে আমার মনিবানী ঠিক করেছেন যে তিন দিনের মধ্যে যদি তুমি তাঁর সর্তে রাজি না হও তবে তোমাকে রাজপুরের বুড়ো জমিদারের সংগে জোর করে' সাদী করিয়ে দেওয়া হবে, তা'হলে তোমার মুখের এই তেজ কোথায় যাবে? বুড়ো রাজার দুই আওরৎ আছে; এবার তিনি তিসরী সাদী করার জন্য সুন্দরী লড়কী খুঁজছেন।"

কথাটা শুনে সত্যবতীর মুখ সাদা হয়ে গেল, সে বলল—"কক্ষণ তোমরা সে রকম করতে পারবে না।" আশ্বাসের জন্য সে অমরচন্দ্রের মুখের দিকে চাইলো।

অমরচন্দ্রের মনে বিশেষ ভরসা না থাকলেও তিনি মুখে বল্লেন—"আজকালকার যুগে এই রকম কন্যাহরণ চলেনা, বেদেনি!"

ফুলিয়া উদ্ধতভাবে উত্তর দিল—"কিন্তু কন্যাহরণই আমাদের রোজগারের একটা বড় রাস্তা।"

—"যে সব অশিক্ষিত, অসহায় গরিবলোক আত্মরক্ষা করতে পারেনা তাদের কন্যা হরণ করে' তোমার সাহস বেড়ে গেছে দেখি! কিন্তু নিশ্চয় জেনো যে আমার মেয়ের মাথার একগাছি চুলেরও যদি হানি হয় তবে যে শুধু সমস্ত বেদিয়া পল্লী ছারখার হয়ে যাবে তা নয়, বিষণপড়ের ছোটরানির মহলও আর আস্ত থাকবে না"

এই কথোপকথনের মাঝখানে কখন রানি মন্মোহিনী ঘরের মধ্যে এসে দাঁড়িয়েছিলেন, তিনি বললেন—"রানির মহল ধ্বংস করা তত সহজ নয় সাধুজি, সরকারী পুলিশের সাহস কি যে বিষণগড়ের অন্তঃপুরে প্রবেশ করে।"

অমরচন্দ্র বল্‌লেন—"একথা মনে রাখবেন রানিজি, রাজান্তঃপুরের আর সেদিন নেই। যেদিন আপনারা অসহায় মানুষকে নিয়ে জানোয়ারের মতো কারবার করতেন সেদিন চলে গেছে।"

ছোটরানি সদম্ভে উত্তর দিলেন—"আর আপনিও একথা শুনে রাখুন সাধুজি, যে এই মাত্র পুলিশে আমার মহল খানাতল্লাসী করে' এই কথা স্বীকার করে' চলে' গেছে যে এখানে কোনো মানুষকে লুকিয়ে রাখা হয়নি।"

ফুলিয়া বিদ্রূপের হাসি হেসে বল্‌ল—"তাহ'লে এবার রাজপুরের বুড়ো জমিদারের তিসরী সাদীর জোগাড় করি।"

* * * *

বেদিয়াপাড়া খানাতল্লাসী হয়ে গেছে; পুলিশ তবু সমস্ত পাড়াখানাকে কড়া পাহারায় ঘিরে রেখেছে, ফুলিয়া বেদেনী ফিরে আসবামাত্র তাকে গ্রেপ্তার করা হবে।

সুবেদার বজরং সিং তার বন্দুকে ভর করে' ঝিমোচ্ছে। গতকালের সন্ধ্যার পর থেকে ঘটনার পর ঘটনার বিক্ষোভে তার তিল মাত্র বিশ্রাম হয়নি, তাই তার ক্রমাগতই ঢুল আসছিল। এমনি সময়ে তার গায়ে একটা ঢেলা এসে লাগ্‌লো, চম্‌কে উঠে সুবেদার একেবারে 'হুকুমদার' বলে' বন্দুকটা ঘাড়ে তুলে নিল। নলের ওপারে সে দেখতে পেলো কালোকোলো একটি তরুণীর মুখ।

তরুণী বল্‌ল—"সুবেদারজি, ফুলিয়াকে ধরিয়ে দিয়ে ইনাম পেতে চাও?"

সুবেদার তার কথায় বিশ্বাস স্থাপন না করে' বল্‌ল—"তুই কেরে বেটি?"

—"আমি বেদিয়াদলের একজন মেয়ে—ফুলিয়া কোন পথে গেছে দেখতে চাও?"

সুবেদার বল্‌ল—"সত্যি কথা বলছিস্, না বেইমানি করছিস?"

—"সত্যিকথা, দেখনা সে আমাকে কি রকম করে' মেরেছে?"

সুবেদার দেখলো সত্যসত্যই তার কালো গালের ওপর বেগুনি রঙের পাঁচটা আঙ্গুলের ছাপ। সে তখন বল্‌ল—"আচ্ছা চল্।"

উমড়ি বল্‌ল—"উঁহু, কেবল তুমি নয়, আরো লোকজন নিয়ে যেতে হবে, বড় সাহেবকেও যেতে হবে,—ফুলিয়া বড় শয়তানী।"

খানিক ইতস্তত করার পর সুবেদার উমড়িকে মিঃ পার্কিনের কাছে নিয়ে গেল এবং আধঘণ্টা বাদে তার পেছনে মিঃ পার্কিনসহ পুলিশের ছোট একটি বাহিনী বিষণগড়ের রাজপ্রাসাদের পাশের পরিখার শুখ্‌নো খাঁড়ির মধ্যে নেমে পড়লো। উমড়ি সেই খালের পাড়ে আগাছার জংগলে ঢাকা একখানা গুপ্ত দরজা দেখিয়ে দিল। পুরোনো, ভাল কাঠের মজবুত দরজা, তাতে লোহার তক্‌মা মারা।

মিঃ পার্কিন বলে' উঠ্‌লেন—"বিগ্যাড্‌! এই দরজা ভেঙে ঢুকতে হবে নাকি ?"

উমড়ি তার কালো মুখে মোনালিসার রহস্য মাখিয়ে দরজার খোদাই কারিগরির মধ্যে হাত দিয়ে খানিক নাড়াচাড়া করলো, তারপর "এবার ঠেলা দিলেই খুলে যাবে।" —বলে' সগর্বে যোগ করলো—"আমি রোজ লুকিয়ে লুকিয়ে ফুলিয়ার পেছু পেছু এসে দেখতাম।"

মিঃ পার্কিনের সামান্য ঠেলায় বহুব্যবহৃত, সুতৈলাক্ত কবাট দুটি একেবারে নিঃশব্দে খুলে গেল। তার পশ্চাতে বেশ চওড়া একটি সুড়ংগের ভিতর একখানা আঁকাবাঁকা পথ দিয়ে খানিকদূর অগ্রসর হয়ে দলটি হঠাৎ একটি ঘরের মধ্যে এসে পড়লো। ঘরের মধ্যে চারটি প্রাণী সচকিত হয়ে আগন্তুকদলের দিকে চাইলো, ফুলিয়া ও রানি মন্মোহিনী ভয়কাতরা এবং অমরচন্দ্র এ সত্যবতী আশান্বিত।

* * * *

মিঃ পার্কিনের প্রেরিত বরকন্দাজের মুখে সংবাদ পেয়ে রাজা অওধনাথ হীরামহলের গুপ্তকক্ষে উপস্থিত হ'লেন। সহসা রানি মন্মোহিনীর সম্মুখীন হয়ে সমুদয় ব্যাপার মুহূর্তের মধ্যে অনুমান করে' তাঁর মুখ পাংশুবর্ণ হ'ল, মাথা নত হয়ে পড়লো। কিন্তু সে শুধু মুহূর্তের জন্য : পরমুহূর্তেই তিনি সোজা হয়ে দাঁড়িয়ে মিঃ পার্কিনকে সম্বোধন করে' ঘোষণা করলেন—"সাহেব, আমি আপনাদের সকলকে সাক্ষী রেখে এই পাপিনীকে এই মুহূর্তে ত্যাগ করলাম।"

রাণি ছুটে এসে তাঁর পা জড়িয়ে ধরলেন।

মিঃ পার্কিন অত্যন্ত অপ্রস্তুত হয়ে বল্‌লেন—"অত তাড়াতাড়ি নেই রাজা বাহাদুর, আইনের গতি অতি ধীর বলে' জানবেন।"

রাজা বল্‌লেন—"কিন্তু আমার প্রাসাদে এর আর এক মুহূর্তও স্থান হবেনা।"

—"না, না, রাজাবাহাদুর, সে হতে পারেনা। ওই বেদিয়ারমণী হাজতে যেতে পারে, কিন্তু এই সম্ভ্রান্তবংশীয়াকে বিচারের সময় পর্যন্ত বন্দী রাখার জন্য আপনাকেই স্থান দিতে হবে। অবশ্য প্রহরীর ব্যবস্থা আমরাই করব।"

অত্তধনাথ অস্ফুটস্বরে কি জানি বলে' বেরিয়ে গেলেন। তাকেই সম্মতি বলে' ধরে' নিয়ে মিঃ পার্কিন সমস্ত ব্যাপারের যথোচিত ব্যবস্থায় প্রবৃত্ত হলেন।

* * * *

অমরচন্দ্রের সত্যবতীকে একটু বিশ্রাম দেবার ইচ্ছা ছিল কিন্তু তার চাঞ্চল্য দেখে ও তার কারণ অনুমান করে' তিনি তাকে নিয়ে অলখনাথের ঘরে উপস্থিত হয়ে রানি পদ্মাবতীকে বল্‌লেন—"এই দেখুন মা, আপনার পুত্রবধূ এনেছি।"

—"পুত্রবধূ!"—পদ্মাবতী অত্যন্ত বিস্মিতা হ'লেন।

অমরচন্দ্র বুঝিয়ে দিলেন—"অর্থাৎ ভাবী পুত্রবধূ।"

অলখনাথ উদ্‌গ্রীব হয়ে বিছানার ওপর উঠে বসে' বল্‌ল—"কন্যা, তুমি তবে সত্যিই এসেছ? আমার ডাক তবে শুনতে পেয়েছিলে?"

সত্যবতী তার হাত ধরে' উত্তর দিল—"শুনতে নিশ্চয় পেয়েছিলাম,—মনের মধ্যে।"

তাদের আনন্দাশ্রু দেখে বৃদ্ধ অমরচন্দ্রের চোখও শুখ্‌নো রইলোনা।

* * * *

দেবপদ অমরচন্দ্রের ওপর খড়্গহস্ত হয়ে বল্‌লেন—"কি মনে করেছ

হে তুমি, পরের নাবালিকা মেয়ে ধরে' এনে একটা সেকেলে রাজপ্রাসাদের ইদিক-উদিক বিলিয়ে দেবার কি অধিকার তোমার আছে ?"

অমরচন্দ্র ধীরভাবে উত্তর দিলেন—"আমার মনে হয় যে মেয়ের বাস্তবিক অভিভাবক আমার কাজের সমর্থন করবেন। তাঁকে একখানা টেলিগ্রামও করে' দিয়েছি।"

জিতেন্দ্র বল্‌ল—"কথাটা কিন্তু আপনার মুখে মানালোনা গাংগুলিমশাই। ভাগ্‌নীকে যদি সেই 'ন্যাকড়ার পুতুলই' করে' রাখবেন তবে তাকে এত লেখাপড়া শিখিয়ে, স্বাধীনতা দিয়ে মানুষ করলেন কেন ? কথায় এক, কাজে আর,—এরকম স্বভাব তো আপনার নয় !"

দেবপদ বোধহয় জীবনে এই প্রথম অপ্রস্তুত হয়ে বল্‌লেন—"তা যে যাই করতে চাক্‌না কেন, আমার মত হচ্ছে যে কলকাতায় পৌঁছবার আগে কোনো কাজে হস্তক্ষেপ করা হবেনা।"

অমরচন্দ্র বল্‌লেন—"নিশ্চয়, নিশ্চয়, অলখনাথকে নিয়ে কলকাতায় যাই, ওর শরীর সেরে উঠুক, তারপর একটা চাকরি—"

—"থাক্ থাক্, আর ব্যাখ্যা করতে হবেনা !"—দেবপদ রাগ করে ঘর থেকে বেরিয়ে গেলেন।

* * * *

অওধনাথ বল্‌বেন—"এমন অসম্ভব প্রস্তাব আমার সামনে আর কখনও করবেননা।"

অমরচন্দ্র জিজ্ঞাসা করলেন—"অসম্ভব কেন ?"

—"জাতিধর্ম অতিক্রম করে' বিবাহ বিবাহ্ আমার বংশে অভাবনীয়, উপরন্তু অলখ আমার জ্যেষ্ঠপুত্র।"

—"আপনার বংশে কি দু'একটা অভাবনীয় ঘটনা সম্প্রতি ঘটেনি, রাজাবাহাদুর?—ছোট রানি যে বড়কুমারকে বিষপ্রয়োগ করবেন এবং তার চিকিৎসককে হরণ করে' গুপ্তকক্ষে আবদ্ধ করে' রাখবেন, একথা কি ভাবতে পেরেছিলেন? আপনি কি কল্পনা করেছিলেন যে আপনার হীরামহলে গোপনে নারীহরণ ব্যবসা চলছে, অথবা আপনার শ্যালক কলিকাতার অধ্যাপককন্যা সত্যবতীকে বিষ পাঠিয়ে দিয়েছেন?"

অওধ মাথা নত করলেন।

অমরচন্দ্র বল্‌লেন—"অনেক অভাবনীয় কুকাজ আপনার বংশে হয়েছে, এবার একটি ভাল কাজে সম্মতি দিয়ে সে ভুলের সংশোধন করুন।"

অওধ বল্‌লেন—"আমাকে কিছু সময় দিন, আমি প্রথমে কুমারের একটা বংশোচিত বিবাহ দিয়ে—"

—"পিতাজি!"—অলখ কাতরোক্তি করলো—"এমন অন্যায় কথা মুখে আনবেননা!"

অওধ বিরক্তির সংগে বল্‌লেন—"আমিও তো দুটি বিবাহ করেছি।"

অমরচন্দ্র বল্‌লেন—"তাতে কি আপনার মুখ খুব উজ্জ্বল হয়েছে রাজাবাহাদুর?"

অওধ নীরবে চিন্তা করিতে লাগিলেন।

* * * *

সকালে টেলিগ্রাম পেয়ে অবধি বন্দ্যোপাধ্যায়মহাশয় অধৈর্য হয়ে তাঁর নিরানন্দ খালি বাড়িতে ভূতের মতো ঘোরাঘুরি করছিলেন।

এমন সময়ে পরপর দু'খানা ঠিকে গাড়ি এসে সামনে থামলো। তিনি চলৎশক্তিরহিত হয়ে জান্‌লার সামনে দাঁড়িয়ে রইলেন।

দেবপদ একটা গাড়ি থেকে লাফিয়ে নেমে তাঁকে দেখতে পেয়ে চিৎকার করলেন—"কিহে, পাথরের মূর্ত্তির মতো দাঁড়িয়ে রইলে যে? দরজাটা খোলোনা!"

অধ্যাপক তবু নড়তে পারলেননা।

তারপর যখন দেবপদর পেছনে নেমে এসে সত্যবতী ডাক্‌লো—"বাবা, বাবা, দরজা খোলো!"—তখন তিনি ত্বরিৎপদে এগিয়ে এসে দরজা খুলে মেয়েকে বুকে জড়িয়ে ধরে' চোখের জলে ভাসিয়ে দিলেন।

অমরচন্দ্র বলুলেন—"আগে তাড়াতাড়ি রোগীকে নামিয়ে শোওয়াবার ব্যবস্থা কর।"

পাশের বাড়ির হেমলতা গণ্ডগোলের শব্দ শুনে বাইরে এসে পড়লো; মুহূর্তের মধ্যে সমস্ত পরিস্থিতি বুঝে নিয়ে সে বিছানাপত্র ও থাওয়া-দাওয়ার ব্যবস্থাদ্বারা সকলের তৃপ্তি সাধন করলো।

* * * *

কয়েকদিন পরে হেমলতা বন্দোপাধ্যায়বাড়ির ভাঁড়ারঘরে দাঁড়িয়ে চায়ের যোগাড় করছিল, এমন সময়ে জিতেন্দ্র আচার্য দরজায় এসে দাঁড়িয়ে জিজ্ঞাসা করলো—"আপনি একা?"

—"হ্যাঁ, বেবি অন্যত্র ব্যস্ত আছে কিনা, তাই আমাকেই একা এগুলি করতে হচ্ছে।"

—"আপনার কোনো ব্যস্ততার কারণ নেই তো?"

—"যথেষ্ট আছে। আমি মনে করি আহারান্বেষণই জীবগণের ব্যস্ততার প্রধান কারণ।"

খানিক চুপ করে' থেকে জিতেন্দ্র যেন একটু ভয়ে ভয়েই জিজ্ঞাসা করলো—"হেমলতাদেবী, আমার ভুলটা কি ক্ষমা করতে পারবেন ?"

শান্ত হেসে হেমলতা উত্তর দিল—"ভুল তো আপনি করেননি, সবাই মিলে যোগসাজস্ করে' করিয়েছিল।"

* * * *

কয়েকমাস পরে পাশাপাশি দুই বাড়ীতে দুটো বিয়ে হল ; এ বাড়িতে সত্যবতীর সংগে অলখের আর ও বাড়ীতে হেমলতার সংগে জিতেন্দ্রের।